



সরকারি অফিসে নো টি-শার্ট ঃ জেলাশাসক

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। সরকারি অফিসে কর্মচারীরা এখন থেকে টি-শার্ট পড়ে আসতে পারবেন না। এতে শালিনতা ভঙ্গ হয়। এমনটাই নির্দেশ জেলাশাসক বিশাল কুমারের। উনকোটি জেলার জেলাশাসক তিনি। এক জারি করা নির্দেশে জেলাশাসক জানিয়ে দিয়েছেন সকল কর্মচারীদের এখন থেকে শালিন পোশাক পড়ে আসতে হবে। যদিও রাজ্য সরকারের কোনো ড্রেস কোড নেই। অফিসে কি পড়ে আসতে হবে, কি পড়তে হবে না। কি ধরনের পোশাক পড়লে শালিনতা বজায় থাকবে তার কোনো নীতি নির্দেশিকা নেই। কিন্তু তা বলে অফিসে উগ্র পোশাক পরিধান করে আসাটাও ঠিক নয়। দেখা গেছে অনেক পুরুষ এবং মহিলা কর্মচারীদের পোশাকের মধ্যে কোনো শালিনতা নেই। অনেকে চুল লাগ করে নানা ধরনের স্টাইল করে অফিসে আসেন। রঙিন

চুল আর টেটো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেখা গেছে, অনেক যুবা কর্মচারী হাতে টেটো একে বেশ হেলতে



দুলতে অফিসে আসেন। যেটা খুবই বেমানান। রাজ্য সরকারের প্রতিটি অফিসে এই ধরনের পোশাক পরিহিত কর্মচারীদের দেখা যায়। কয়েক বছর আগে রাজ্য সরকার

বিভিন্ন সরকারি স্থলে শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের জন্যে ড্রেস কোড চালু করেছিলো। পুরুষ এবং

এই ধরনের নির্দেশ জারি করলেও এখন অবশ্য সবকিছুই ইতিহাস। অনেক শিক্ষক জানতেই পারেনি বিদ্যালয়গুলোতে ড্রেস কোড রয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে ড্রেস কোড সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নজরদারি থাকলেও সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে নেই নজরদারি। ফলে যেমন খুশি পোশাক পড়েই শিক্ষক মশাইরা বিদ্যালয়ে আসছেন। উনকোটি জেলার জেলাশাসকের এই নির্দেশকে সুনাগরিকরা মেনে নিলেও বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু সরকারি অফিসে অশিক্ষক কর্মীদের দেখা যার নানা ধরনের পোশাক পড়তে। এখন অবশ্য ছিড়ে প্যান্ট পড়া ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সরকারি অফিসে অশিক্ষক কর্মচারীদের দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু সরকারি অফিসে অশিক্ষক কর্মীদের দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু সরকারি অফিসে অশিক্ষক কর্মীদের দেখা যাচ্ছে।

যায়। জেলাশাসকের নির্দেশ এখন থেকে তা হবে না। এই সমস্ত পোশাক ছোট শিশুদের মধ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি কাজের সংস্কৃতির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। যদিও সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি অফিসে কাজকর্ম একপ্রকার লাটে উঠেছে বলা যায়। অর্থাৎ কর্মসংস্কৃতির একেবারে দফারফা। ভোটের কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা আগরতলার নেতাজি চৌমুহনিস্থিত পূর্ত দফতরের অফিসটি পরিদর্শন করে অবাক হয়ে যান। বিকাল ৪টায় অফিসের কর্মচারীরা হাওয়া। এমনকী আধিকারিকরা পর্যন্ত নেই। এটাই হলো অফিসগুলোর কর্মসংস্কৃতি। যদিও মুখ্যমন্ত্রী সেদিন মাথা গরিয়ে উঠেছে কিছু সামাজিক করে বিভিন্ন সরকারি অফিসে গিয়ে হাজির হবেন তিনি। কিন্তু ভোটের কারণে সময় করে উঠতে পারেননি। ভোট শেষ হয়ে এখন ছুটিয়ার

১১-এর পাঠায় দেখুন

শহরে এনজিও-র নামে রক্ত বিক্রি ! ঘুমে প্রশাসন

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। রক্তদান মহৎ দান। মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করে থাকে। সাধারণ মানুষের এই মহৎ কাজকে সামনে রেখে এনজিও’র নামে রক্ত বিক্রি করে দেয়ার অর্থ লুট করছে একাংশ বেকধারী সামাজিক সংস্থা। এনজিও-র অন্তরালে শহরে অপরাধ চক্র নিটোল জাল বিস্তার করলেও ঘুমে প্রশাসন। এই সমস্ত এনজিও গুলির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি তুলছে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকরা। গত কয়েক বছরে রাজধানী সহ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে মাথা গরিয়ে উঠেছে কিছু সামাজিক সংস্থা। তারা বগল দাবা করেছে রেজিস্ট্রেশন। এই সামাজিক সংস্থাগুলি মূলত কাজ করে ব্লাড নিয়ে। অর্থাৎ তারা মুমূর্ষ রোগীদের রক্তের ব্যবস্থা করে দেয়। রক্ত নিয়ে কাজ করার সুবিধার্থে এনজিও-র কর্মকর্তার ডোনেশন বাবদ মানুষের

কাজ থেকে টাকা পয়সাও সংগ্রহ করে থাকে। তাতে অবশ্যই সমস্যা কিছু নেই। টাকা ব্যতীত এনজিও চলবে না। তার জন্য রক্ত বিক্রি কোনো ভাবেই মানা যায় না। ই-রক্ত না দিয়ে এনজিও খুলে দেয়ার ব্যাবসা করছে এক গুণধর। ভেকধারী এই সামাজিক সংস্থার কর্মধারে বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রোগীর পরিবারের লোকজনকে হাসপাতালে দেওয়া রিকুজেশনের কপি পাঠাতে হয় এই সামাজিক সংস্থা। অভিযোগ, ই-রক্ত নামক সামাজিক সংস্থা ভেনারদের খুঁজে করে করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই নিজের ব্যবসা বুকে নেয়। খবর অনুযায়ী, রোগীর পরিজনদের সঙ্গে আগেই ফুরিয়ে নেয় টাকার অঙ্ক এবং বিষয়টি ডোনারের কাছে গোপন রাখার নির্দেশ দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই রোগীর পরিজনরা টাকা দেওয়ার বিষয়টি

আছে এনজিও-র কর্তার কাছে। এই সমস্ত লোকজন স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে ইচ্ছুক। কোনো মুমূর্ষ রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন হলে তারা বদোবস্ত করে দেয়। অর্থাৎ রক্ত দিতে ইচ্ছুক লোকজনকে তারা ফোন করে তখন রক্ত দাতা হাসপাতালে গিয়ে মুমূর্ষ রোগীকে রক্ত দিয়ে আসেন। তার জন্য রোগীর পরিবারের লোকজনকে হাসপাতালে দেওয়া রিকুজেশনের কপি পাঠাতে হয় এই সামাজিক সংস্থা। অভিযোগ, ই-রক্ত নামক সামাজিক সংস্থা ভেনারদের খুঁজে করে করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েই নিজের ব্যবসা বুকে নেয়। খবর অনুযায়ী, রোগীর পরিজনদের সঙ্গে আগেই ফুরিয়ে নেয় টাকার অঙ্ক এবং বিষয়টি ডোনারের কাছে গোপন রাখার নির্দেশ দেয়। স্বাভাবিক ভাবেই রোগীর পরিজনরা টাকা দেওয়ার বিষয়টি

১১-এর পাঠায় দেখুন

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে গুরুত্ব মন্ত্রী শুক্লার

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। রাজ্যের সমস্ত স্তরের সংখ্যা লঘু সমাজের উন্নয়নে নতুন করে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্তরীয় ও ন্যূনোচ্চ সঠিক ভাবে যেমন বাস্তবায়নে গুরুত্ব দেওয়া হবে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও নতুন নতুন প্রস্তাব পাঠানো হবে। রাজ্য সংখ্যা লঘু দপ্তরের নয়া মন্ত্রী গুরুচরণ নোয়াতিয়া আজ নিজেই এই সংবাদ জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বরাবরই দেখা গেছে সংখ্যা লঘু কল্যাণ দপ্তরটি গুরুত্বহীন দপ্তর করে রাখা হয়। আম হোক কিংবা চান, সম্প্রতি রাম আমলেও দেখা গেছে সংখ্যা লঘু কল্যাণ দপ্তরটিকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন

দপ্তর করে রাখা হয়েছে। বাজেটও রাখা হয় তুলনামূলক অনেক কম। অর্থাৎ ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যা লঘু সমাজের লোক সংখ্যা রাজ্যে নেহাতকম নয়। শুধু ইসলাম ধর্মালম্বীদের কথা যদি ধরা হয় তাও রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ। তার বাইরে রয়েছে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ জন। ভাষাগত সংখ্যা লঘু হলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কিন্তু সে তুলনায় বাজেট বরাদ্দ বাম আমল থেকেই অন্যান্য দপ্তরের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। ফলে সংখ্যা লঘু সমাজের উন্নয়ন কার্যত লোক দেখানো গোচরে হয়ে থাকে। দশকের পর দশক ধরে এভাবেই চলে আসছে। এই পরিস্থিতিতে

আজ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গুরুচরণ নোয়াতিয়া জানান, তিনি এই ট্রেডিশান ভাঙতে চান। সংখ্যা লঘু কল্যাণ দপ্তরও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান সে লক্ষ্যেই তিনি কাজ শুরু করছেন। আজ মুহূর্তের আলাপচারিতায় সংখ্যা লঘু কল্যাণমন্ত্রী গুরুচরণ নোয়াতিয়া জানান, তিনি বিগত দিনে দপ্তরে কি কি কাজ হয়েছে, কিংবা কি কি কাজ বকেয়া ছিল সব কিছু খতিয়ে দেখছেন। তারপরেই সবার পরামর্শ নিয়ে নতুন মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করবেন সংখ্যা লঘু সমাজের উন্নয়নে। যদিও তিনি জানান, এক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ একটি

১১-এর পাঠায় দেখুন

মরণোত্তর পদ্মশ্রী পেলেন এনসি

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। মরণোত্তর পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হলেন এনসি দেববর্ম। তাঁর হয়ে তাঁর ছেলে সুরত দেববর্ম



পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মূর্খ প্রয়াত এনসি দেববর্মার ছেলে সুরত দেববর্মার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা সামাজিক মাধ্যমে এই সম্মাননা প্রদানের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই গৌরবময় মুহূর্তে তিনি প্রয়াত এনসি

দেববর্মাকে স্মরণ করেন। আইপিএফটির সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এনসি দেববর্ম। তিনি আকাশবাণীর অধিকর্তা। ১১-এর পাঠায় দেখুন

সিপিএমের বিক্ষোভ মিছিল

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে সারা রাজ্যের সাথে সোনামুড়া মহকুমায় নির্বাচনোত্তর হামলা, হুজুতি সংগঠিত হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ সিপিএমের। এই অভিযোগ তুলে বুধবার সোনামুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে সিপিএম। বিকালে হয় এই মিছিল। সোনামুড়া এবং বঙ্গনগর বিধানসভা কেন্দ্রের দুই বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী এবং শামসুল হক মিছিলে অংশ নেন। দলের সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক রতন সাহা অভিযোগ করেছেন ভোট গণনার পর মহকুমায় বিভিন্ন জায়গায় হামলা হুজুতি সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশে জানালো হলেও পুলিশ কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। এমনকী থানায় একাইআহার করতে গেলোও একাইআহার নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে সিপিএম নেতৃবৃন্দ। হামলাকারীদের হাত থেকে দলীয় অফিসগুলি রক্ষা পাচ্ছে না। প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করার আহ্বান জানান সিপিএম নেতারা। অংশে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের ফল ঘোষণার পড় থেকে হামলা হুজুতি সংগঠিত হচ্ছে। রাজধানীতে বুধবার সিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয় পরিবহন শ্রমিকরাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় গাড়িগুলোকে রাস্তায় রে রে হতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের দোকানগুলোতে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিএমের উদ্যোগে এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

মেয়ের জীবন শিক্ষা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। গত দুমাস ধরে জটিল রোগে ভুগছে মেয়েটি কিন্তু অসহায় পরিবারের পক্ষে মেয়েটির চিকিৎসার খরচ সামালানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অবশেষে মেয়ের জীবন শিক্ষা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে পরিবারটি। রাজধানীর আডালিয়া ঋষিপাড়া এলাকায় মেয়েটির বাড়ি। শংকর ঋষিদাসের একমাত্র মেয়ে অর্পিতা ঋষিদাস। দীর্ঘদিন ধরে মেয়েটি জটিল রোগে ভুগছে। চিকিৎসার জন্যে আইজিএম হাসপাতাল এবং পরে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিলো মেয়েটিকে। চিকিৎসার জন্যে বসন্তবাড়ি বন্ধক রাখতে হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্যে শিলচরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো মেয়েটিকে। কিন্তু তারপরেও তাকে সুস্থ করা যায়নি। পরিবারটির হাতে যে টাকা ছিলো তাও শেষ হয়ে গেছে। এখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটিকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই পরিবারের। মেয়ের চিকিৎসার জন্যে সমস্ত সম্পদ বিক্রি করতে হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে মেয়েটির স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। অর্পিতার বাবা শংকর ঋষিদাস একজন দিনমজুর। বাধ্য হয়ে পরিবারটি বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেয়েটিকে সুস্থ করে তুলতে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন পরিবারটি। এখন দেখার সরকার কি উদ্যোগ নেয়।

রক্তশূন্য মহকুমা হাসপাতাল

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। রক্তশূন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল। ডাঃ অজিত দেববর্মী এবং চন্দন দেববর্মী জানিয়েছেন, চাহিরার তুলনায় রক্তের যোগান তেমন নেই। এমনকী তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে রক্তদান শিবির তেমনভাবে হচ্ছে না। স্বেচ্ছা দানের মধ্য দিয়েই রক্ত সংগ্রহ হয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির না হলে কিভাবে রক্ত সংগ্রহ হবে। রাজধানীতে ধারাবাহিক ভাবে গত কয়েকদিন ধরে রক্তদান শিবির হলেও তেলিয়ামুড়া সহ বিভিন্ন মহকুমায় এখনো শিবির সংগঠিত হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ রক্তের জন্যে এদিক

১১-এর পাঠায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। প্রতাপগড়জুড়ে ভোট গণনার পর থেকে সন্ত্রাস কায়মে হয়েছে। কারা বিজেপি প্রার্থী রেবতী মৌহন দাসকে ভোট দেয়নি তার তালিকা তৈরি করে তাদের উপর হামলা হুজুতি হচ্ছে। প্রতাপগড়জুড়ে প্রায় ৬০টির মতো অটো লাইন আউট করে দেওয়া হয়েছে। অটো চালকদের বলা হয়েছে ঘর থেকে না বের হতে। তাদের অপরাধ ভোটের সময় বিরোধী দলের পক্ষ নিয়েছিলো তারা। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও আক্রমণ হচ্ছে। এবার প্রতাপগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক রেবতী মৌহন দাসের ভাতিজার বিরুদ্ধে এক যুবককে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠলো। ওই যুবক এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

সন্ত্রাস, ধৃত ৩

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ ।। রাতের অন্ধকারে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসের পরিহিতি কায়মে এবং বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভেঙ্গে ফেলার অপরাধে পৃথক পৃথক তিন জায়গা থেকে পুলিশের জালে আটক ৩। ঘটনার বিবরণ দিয়ে তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরত চক্রবর্তী জানিয়েছেন মঙ্গলবার গভীর রাতে থানা এলাকার পৃথক পৃথক দুটি স্থানে মোট তিনটি দোকানপাট ভেঙ্গে ফেলে দ্রুতভিকারীরা। এই ঘটনায় বুধবার তেলিয়ামুড়া থানায় মৌখিক ভাবে অভিযোগ করে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকেরা। এরপরই নড়ে চড়ে বসে পুলিশ। পুলিশ তদন্ত নেমে বুধবার সকাল

নিরাপত্তাহীন মহিলারা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। ভোট গণনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন মহিলারা। ঘটনাটি বিশালগড়ে। ওই মহিলাদের অপরাধ তারা ভোটের সময় বিরোধী দলের হয়ে কাজ করেছিলেন। এমনকী বিরোধী দলের মিছিলে পড়ার অভিযোগ। ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয় বাড়ির বেড়া এবং কেটে ফেলা হয় ফলত গাছ। এই ঘটনা ঘিরে ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে উত্তেজনা কায়মে হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা খবর নেই। এই ঘটনার মীমাংসার জন্যে বার কয়েক পঞ্চায়েতে শালিশী সভাও বসে। কিন্তু শালিশী সভা থেকে কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি। জানা গেছে, ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪নং

১১-এর পাঠায় দেখুন

লড়ছে। ভোটের আগে ওই আক্রান্ত যুবককে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার

ভাতিজার টার্গেট হয় ওই যুবক। অপুর দাস এবং কৃষ্ণা দাসের বিরুদ্ধে



কথা বলা হয়েছিলো। আক্রান্তের স্ত্রী জানিয়েছেন, সেই সময় তার ভোট দেওয়ার অপরাধে ওই বাঙালির প্রার্থীকে ভোট দেবে। তখন থেকেই বিজেপি নেতাদের বিশেষ করে রেবতী মৌহন দাসের

হামলার অভিযোগ করেছে রক্তাক্ত যুবকের স্ত্রী। বিরোধীদের ভোট দেওয়ার অপরাধে ওই যুবককে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি অফিসে

১১-এর পাঠায় দেখুন

জি-২০ বৈঠক

সেজে উঠছে নীরমহল



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। আগামী ৩ এবং ৪ এপ্রিল জি-২০ বিজ্ঞান বিষয়ক সভা হবে আগরতলায়। হাঁপানিয়ার মেলা প্রাদেশের কল্যাণরেপ হচ্ছে এই বৈঠক হবে। জি-২০ বৈঠককে ঘিরে এখন প্রশাসনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই

বৈঠকে ৩৯ দেশের প্রতিনিধিরা রাজ্যে আসবেন। তারা বৈঠকের ফাঁকে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিও ঘুরে দেখবেন। বৃহস্পতিবার এর প্রস্তুতি বৈঠক হবে মহাকরণে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক

১১-এর পাঠায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। জমি সংক্রান্ত বিবাদ দেশের উত্তেজনা কৈলাসহরের ধলিয়ারাকদিগ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে। দুই পরিবারের মধ্যে রাস্তা নিয়ে বিবাদ। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলে পড়ার অভিযোগ। ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয় বাড়ির বেড়া এবং কেটে ফেলা হয় ফলত গাছ। এই ঘটনা ঘিরে ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে উত্তেজনা কায়মে হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা খবর নেই। এই ঘটনার মীমাংসার জন্যে বার কয়েক পঞ্চায়েতে শালিশী সভাও বসে। কিন্তু শালিশী সভা থেকে কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি। জানা গেছে, ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪নং

ওয়ার্ডের বাসিন্দা চিনু মিগ্রা বাড়ি করার জন্যে জমি জব্দ করেছিলেন। ঘিরে উত্তেজনা কৈলাসহরের ধলিয়ারাকদিগ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে। দুই পরিবারের মধ্যে রাস্তা নিয়ে বিবাদ। একে অপরের বিরুদ্ধে হামলে পড়ার অভিযোগ। ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয় বাড়ির বেড়া এবং কেটে ফেলা হয় ফলত গাছ। এই ঘটনা ঘিরে ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডে উত্তেজনা কায়মে হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা খবর নেই। এই ঘটনার মীমাংসার জন্যে বার কয়েক পঞ্চায়েতে শালিশী সভাও বসে। কিন্তু শালিশী সভা থেকে কোনো সমাধান সূত্র মেলেনি। জানা গেছে, ধলিয়ারাকদি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪নং

সম্পাদকীয় ‘মধ্য প্রাচ্য’ আর নয়

পশ্চিম এশিয়াকে আজও অনেকেই ‘মধ্য প্রাচ্য’ নামে ডাকেন। উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে এই অভিধার সৃষ্টি, তবে গত শতকের গোড়ায় আমেরিকান নৌবাহিনীর সমরকুশলীরা নামটিকে প্রসিদ্ধি দেন। অতঃপর পশ্চিমের অধীশ্বরদের এই প্রাচ্য-দর্শন বিশ্ব রাজনীতির পরিসরে নিরঙ্কুশ আধিপত্য জারি করে। গত কয়েক দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটেছে, সোভিয়েট-উত্তর একমের দুনিয়া আজ আর নেই। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় কিছু কাল আগে পর্যন্ত ব্রিটেন এবং পশ্চিম ইউরোপের আনুগত্যে পরিপুষ্ট ওয়াশিংটনের দাপট প্রবল ছিল। বিশেষত, এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার গুরুত্ব ছিল প্রগ্ধাতীত। কি আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায়, কি অশান্তি, দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের সৃষ্টি ও লালনে, তার প্রাধান্য বজায় থেকেছে। রাশিয়ার প্রতিস্পর্ষী ভূমিকা আজও গুরুতর, কিন্তু ড্রাডিমির পুতিন যথার্থ কোনও কূটনৈতিক বিকল্প রচনা করতে ব্যর্থ, বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায়। এই বিকল্প রচনার কাজটিতেই সম্প্রতি একটি বড় রকমের সাফল্য অর্জন করলেন শি জিনপিং। ২০১৬ সালে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে তীব্র বিবাদের পরিণামে দুই রাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। সাত বছর পরে তারা সেই বিচ্ছেদের অবসান ঘটাতে সম্মত হয়েছে। এবং তেহরান ও রিযাধের ছেঁড়া তার জোড়া লাগানোর এই কাজটিতে মধ্যস্থতা করেছে চিন। এ-কাজ সহজ ছিল না। পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে ইরান ও সৌদি আরব বরাবর প্রতিদ্বন্দ্বী, শিয়া-সুন্নি বিভাজন সেই রেযারবির একটি অঙ্গ। বিশেষত সাড়ে চার দশক আগে তেহরানে খোমেনির অভ্যুত্থানের পরে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। সাত বছর আগে সৌদি আরবে এক শিয়া ধর্মনায়কের মৃত্যুদণ্ডকে কেন্দ্র করে কূটনৈতিক বিচ্ছেদ। ইতিমধ্যে ভোনাশ্ড ট্রাম্পের জমানায় আমেরিকা ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তার প্রতিক্রিয়ায় এক দিকে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি জটিলতর হয়, অন্য দিকে সৌদি আরব এবং ইরানের বিবাদে মধ্যস্থতার কোনও সুযোগ আমেরিকার হাতে থাকে না। এই পরিস্থিতিতেই চিন গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়ে এসেছে। শেষ অবধি সাফল্য এসেছে। এশিয়ার কূটনীতিতে চিন কার্যত এই প্রথম কোনও বড় ভূমিকা নিল। এবং, এই গোটা বোঝাপড়া ও চুক্তির পর্বটিতে আমেরিকার কোনও ভূমিকা ছিল না। এই দুই ঘটনাকে মেলালে পশ্চিম এশিয়ার কূটনৈতিক মঞ্চে পালাবদলের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। আমেরিকা পশ্চিম এশিয়ায় তার গুরুত্ব অচিরে ছাড়বে না, হারাবেও না। কিন্তু এই অঞ্চলে চিনও যে অতঃপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে কাজ করবে, সেই সত্যও সুস্পষ্ট। তবে এ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সৌদি আরবের সঙ্গে চিনের সংযোগ দ্রুত বাড়ছে। অন্য দিকে, শাহহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন-এ সহযোগী সদস্য হতে চলেছে ইরান। আন্তর্জাতিক কূটনীতির বৃহত্তর মঞ্চেও বিকল্প শক্তি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পথে চিন দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গত বছরের ‘গ্লোবাল সিকিয়ারিটি ইনিসিয়েটিভ’ ঘোষণা করেছেন শি জিনপিং, উদ্দেশ্য সহজবোধ্য। ধরে-বাইরে বহু সমস্যায় নাজেহাল প্রেসিডেন্ট জে বাইডেনর কী ভাবে এই নতুন সমীকরণের মোকাবিলা করবেন, তা তিনি জানেন কি? মনে পড়তে পারে, তার এক পূর্বসূরি সাড়ে তিন দশক আগে ‘নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা’র কথা ঘোষণা করেছিলেন। এখন তিনি আর এক নয়া বিশ্ব ব্যবস্থার মুখোমুখি। সেই ব্যবস্থা পৃথিবীর পক্ষে শুভ হবে কি না, বল কঠিন পাঠি-শাসিত চিন এবং তার এক-নায়ক শি জিনপিং-এ দুনিয়াদারির উদ্যোগ বড় রকমের আশঙ্কা জাগায়। কিন্তু ক্ষমতাধর পশ্চিম বিশ্ব আপন মেয়ালে প্রাচ্য পৃথিবীকে নানা ভাগে বিভাজি করে দেখাবে আর অবশিষ্ট দুনিয়া সেই দর্শন মেনে নেবে, তে হি দিবসা গতায়।

নেতাজির দেখানো সেবাপথে

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ, ২২ মার্চ।। ঠিকানা ৯৩ ও ৯৭ শরৎ বোস রোড। পাশ উ দিয়ে বয়ে চলেছে একুশ শতকের কর্মব্যস্ত মহানগরের জীবনস্রোত। সে সব ঠেলে উৎসুক পড়তে পারে এক দল শিশু আনন্দে খেলছে উঠোনে কেউ যদি প্রবেশ করেন এই প্রাদশ্ণে, চোখে অথবা শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন ছাত্রদের, হয়তো চলছে নটকের মহড়া।। বাড়িটির নাম দক্ষিণ কলিকাতা সেবাস্রম। প্রতিষ্ঠা: ১৯২৪ সালে। দক্ষিণ কলকাতায়, রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল কেন্দ্রটির লাগো এই সেবাস্রম ধারণ করে আছে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব, যার পুরোধা দেশবা চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। একটি স্বাস্থ্যকর স্থান বেছে এমন একটি আশ্রম ৈতে করতে হবে, যেখানে থাকবে শিশু-কিশোরদের দৈহিক ও মানসিক সুশিক্ষার সব রকম বন্দোবস্ত এমন ইচ্ছ সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে ছিল। ভবানীপুরে অন্য এক অনাধাস্রম তখন নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যে সব ছেলের যাওয়ার কোনও জায়গা ছিল না, তাদের আশ্রয় দিতেই গড়ে উঠল দক্ষিণ কলিকাতা সেবাস্রম, ১৯২৪ সালের ১১ মার্চ, এক সভার মধ্য দিয়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন সেবাস্রমের সভাপতি, সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু, কোষাধ্যক্ষ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। সেবাস্রমের কাজ সোহাসেহে শুরু হতে না হতেই আঘাত, রাজদ্রোহী বিবেচনায় সুভাষচন্দ্রকে বর্মায় অন্তরিন করল ব্রিটিশ সরকার। ১৯২৫-এ অকস্মাৎ প্রয়াত হলেন দেশবন্ধুও। মনোহরগুকুর রোড, বেলতলা রোডের নানা ঠাঁই ঘুরে ক্রমে ১৯৩০-এর পরে তেরো কাঠা জমি পাওয়া গেল এক বছরের মধ্যে তৈরি হল সেবাস্রমের বাড়ি। সেবাস্রমের সঙ্গে যুক্ত সেই সময়ের যাঁরা, সেইঅমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়, আনাথবন্ধু দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাসের মতো কয়েক জনকে নানা সময়ে লেখা চিঠিতে ধরা আছে এই উদ্যোগটি ঘিরে নেতাজির আবেগ। শতবর্ষের সূচনায় প্রকাশিত সেবাস্র স্মরণিকা-য় আজকের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছেন সেই অমূল্য চিঠিগুলি, এ ছাড়াও নানা জরুরি নথি, পুরনো ছবি। ১৯২৬-এ মান্দালয় জেল থেকে লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখছেন, ‘আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি, তবুও সেবাস্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভ ‘দরিদ্র নারায়ণের’ সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব।’’ বোঝা যায় সেবাস্রম ও তার কাজ নিয়ে তাঁর ভালবাসার গভীরতা। নেতাজির দেখানো সেবাপথে নিরবচ্ছিন্ন চলেছে সেবাস্রমের কাজ। ৭০ জন বালক থাকার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। আছে এই অঞ্চলের আর্থিক সঙ্গতিহীন শিশুদের জন্য ফ্রি প্রাইমারি স্কুল ও ডে কেয়ার সেন্টার, এ ছাড়াও কম্পিউটার ও সেলাই শিক্ষার কোর্স। গত ১১-১২ মার্চ হয়ে গেল শতবর্ষের সূচনা উৎসব - শরৎচন্দ্র বসুর কন্যা নবতিপর রমা রায়, স্বামী সুপর্ণানন্দ, বিচারপতি পিনাকী চন্দ্র ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে। আজকের সময়ে সমাজসেবা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেই নিয়ে আলোচনাচক্রও হল দ্বিতীয় দিনে: আশ্রমের শিশুদের আশ্রগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাংলা ও ইংরেজিতে নটকও। শতবর্ষ উপলক্ষে বিনামূল্যে দু’টি ছ”মাসের কারিগরি কোর্সের উদ্যোগ করা হয়েছে। এমনকার কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য করছেন, সরকার বৃহত্তর সমাজের, শুভবোধসম্পন্ন নাগরিকদের সচেতনতা — বিশেষত নেতাজির ১২৫ বছর পেরিয়ে আসার আবহে। ছবিতে ১৯৩৪-এর এবং আজকের সেবাস্রম, পাশাপাশি।

শ্রদ্ধায় স্মরণে শহীদ ভগৎ সিং

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ, ২২ মার্চ।। ভগৎ সিং

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ — ২৩ মার্চ ১৯৩১) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের শহীদ বিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী বিপ্লবী। তিনি ছিলেন এক জাতীয়তাবাদি। ভারতের জাতীয়তাবাদিরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে শ্রদ্ধা করে।

ভগৎ সিংহের জন্ম একটি জাতি শিখ পরিবারে। তার পরিবার পূর্ব থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কৈশোরেই ভগৎ ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর তিনি একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের (এইচআরএ) সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেধা, জ্ঞান ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় তিনি অচিরেই এই সংগঠনে নেতায় পরিণত হন এবং সংগঠনটিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে এটিকে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে (এইচএসআরএ) রূপান্তরিত করেন। তাকে এবং তার সংগঠনকে নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দেওয়া হলে তিনি ক্ষুরধার যুক্তিতে তা খণ্ডন করেন। জেলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ বন্দীদের সমান্যিকারের দাবিতে ৬৪ দিন টানা অনশন চালিয়ে তিনি সমর্থন আদায় করেন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন ভগৎ। বিচারে তার ফাঁসি হয়। তার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র ভারতীয় যুবসমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধই করেনি, ভারতে সমাজতন্ত্রের উত্থানেও প্রভূত সহায়তা করেছিল।

প্রথম জীবন
ভগৎ সিংহের জন্ম পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাঙ্গার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক সাধু জাতি পরিবারে। তার পিতার নাম সর্দার কিসান সিংহ সাধু ও মায়ের নাম বিদ্যাবতী। ভগতের নামের অর্থ ‘ভক্ত’। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেটি ছিল এক দেশপ্রেমিক শিখ পরিবার। এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অতীতে এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য আবার মহারাজা রঞ্জিত সিংহের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। ভগতের ঠাকুরদাদা অর্জুন সিংহ ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। যুক্ত ছিলেন। ভগতের উপরেও

এই সংগঠনের গভীর প্রভাব লক্ষিত হত। ভগতের বাবা ও দুই কাকা অজিত সিংহ ও স্বরণ সিংহ কর্তার সিং সরভ গ্রেওয়াল ও হরদয়াল নেতৃত্বাধীন গদর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অজিত সিংহের নামে একটি মামলা দায়ের করা হলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। অন্যদিকে ১৯২৫ সালের কাকোরি ট্রেন ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর স্বরণ সিংহের ফাঁসি হয়। ভগতের বয়সী ছেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি

এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তার ঠাকুরদাদা তাকে এখানে পাঠাননি। পরিবর্তে ভগতের বাবা তাকে আর্যসমাজি বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক স্কুলে ভর্তি করেন।শু০৪ মাত্র তেরো বছর বয়সে ভগৎ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার সরকারি স্কুলবই ও বিলিতি স্কুল ইউনিকর্ম পুড়িয়ে ফেলেন। চৌরিচৌরার গণ-হিংসার ঘটনায় কয়েকজন পুলিশকর্মীর মৃত্যু হলে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এতে

হতশ্য হয়ে ভগৎ যুব বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং সশস্ত্র বিপ্লবের পন্থায় ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার কথা প্রচার করতে থাকেন। ১৯২৩ সালে ভগৎ সিং পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন।এটি পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি পাঞ্জাব লেখক দ্বারা রচিত অনেক কবিতা এবং সাহিত্য পাঠ করেন এবং তার পছন্দের কবি

সত্যিকারের বহু-বিপত্তি, আন্তঃ সীমান্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তুত হওয়া এবং সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় কাজ করতে সক্ষম হওয়া, অনেক জীবন বাঁচাতে পারে এবং বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উভয় স্থানেই সম্প্রদায়ের জীবিকা রক্ষা করতে পারে। তাই বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২৩ মার্চ ২০২২-এর থিম রয়েছে প্রারম্ভিক সতর্কতা এবং প্রারম্ভিক পদক্ষেপ, এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জলবায়ু ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের অত্যাবশ্যক গুরুত্বকে স্পটলাইট করে। প্রতি ২৩শে মার্চ, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ১৯৫০ সালের ২৩শে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠার কনভেনশন কার্যকর হওয়ার স্মরণ করে। বিশ্ব আবহাওয়া দিবস প্রতি বছর ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠার কনভেনশন ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ ভার্যাকর হওয়ার স্মরণে। এটি সমাজের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার জন্য জাতীয় আবহাওয়া ও জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিবেষাগুলির অপরিহার্য অবদান প্রদর্শন করে এবং সারা বিশ্বে কার্যক্রমের সাথে পালিত হয়। শ্ আবহাওয়া দিবসের জন্য নির্বাচিত থিমগুলি সাময়িক বোহাওয়া, জলবায়ু বা জল-সম্পর্কিত সমস্যාগুলিকে প্রতিফলিত করে।

ছিলেন আল্লামা ইকবাল। ভগত সিং মার্কবাদী সাহিত্য, টলস্টয়, বাকুনিন, আপটম সিনক্লেয়ার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নজরুল গভীর মনযোগের সাথে পাঠ করেছিলেন। ভগৎ সিং কিশোর বয়সে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করেন কিন্তু বাল্য বিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যান এবং "নওজাওয়ান ভারত সভা" (ভারত যুব সভা) এর সদস্য হন।এই সংস্থায় ভগৎ সিং এবং তার আর বিপ্লবী সহকর্মীরা যুবকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ইতিহাস শিক্ষক, প্রফেসর বিদ্যালংকরের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে ভগৎ হিন্দুস্তান রিপাবলিক এসোসিয়েশন এর সাথে যুক্ত হন যেখানে রামপ্রসাদ বিসমিল, চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আসফাক উল্লা খানের মত বিশিষ্ট নেতারা ছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, তিনি কানপুর থেকে কাকরি গিয়েছিলেন "কাকরি ট্রেন লুট" করার জন্য কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি লাহোর ফিরে আসেন। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসের নবরাত্রিতে লাহোরের বোমা বিস্ফোরিত এবং ভগৎ সিং এই বোমা বিস্ফোরণে জড়িতদের দায়ে গ্রেফতার করা হয় এবং গ্রেফতারের পাঁচ সপ্তাহ পর তাকে ৬০০০ টাকা জামিন নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি অমৃতসর থেকে উর্দু ও পাঞ্জাব প্রতিকায় লিখেন এবং সম্পাদনা করেন। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে "কুতি কিয়ান পাঠি" একই পতাকাতলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী নেতারা একটি সভায় মিলিত হয়েছিল। ভগৎ সিং ওই সভার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে সমিতির নেতা বানানো হয়।জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে নির্মিত হয়েছে অজয় দেবগন অভিনীত হিন্দি চলচ্চিত্র দ্য লিজেন্ড অব ভগৎ সিং।এই বৃক্ষ, জরাজীর্ণ দেয়াল এবং বৃদ্ধের সম্মুখে নতজানু আমি থাকব কতোকাল থবলো, কতোকাল হ় কবি শামসুর রহমানের একটি কবিতার শেষ পংতিটি ছিল এরকম। সত্যিই তো, কবিতার জন্য মানুষ কতকিছুর কাছেই তো।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ও ভাবনা



বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও আবহাওয়া সম্পর্কিত ঘটনাবলি নিয়ে তথ্য সরবরাহ করে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা।

জাতীয় আবহাওয়া ও জলবিদ্যুত পরিষেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে

বৃহত্তর সমন্বয় আরও ভাল প্রতিরোধ, প্রস্তুতি প্রতিক্রিয়ার জন্য মৌলিকা কোভিড-১৯ সমাজের সামনের

চ্যালেঞ্জগুলোকে জটিল করে তুলেছে এবং মোকাবিলা করার ব্যবস্থাকে দুর্বল করে

দিয়েছে। মহামারীটি আরও হাইলাইট করেছে যে, আমাদের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে, জলবায়ু কর্ম, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলির দিকে অগ্রগতি করার জন্য আমাদের সত্যিকারের বহু-বিপত্তি, আন্তঃ সীমান্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। প্রস্তুত হওয়া এবং সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায় কাজ করতে সক্ষম হওয়া, অনেক জীবন বাঁচাতে পারে এবং বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উভয় স্থানেই সম্প্রদায়ের জীবিকা রক্ষা করতে পারে। তাই বিশ্ব আবহাওয়া দিবস ২৩ মার্চ ২০২২-এর থিম রয়েছে প্রারম্ভিক সতর্কতা এবং প্রারম্ভিক পদক্ষেপ, এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য জলবায়ু ও জলবায়ু সংক্রান্ত তথ্যের অত্যাবশ্যক গুরুত্বকে স্পটলাইট করে। প্রতি ২৩শে মার্চ, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ১৯৫০ সালের ২৩শে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠার কনভেনশন কার্যকর হওয়ার স্মরণ করে। বিশ্ব আবহাওয়া দিবস প্রতি বছর ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা প্রতিষ্ঠার কনভেনশন ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ ভার্যাকর হওয়ার স্মরণে। এটি সমাজের নিরাপত্তা এবং সুস্থতার জন্য জাতীয় আবহাওয়া ও জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরিবেষাগুলির অপরিহার্য অবদান প্রদর্শন করে এবং সারা বিশ্বে কার্যক্রমের সাথে পালিত হয়। শ্ আবহাওয়া দিবসের জন্য নির্বাচিত থিমগুলি সাময়িক বোহাওয়া, জলবায়ু বা জল-সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে প্রতিফলিত করে।

আজকের রাশিফল

মেঘ : হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে। বন্ধু এবং আত্মীয়রা আপনাকে সুনজরে দেখবে এবং আপনি তাদের সঙ্গে যথেষ্ট খুশি হবেন। আবার প্রেমে পড়ার সুযোগ প্রবল কিন্তু ব্যক্তিগত আর গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না। কাজের জায়গায় মানুষদের সাথে লেনদেন করার সময় সতর্কতা জ্ঞান এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। নিঃসঙ্গতা এড়ানোর জন্য বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনার পক্ষে সেরা কাজ, এবং এটি আজ আপনার সেরা বিনিয়োগ হতে চলেছে। **প্রতিকার :-** পেশাগত জীবনের সাক্ষ্যের জন্য পাখিদের মিষ্টি খাওয়ান।

বৃষভ : আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের সাথে খেলার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনি যদি কোনও ঋণ নিতে চলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তবে আজকের দিনটি আপনার ভাগ্যবান। বন্ধু এবং একইভাবে অচেনা ব্যক্তিদের থেকে সাবধান হোন। আপনার ভালবাসা একটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে। **প্রতিকার :-** দুর্গা মন্দিরের প্রসাদ দরিত্র এবং অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিবরণ করুন, এর ফলে পারিবারিক জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

মিথুন : আশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যাশী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দ্বার মুক্ত করবে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উত্থাপিত হবে। আপনি সবার চাহিদার যত্ন নিতে চেষ্টা করলে আপনি বিভিন্ন নির্দেশ মধ্যে বিধস্ত হয়ে যাবেন। উদাম হারাবেন না- বার্থতা একমম স্বাভাবিক, এগুলোই তো জীবনের সৌন্দর্য্য। কাজের জায়গায় নতুন সমঝা উঠে আসবে- বিশেষ করে যদি আপনি সবকিছু কৌশলী হাতে না সামলান। **প্রতিকার :-** প্রেমজীবন অসাধারণ করে তুলতে পকেটে একটি সুগন্ধিত ফ্রমালা রাখুন।

কর্কট : কাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে বিটখিটে করে তুলবে। আপনার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখুন এবং অফিসের প্রত্যেকের সাথে খাড়া ব্যবহার করুন। এই পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া আপনার কাজকে ব্যয় করতে পারে, যার ফলে সরাসরি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বাড়ির সমস্যাতে তৎপরতা মনোযোগ দেওয়া দরকার। যে ব্যক্তির এখনও অবিহাতি তারা সন্তবত বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারে। **প্রতিকার :-** গরুর জীবন বা সবুজ মিলেট খেতে দিলে তা আপনার স্বাস্থ্যের ওপর ভালো প্রভাব দেখাবে।

সিংহ : আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বড়সড় পরিকল্পনা এবং ধারণাশালী কেউ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে- কোন বিনিয়োগ করার আগে সেই ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং সত্যতা যাচাই করে নিন। অন্যদের ব্যাপারে আপনার জড়িত থাকা আজ এড়ানো উচিত। দিনটি আপনার ভালবাসার জীবনের পরিপ্রেমিকিতে অবিশ্বাস্য। প্রেম করতে থাকুন। অতিরিক্ত কাজ থাকা সত্ত্বেও আজকে কর্মক্ষেত্রে আপনার মধ্যে ফুটি দেখা যেতে পারে। আজকে আপনি সময়ের আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে পারেন। **প্রতিকার :-** মদ ও মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং মহিলাদের সম্মান করুন, এর ফলে আপনার আর্থিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে।

কন্যা : আপনার মন ভাল জিনিসের প্রতি আগ্রহী হবে। উপরি টাকা জমিবাড়িতে বিনিয়োগ করা উচিত। পারিবারিক দায়বদ্ধতাগুলিতে অবিলম্বে বাসোযোগের প্রয়োজন। আপনার তরফ থেকে অবহেলা বায়সাধ্য প্রমাণিত হতে পারে। আকস্মিক প্রেমঘটিত সাক্ষাৎ আপনার মেজাজ চাচা করতে তুলবে। আপনার নতুন পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ সম্পর্কে সঙ্গীরা উতাহী হবেন। আজ শুরু হওয়া নির্মাণ কাজ আজই আপনার প্রত্যাশা মতো শেষ হবে। আপনি আপনার কৈশোরে ফিরে যাবেন, তা স্মরণ করুন এবং যেই সব নিষ্পাপ মজাগুলি আবার করুন। **প্রতিকার :-** একটি রপোষ পাত্রে চন্দনকাঠ, কপূর ও সাদা পাথর রেখে তা শয়নকক্ষে রেখে দিলে আপনার পরিবারে শান্তির বাতাবরণ বজায় থাকবে।

তুলা : আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। বসের নজরে পড়ার আগে হাতের কাজ শেষ করুন। আজ আপনি ঋণের বাড়ির পক্ষ থেকে কিছু খারাপ খবর পেতে পারেন, যার কারণে আপনার মন খারাপ হতে পারে এবং আপনি অনেক সময় চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করে দিবেন। **প্রতিকার :-** কালো পোশাক পরিধান করলে তা আপনার প্রেম জীবনের জন্য খুবই সহায়ক হবে, একে মজবুত ও সুদৃঢ় করে তুলবে।

বৃশ্চিক : যথেষ্ট আপনার নিরস্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাক্ষ্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক বঞ্চিতকে সহজ করে দেবে। পড়াশুনোর পরিবর্তে বাইরের কাজকর্মে অত্যধিক জড়িত থাকা আপনার অভিভাবকের রাগ ডেকে আনতে পারে পেশা পরিকল্পনা করা খেলাধুলার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার বাবা মাকে খুশি করতে দুইয়ের মধ্যে সমতা রাখাই ভালো। **প্রতিকার :-** কলাইয়ের আটা দিয়ে তৈরি মিষ্টি নিজেও খান ও দান করুন, এর ফলে প্রেম এর জীবনে সুখের আবির্ভাব হবে।

মঘ : কথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে। এমন কোনও পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না যা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ব্যতীত আজ আর্থিক ক্ষতি করতে পারে। পারিবারিক দায়বদ্ধতাগুলিতে অবিলম্বে মনোযোগের প্রয়োজন। আপনার তরফ থেকে অবহেলা বায়সাধ্য প্রমাণিত হতে পারে। আপনার প্রেমকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। **প্রতিকার :-** ভালো স্বাস্থ্য পেতে শিবের পূজা করুন।

মকর : তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। আজ, আপনার অর্থ অনেক কিছুতে ব্যয় করা যেতে পারে। সূত্রাং, সমস্ত চালোজ এবং অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় আপনার আজ একটি দক্ষ বাজেট পরিকল্পনা করা দরকার। যাদেরকে আপনি ভালোবাসেন তাদের উপহার দেওয়া এবং তাদের থেকে উপহার নেওয়ার পক্ষে শুভ দিন। **প্রতিকার :-** সন্ধ্যা সন্ধ্যা দেব সাদা ও কালো বস্ত্র দান করলে তা পানার স্বাস্থ্যের ও শরীরের জন্য ভালো হবে।

কুম্ভ : মনোযোগী হোন কারণ কেউ আপনাকে বলির পাঠা করতে পারে। চাপ এবং উদ্বেজনা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা এবং জ্ঞানের সাহায্যে আপনি টেবিলগুলি ঘুরিয়ে নিতে এবং আপনার ক্ষতিটিকে মূনাফায় রূপান্তর করতে পারেন। যদি আপনি একটি পার্টির পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার সবথেকে ভাল বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানান- সেখানে অনেক মানুষই থাকবে যারা আপনাকে উৎসাহিত করবে। **প্রতিকার :-** ভালো স্বাস্থ্য পেতে শিবের পূজা করুন।

মীন : মানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান আইটেমগুলির মধ্যে একটি চুরি করতে পারে। অতএব, আপনাকে যত্নবান হওয়া এবং আপনার আইটেমগুলি তদন্ত করা দরকার। বাজারের নিজেরদের পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। যে আপনাকে ঘৃণা করে শুধুমাত্র আপনি যদি তাকে "হালো" বলেন তাহলে কর্মক্ষেত্রে জিনিসগুলি আজ আপনার জন্য সত্যিই অসাধারণ হয়ে যাবে। **প্রতিকার :-** সাদা ধরণশোষক খাবার খাওয়ালে আর্থিক স্থিতি মজবুত হবে।

রামনগর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির ২৬শে



রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। আগামী ২৬শে মার্চ বিজেপি ৭ রামনগর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে বিধায়ক সুরজিং দত্তের বাসভবনে এক সাদা জাগানো মেগা রক্তদান শিবির আয়োজিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই রক্তদান শিবিরকে সার্বিক সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দলীয় স্তরে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে। এই রক্তদান শিবিরকে সামনে রেখে আজ এক উচ্চ পর্যায়ের সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজিত হয়। এই

তুয়ার কাজি ভট্টাচার্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের অভিযেক দত্ত ও যুবমোর্চা এবং মহিলা মোর্চার রামনগর মণ্ডল সভাপতিগণ। এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানা যায়, মোট ৩০০ ইউনিট রক্তদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিজেপি দলের কার্যকর্তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে কর্পোরেশনের তুয়ার ভট্টাচার্য এছাড়াও জানান, এই রক্তদান শিবির হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর মন

কি বাত অনুষ্ঠানও কর্মকর্তারা সবাই মিলে শুনবেন। গোটা কর্মসূচিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাকে আনার চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি। সবমিলিয়ে বলা চলে বিদায়ক হিসেবে নতুন জার্নি শুরু করে এই মেগা রক্তদানশিবিরকে পাখির চোখ করে যে নিজের ক্যারিয়ার সুরজিং দত্ত আবারও দেখাতে চলেছেন তা আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আরো একবার পরিষ্কার হলো।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আর্জি



রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির তরফ থেকে আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট কমিটির পদস্থ ব্যক্তিত্বরা এই সময়ের মধ্যে রাজ্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে কমিটির পক্ষের স্থপন বণিক দাবি করেন বিগত ১৫ই মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সাথে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করার অনুরোধ করে। এই সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক আখ্যা এবং ভয়াবহ দিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

এই কারণে আজকে ওনারা সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে উদ্যোগের বক্তব্য রাজ্যবাসীর সামনে তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে এই সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজন করেছেন বলে শ্রী বণিকের দাবি। স্বাধীনতার ৭৫ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির তরফ থেকে দাবি করা হয় বিগত জড়িত বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে কমিটির পক্ষের স্থপন বণিক দাবি করেন বিগত ১৫ই মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সাথে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করার অনুরোধ করে। এই সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক আখ্যা এবং ভয়াবহ দিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

নির্বাচন পরবর্তীবিভিন্ন প্রকারের মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাসের ঘটনাগুলো এবারের নির্বাচনকে স্তরীয় করে রেখেছে বলে কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিটির তরফ থেকে গভীর উদ্ভা প্রকাশ করতে গিয়ে জানানো হয় যেভাবে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে যেভাবে নিরীহ গণবাহিনী পশুর উপর আক্রমণ এমনকি গণবাহিনী পশুর খাবারগুলো পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। এই সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক আখ্যা এবং ভয়াবহ দিয়ে স্বাধীনতার ৭৫ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির তরফ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়।

শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবী দুর্গাদেবাই নমঃ



রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। আগামী ২৮ মার্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবী দুর্গাদেবীর পূজা। চৈত্রমাসে শ্রীশ্রী বাসন্তী দেবী দুর্গাপূজার বহু প্রচলন রয়েছে। আগামী ২৭ মার্চ সোমবার শ্রীশ্রী বাসন্তী দুর্গাদেবীর আমন্ত্রণ ও আধিবাস। আগামী ২৮ মার্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবী দুর্গার নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন। মহাসপ্তমী এবং সপ্তমীবিহীত পূজা প্রশস্ত। ওইদিন রাত ১১.১৯ মিনিট পর্যন্ত দেবীর অর্ধরাত্রিবিহীত পূজার

নির্ধর্ত রয়েছে। দেবীর ঘোঁটকে আগমন। এর ফলে ছত্রভঙ্গের মতো অবস্থা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওইদিন শ্রীশ্রী দেবী বাসন্তী যাত্রা। রাজধানী আগরতলায় বনেনী গৃহস্থের বাড়িতে বেশ কয়েকটি বাসন্তীদেবীর পূজার আয়োজন দেখা যায়। এর মধ্যে রাজ্যনাট্য মুক্তি বিজড়িত শ্রীশ্রী দুর্গাদেবীর বাড়িতে বাসন্তীদেবী দুর্গার পূজা রয়েছে। শহর আগরতলায় বেশ কয়েকটি ক্লাবও বাসন্তীদেবী পূজার আয়োজন দেখা

যায়। আগামী ২৯ মার্চ বুধবার শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবীর অষ্টমীবিহীত পূজা এবং রাত ৯.৫৫ মিনিট থেকে ১০.৪০ মিনিটের মধ্যে সন্ধী পূজা রয়েছে। এছাড়া আগামী ৩০ মার্চ শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবী দুর্গার নবমীবিহীত পূজা এবং শ্রীশ্রী মা ভুবনেশ্বরীর আবির্ভাব তিথি রয়েছে। বাসন্তীদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে মূর্তি পাড়াতে প্রতিমা শিল্পীদের রাতের ঘুম প্রায় উবে গেছে। মূর্তি পাড়ায় চলছে দেবী মাকে সাজিয়ে তোলায় প্রজ্জ্বিত

বিপ্লব কুমার দেবের আমন্ত্রণে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমপি ফোরামের প্রতিনিধিদের বৈঠক



রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। বিপ্লব কুমার দেবের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এমপি ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। এদিন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানের রাজসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের দিল্লিস্থিত সরকারি কনফারেন্স ফোরামের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যে আরো অতি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিষয় স্থান পায়। এতে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, কিরণ রিজু সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অধ্যক্ষ এন.ই., এই লক্ষ্য মন্ত্রী এবং লোকসভা ও রাজসভার সাংসদগণ ন শেষে মৈত্রি ভোজের ও আয়োজন করা হয় এদিন। উল্লেখ্য ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র

মোদি সরকার আসীন হওয়ার পর উন্নয়নের প্রক্ষে একদা উপেক্ষিত উত্তর পূর্বাঞ্চলে লুক ইন্সট এর বদলে এক্ষিষ্ট পলিসিতে জোর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় সর্বজনীন বিকাশের প্রক্ষে একদা পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলে নতুন সুরোদয় হয় ন উন্নয়নের মাপকাঠিতে ভৌগলিক দূরত্ব অনেকটাই ঘুচিয়ে দিল্লির সাথে বিকাশের মূল স্রোতে যুক্ত হতে থাকে উত্তর পূর্বাঞ্চল। ক্রমতে থাকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, পরিবেশবাসহ সব উন্নয়নের অসমতা ন উত্তর পূর্বের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় মনোভাবকে পাথের করে, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর এন.ই., এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে এন.ই এমপি ফোরাম। সর্ব সম্বয়ী ভাবনায় একত্রিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত

পথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যই বর্তমানে একাবদ্ধভাবে কাজ করছে। দীর্ঘ উপেক্ষার কালো আঁধার কাটিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের মাধ্যমে এক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিশা খুঁজে পেয়েছে। সর্বশেষ তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলও, নরেন্দ্র মোদীর প্রতি রাজ্যের স্বার্থের আর এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলা চলে ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশকিছু কাজের অগ্রগতি এবং এই অঞ্চলের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা হয় এদিন। দীর্ঘ সময় যাবত প্রত্যাশিত দাবি আদায় বা প্রাপ্তির তালিকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছিল সবার পেছনে। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজধানীর সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়াস অনেকাংশেই সফলতা এসেছে।

এই এপ্রিল নয়াদিল্লিতে মহাসমাবেশ রাজ্য জুড়ে শ্রমিক শক্তির উপর আক্রমণের নিন্দা সিআইটিইউ'র

রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন বা সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ রাজধানীর ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে এক উচ্চপরিষদের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বামপন্থী শ্রমিক নেতৃত্বরা এই সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য সহ গোটা দেশের মধ্যে শ্রমিক শক্তি আক্রান্ত বলে সিআইটিইউ'র রাজ্য সভাপতি মানিক দে এবং সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত একযোগে জোরালো দাবি করেন। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে অগণতান্ত্রিকভাবে শ্রমিক অংশের মানুষের উপর নানা প্রকারের নির্যাতন এবং বিভিন্নভাবে অপসারণ কায়ম করা হয়েছে বলে দাবি করেন বামপন্থী শ্রমিক নেতৃত্বরা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিআইটিইউ-এর শীর্ষনেতা মানিক দে দাবি করেন বিগত ২২ মার্চের বিধানসভার ফলাফল ঘোষণার পর থেকে গোটা রাজ্য অসংখ্য বামপন্থী শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছে, সাধারণ মানুষের



উপর নানা প্রকারের আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই পর্যন্ত ৫৬টি বাড়িঘরের উপর হামলা চালানো হয়েছে। ৪৩২টি বাড়িঘরে লুটপাট করা হয়েছে। ৫৫টি দোকানে আতঙ্ক লাগানো হয়েছে, ৩১৬টি বাড়ির উপর আক্রমণ এবং অগণতান্ত্রিকভাবে শ্রমিক অংশের মানুষের উপর নানা প্রকারের নির্যাতন এবং বিভিন্নভাবে অপসারণ কায়ম করা হয়েছে। ২১৫ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। রেগা ও বিভিন্ন নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ১ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। দৈহিকভাবে আক্রান্তের সংখ্যা ২২১ জনেরও বেশি হয়েছে। এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে শ্রী দে অবিলম্বে প্রশাসনকে এই সমস্ত বিষয়ে সর্ধক ভূমিকা গ্রহণ করার

জনা আবেদন জানান, এর পাশাপাশি যাদের উপর নানাভাবে আক্রমণ সংঘটিত করা হয়েছে যাদের বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে সেই ব্যাপারে প্রশাসন তথা সরকারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানেরও আহ্বান জানান বর্ষীয়ান এই বাম নেতা। এর পাশাপাশি মানিক দে দাবি করেন আগামী ৫ই এপ্রিল গোটা দেশের মধ্যে সাড়া তৈরি করে দেশের রাজধানী দিল্লিতে বামপন্থীদের আবেদন সর্ববৃহৎ শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে মানিক দে ছাড়াও শঙ্কর প্রসাদ দত্তের মতো শীর্ষস্তরের বামপন্থী শ্রমিক নেতার বর্তমান সময়ের রাজ্যের মধ্যে বিজেপির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট কায়দায় অপশাসন চলাছে দাবি করে অবিলম্বে রাজ্যের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সরব আইনজীবীরা



রাষ্ট্রীয় কর্তৃ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অ্যান্ডার্সন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বার অ্যান্ডাসিয়েশনের বরিত্ত আইনজীবীরা আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উনার এই মন্তব্যের জন্য শিকার ও নিন্দা জানান। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে

বরিত্ত আইনজীবীরা এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সাত-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ, বরিত্ত আইনজীবী হরিবোল দেবনাথ, শঙ্কর দেব প্রমুখ ছিলেন।

কুমারঘাটে দোল উৎসব ঘিরে উচ্ছ্বাস



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২২ মার্চ।। সরকারীভাবে কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হলো ১৪২৯ বঙ্গাব্দের দোল উৎসব। রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কুমারঘাট বিভাগ এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। বৃধবার এই উপলক্ষে কুমারঘাট শহরে বের হয় বর্নাটা

শোভা যাত্রা। এলাকার শিল্পীদের নৃত্যনাট্যে আনন্দমুখর হয় অনুষ্ঠান। এদিন শোভাযাত্রায় পা মেলান স্থানীয় বিধায়ক ভগবান দাস,উনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য শুভেন্দু দাস,তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সুভাশিষ সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা।

শোভাযাত্রা শেষে কুমারঘাটের ব্লক চৌমুহনিতে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক ভগবান দাস। অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠানের ভূ য়োসি প্রশংসা করেন বিধায়ক।

রাজ্য জুড়ে প্রবল রক্ত সংকটে জেরবার রাজ্যবাসী

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। গোটা রাজ্য জুড়ে রক্তস্বল্পতা বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে। রক্তশূন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার প্রায় দীর্ঘ চার মাস ধরে। প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে হনো হয়ে ঘুরছে মুমূর্ষু রোগী সহ তাদের আত্মীয় পরীজনরা। উল্লেখ থাকে, গত ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর মানিক সাহার হাত ধরে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারটি শুরু হয়েছিল। এই ব্লাড সেন্টারটি চালু হওয়ার পর মুমূর্ষু রোগী সহ তাদের আত্মীয় পরিজনদের মুখে হাসি ফুটেছিল। এবং সেই সাথে মুমূর্ষু রোগীরা এই ব্লাড সেন্টার থেকে ব্লাড পরিষেবা নিতেও আর ভ্রম করছিল। কিন্তু আচমকাই এই ব্লাড সেন্টারটি রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। অনেকটা

আইবায় শুন্য স্থিতির মত। তবে এই ব্লাড সেন্টারটি চালু হওয়ার পর থেকে এলাকার ক্যাপার আক্রান্ত রোগীরা বেশ উপকৃত হয়েছিল। ব্লাড সেন্টারে রক্তশূন্য প্রসঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার চন্দন দেববর্মার কাছে জানতে চাইলে,, তিনি সাফ জানিয়ে দেন এই সেন্টারে রক্তের কোনো সংকট নেই। তবে চিকিৎসক চন্দন দেববর্মী একজন চিকিৎসক হয়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে অনেকটাই মিথ্যার আশ্রয় নেন। অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এম.ও.আই.সি চিকিৎসক অজিত দেববর্মার কাছে রক্ত সংকট প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তের সংকট চলছে। কারণ আগের মত ঘন ঘন রক্তদান শিবির হচ্ছে না এলাকায়। তাই এই

ব্লাড সেন্টারে রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে এই রক্ত সংকটের বিষয়টিকে নিয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক চন্দন দেববর্মী এবং হাসপাতালের এম.ও.আই.সি চিকিৎসক অজিত দেববর্মী অর্থাৎ দুই চিকিৎসকের বক্তব্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আদোতে হাসপাতালের একটি সূত্রের মতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে প্রচন্ড রক্ত সংকটে চলছে বর্তমানে। তবে এম.ও.আই.সি তথা চিকিৎসক অজিত দেববর্মী তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সামাজিক সহ অন্যান্য সংগঠনগুলির প্রতি আহ্বান জানান স্বেচ্ছায় রক্তদান করার জন্য এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করার জন্য। তবে এই রক্ত সংকট অনেকাংশে লাক্ষ্য হবে বলে ধারণা এলাকার অভিজ্ঞ মহলে।

রাজ্যে টি-২০ সম্মেলনের প্রেক্ষাপট ঘিরে আলোচনা



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরায় জি-টুয়েন্টি সম্মেলন কে সফল রূপ দিতে ব্যস্ত প্রশাসনিক আধিকারিকরা আজ মেলাঘর পৌরসভার হলঘর এক প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়লেন ত্রিপুরা জি-টুয়েন্টির চেয়ারম্যান অভিষেক চন্দ্র. উল্লেখ্য ভারতবর্ষের যে যে স্থানে টি-টোয়েন্টি সম্মেলন হবে তার মধ্যে একটি হচ্ছে মেলাঘরের নিরমহল আরে নিরমহলের টি-টোয়েন্টি সম্মেলন কে কিভাবে সফল রূপ দেয়া যায় তা নিয়ে ই

আজ প্রশাসনিক বৈঠক করলেন তিনি ছিলেন বিধায়ক কিশোর বর্মন সোনামুড়া মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস মেলাঘর পৌরসভার চেয়ারপারসন অনামিকা ঘোষ পাল সহ অন্যান্যরা. বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে হয় এই বৈঠক. বৈঠকের পরে প্রতিনিধি দল ঘুরে দেখেন নির্মহল যেখানে জি-টুয়েন্টি এই সম্মেলন কে সফল রূপ দিতে চলছে বিভিন্ন কাজ নির্মহলকে আরো সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে বিভিন্ন বাহারে

সাজে সেই কাজে পরিদর্শন করেন প্রতিনিধিদল. পরিদর্শন শেষে এক সাক্ষাৎকারে বিধায়ক কিশোর বর্মন বলেন নীরমহল কে আরো কিভাবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সামনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই নিয়ে কাজ চলছে এবং এই জি-টুয়েন্টি সম্মেলন গোটা সোনামুড়া এবং মেলাঘর বাসির কাছে এক গর্বের বিষয়।উল্লেখ্য আগামী ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে নীরমহলে এই জি-টোয়েন্টি সম্মেলন এই সম্মেলনে ৩৯ টি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে উত্তর জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবের সূচনা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ মার্চ।। মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে উত্তর জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবের সূচনা হল বৃধবার নোহেঁক যুব কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের যুব ও ক্রিড়া দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগর মহকুমার লালছড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। বৃধবার যুব উৎসবের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রিড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়,ওয়াই এ এস এর ডিরেক্টর সু বিকাশ দেববর্মী, নোহেঁক যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী,উত্তর জেলার মুখ্য চিকিৎসক অধিকর্তা ডঃ অরুনাভ চক্রবর্তী, উত্তর জেলার শিক্ষা অধিকর্তা সন্দ কুমার নাথ, কালাছড়া আর ডি ব্লকের ব্লক আধিকারিক অমিত চন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিত্রী নাথ। ১দিন ব্যাপি এই যুব উৎসবে বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র ছাত্রী দের নিয়ে বসে আকো প্রতিযোগিতা সহ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ক্লাব এবং সংস্থা কে এই দিন সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য অনুষ্ঠান মাধ্বে সংবর্ধনা জানানো হয়। উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন দেশ এবং সমাজ এগোতে বেলে দেশের যুব সমাজ কে আগে এগোতে হবে। একটি পুরা শ্রেষ্ঠে ত্রিপুরা বানাতে হবে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে রাজ্য থেকে ব্রস্টাচার দূর করতে হলে শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা ব্রষ্টাচার দূর

করা সম্ভব নয়। তার জন্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য দুহাত উমুগুত্ব করে একের পর এক উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনগর স্টেশন থেকে এখন ১৬ টি জায়গায় রেল যোগাযোগের মাধ্যমে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে যা এক সময় ছিল কল্পনাভীত। ঘরে ঘরে সুশাসনের মাধ্যমে মানুষের দরজায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার লক্ষে সরকার কাজ করছে। বিভিন্ন ক্লাব এবং সংস্থাগুলি যেভাবে মাকঘের কাজে এগিয়ে এসে কখনো জমিতে ধান রোপন আবার কখনো ফসল কাঁতে এগিয়ে আসছে তাতে যুবকদের হাত ধরে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া সম্ভব বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও দেশের যুবক দের স্বার্থে কাজ করছেন, যুবাদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মন্ত্রী টিংকু রায়ও রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে কাজ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন। বিগত সরকারের আমলে যুব কল্যাণ দপ্তর শুধু নামেই ছিল, এই দপ্তর দ্বারা যুবাদের জন্যে যেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হতে দেখেনি রাজ্যের মানুষ কিন্তু এবার এই দপ্তর সঠিক অর্থেই রাজ্যের যুবাদের জন্য কাজ করবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়, এছাড়াও তিনি এইদিন রাজ্যের যুবাদের আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্যেও আহ্বান জানিয়েছেন।

বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগ নিয়ে

ভাওতাবাজির অভিযোগ রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা” শ্লোগান দিয়ে প্রথম বি জে পি-আই পি এফ টি সরকার দপ্তরগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ না করে কেবল ভাঁওতা দিয়ে গোছে রাজবাসীকে। তাছাড়া ওই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কেবল কর্মী সংকেচানের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে। তার প্রমাণ এখন দেখতে পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। অন্যান্য দপ্তর গুলির মতোই প্রচণ্ড কর্মী স্বল্পতায় ভুগছে কারা দপ্তরও (জেল)। গত পাঁচ বছরে একজন কর্মী, কারারক্ষী নিয়োগ করা হয়নি। জরুরি কাজের জন্যও কর্মী নিয়োগে অনীহা দেখিয়েছে সরকার। এখন তার মাশুল গুণতে হচ্ছে দপ্তরকে। জেলখানার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজস্ব কারারক্ষী নিয়োগ করতে না পেরে কারা দপ্তর এখন বেসরকারি কারারক্ষী নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। মঙ্গলবার খোয়াই সাব জেল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেসরকারি সংস্থার কাজে কয়েকজন মহিলা কারারক্ষী চেয়েছেন জেলখানার মহিলা ওয়ার্ডে ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেবার জন্য। দরপত্রে খোয়াই সাব জেল কর্তৃপক্ষ কোনো অর্থকরী বিষয় উল্লেখ করেনি। অভিযোগ সরকারিভাবে কারারক্ষী নিয়োগ না করার এই নীতি বা সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে দায়াদায়িত্ব অস্বীকার করে নির্ভেজাল থাকা। বি জে পি জেটি সরকার তাই সব বিষয়ে বেসরকারিকরণ চাইছে। প্রশ্ন উঠেছে জেল খানার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত। তাও মহিলা ওয়ার্ডের জন্য বেসরকারি কারারক্ষী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হটকরাই বলে আশঙ্কা।

প্রত্যন্ত গন্ডাছড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে আগ্রহ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২২ মার্চ।। ২০২৩ইং -এর বিনানসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় পা রাখতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী পাঁচই এপ্রিল ২০২৩ইং বৃধবার বেলা এগারোটায় হেলিকোপ্টার যোগে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা গন্ডাছড়ায় পৌঁছবেন এবং মহকুমা শাসকের কনফারেন্স হল -এ একটি রিভিও মিটিং -এ যোগ দেবেন তিনি।উক্ত রিভিও মিটিং -এ উপস্থিত থাকবেন ধলাই জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা সহ গন্ডাছড়া মহকুমার সমস্ত দপ্তরের কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসার মানিক সাহা উক্ত রিভিও মিটিং -এ গত পাঁচ বছরে গন্ডাছড়া মহকুমা উন্নয়নের দিক দিয়ে এতটা পিছিয়ে কেন জানতে চাইবেন। কিসের অভাব রয়েছে তার বিভিন্ন দিকগুলিও খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আগামী পাঁচ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা ওই সফরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসন। দক্ষায় দক্ষায় বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে সভায় মিলিত হচ্ছেন মহকুমা শাািক অরিন্দম দাস। বৃধবার বেলা এগারোটায় মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস। বলা যায় আগামী পাঁচই এপ্রিল ২০২৩ইং গন্ডাছড়া মহকুমায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রাফসার ডক্টর মানিক সাহা'র পদাৰ্পনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের।

সোনামুড়ায় টিসিএস আধিকারিকদের রক্তদান শিবির



রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসারস অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসন এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা রক্তদান শিবি র। সোনামুড়া টাউন হল প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্বননের

মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায় ক কিশোর বর্মন, ছিলেন সোনামুড়া মহকুমা শাসক, সোনা মুড়া নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান, মেলাঘর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান, বজ্রনগর, নলছর, কাঠালিয়া, এবং

মোহনভোগ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন। অনুষ্ঠানের শুরুতে রক্ত দাতা দের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের রক্তদানের উৎসাহিত করেন উপস্থিত অতিথিরা। রক্তদান শিবিরে মোট ১২৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান প্রসঙ্গে

বলতে গিয়ে বিধায়ক কিশোর বর্মন রক্তদানের বিকল্প নেই রাজ্যের রক্তের ঘাটতি মেটাতে সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। পাশাপাশি তিনি যারা এদিনের অনুষ্ঠানে রক্ত দান করেছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিভিল সার্ভিস অফিসারদের মেগা রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার অ্যাসোসিয়েশন কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে বাইশ মার্চ বৃধবার কৈলাসহর উনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন যে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা রক্তদান শিবির করার অনুরোধ করার পর এমন মেগা রক্তদান শিবির করায় মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারের সাধুবাদ জানান। এই মেগা রক্তদান শিবিরে মোট ১২৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এরমধ্যে মহিলার সংখ্যা ১২ জন। জানা গেছে কৈলাসহর ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের পর এই প্রথম এত বিশাল ইউনিট রক্ত প্রথম সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু কৈলাসহর না উনকোটি জেলায় এতো বৃহৎ পরিসরে রক্তদান শিবির এর আগে হয় নি। রক্তদান শিবিরে

জেলাশাসক ডাঃ বিশাল কুমার, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, সহকারী সভাপতি শ্যামলা দাস, মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার, উনকোটি জেলা পরিষদের সভাপতিপতি অমলেন্দু দাস, উনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সত্যব্রত নাথ সহ জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের

বিভিন্ন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে ভাবত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে উনকোটি কলাক্ষেত্রে আজাদী-কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনীতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেস আঁকো অনুষ্ঠান। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার এই

মেগা রক্তদান শিবির করায় কৈলাসহরের মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। শিবির সকাল এগারোটায় শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে চারটায় সমাপ্ত হয়। মেগা রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে উনকোটি কলাক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে এক উৎসব মুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

এইডস প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের নয়ছয় নিয়ে অভিযোগ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও রাজ্যের এইডস প্রকল্পে এনজিও জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে কাটমানি আদায়ের তদন্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাজ্যবাসী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক একজন নিপাট ভরলোক। মুখ্যমন্ত্রীর বাইরেও উনার একটা পরিচিত রয়েছে উনি রাজ্যের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক। তাই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে অন্য কোন চিকিৎসকের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়লেও উনি দেখেও না দেখার ভ্যান করেন বলে অভিযোগ। বিশেষ করে ঐ চিকিৎসক যদি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকর্ষী হন তাহলে তো কথাই নেই। এমনি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এমনি এক চিকিৎসক হলেন ডাঃ কেশব চক্রবর্তী। চাকরি জীবনে তাহার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। যার সর্বশেষ সংযোজন হল এইডস প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ থেকে কাটমানি আদায়ে তাহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতের অভিযোগ। সর্বনাশা এইডস রাজ্যে যেভাবে সংক্রমিত হচ্ছে, তাতে নিকট ভবিষ্যতে গোটা রাজ্যই কার্যত বিপর্যয়ের মুখেমুখি হতে পারে। এমনই থেকে নেশার বিরুদ্ধে রীতিমতো জিরো টলারেপ নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার।

কেননা, নেশার ব্যাপক ব্যবহার এইডস রোগের আক্রমণ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা যখন এধরনের কঠোর অবস্থান নিয়েছেন এইডস’র বিরুদ্ধে, অথবা সেই মুখ্যমন্ত্রীর শাসনেই এইডস কন্টোল সোসাইটির বরাদ্দ অর্থ থেকে কাটমানি আদায়ের জন্য একজন সহকারী অধিকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অথবা স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির সহকারী অধিকর্তার বিরুদ্ধে উত্তর জেলার এনজিওগুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থ থেকে কাটমানি আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর জেলার এনজিও গুলির তরফে

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্য সচিবের কাছে ঘটনার তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগও করা হয়। কিন্তু ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই তদন্ত ঝুলেই আছে। ফলে রাজ্যবাসী মাত্রই এই তদন্ত নিয়ে কার্যত অন্ধকারে রয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, বাম আমলেই ডা. কেশব চক্রবর্তী এইডস কন্টোল সোসাইটির অধিকর্তা থাকাকালে এনজিওগুলো থেকে কাটমানি আদায়ের মতো দুর্নীতি শুরু হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্প অধিকর্তা ডা. এইডস কন্টোল সোসাইটির বলেও অভিযোগ রয়েছে। ২০১৮ তে সরকার পরিবর্তনের পর ডা. কেশব চক্রবর্তী রাতারাতি বাম থেকে রাতারাতি রাম শিবিরে শামিল হয়ে যায়। তারপর তিনি অবসরে চলে যাওয়ার পরও শাসক দলের নাম

ভাঙিয়ে বর্তমান সহকারী অধিকর্তাকে ব্যবহার করে দিবা পেছনের দরজা দিয়ে এনজিওগুলো থেকে কাটমানি আদায়ের অবৈধ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠে। মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিবের কাছে ঐ এনজিও গুলি থেকে কাটমানি আদায়ের বিষয়টি লিখিতভাবে তদন্তের দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ কিন্তু ডা. কেশব চক্রবর্তী বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকর্ষী তাই অভিযোগ কলোও সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলো কাটমানির দুর্নীতির কতটুকু সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত হবে তা নিয়ে সন্দেহান বলে জানা গেছে। যদি সঠিক তদন্ত হয় তবে ডা. কেশব চক্রবর্তীর স্থান হবে বিশালগড়ের প্রভুরাম এমনি আশঙ্কা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATIONN
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER

নং./F/04.B/Advt.PUB/PRO/AMC/2021

তাং ২২/০৩/২০২৩

পুর বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় বসবাসকারী সকল নাগরিকদের সুবিধার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে মশা নিধনের জন্য নিম্নমিত ফর্গিং করা হচ্ছে। বর্তমানে পুর নিগমের ৪টি জোনে সপ্তাহে ২ বার নিম্নে উল্লেখিত ওয়ার্ডে নির্ধারিত দিনে ফর্গিং এর কাজ চলবে।

দিক	সেন্ট্রাল জোন	পূর্ব জোন	উত্তর জোন	দক্ষিণ জোন
	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ড নং
সোমবার	১৪,১৫,১৬, ২০, ২২,৫ ও ১	০৯, ১০ ও ২১	০১, ০২, ০৩, ৫ ও ৪	৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫ ও ৪০
মঙ্গলবার	১৭,১৮, ১৯, ২২, ৩৪ ও ৩৫	২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬	০৫, ০৬, ০৭, ৫ ও ০৮	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৫
বুধবার	২০, ২২, ৩১ ও ৩৬	২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০	১১, ১২ ও ১৩	৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১
বৃহস্পতিবার	৩২, ৩৪ ও ৩৫	০৯, ১০, ৫ ও ২১	০১, ০২, ০৩, ৫ ও ০৪	৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০
শুক্রবার	১৪, ১৫, ১৬ ও ৩৬	২৩, ২৪, ২৫, ৫ ও ২৬	০৫, ০৬, ০৭, ৫ ও ০৮	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৫ ও ৪৫
শনিবার	১৭, ১৮ ও ১৯	২৭, ২, ২৯ ও ৩০	১১, ১২, ৫ ও ১৩	৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১

ধন্যবাদান্তে

স্বাঃ-

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

আগরতলা পুরনিগম

চোখের যত্ন ও পরিষেবা দিবস আজ

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আগামীকাল চক্ষু যত্ন বিষয়ক দিবস। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্যাল সায়েন্স এবং স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরে যৌথ উদ্যোগে আগামীকাল দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদাউদযাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে অস্বাস্থ্যকর ওস্বাস্থ্যকর স্তরে চক্ষু যত্ন বিষয়ক কোর্স চালু রয়েছে। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এই কোর্সটিকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আগামীকাল ২৩ মার্চ বিশ্ব চক্ষু যত্ন বিষয়ক দিবস। এই

দিনটিকে কেন্দ্র করে চোখের পরিষেবা এবং চোখ নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে চোখের যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আগামীর ভবিষ্যত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বর্তমানে গোটা বিশ্বের প্রায় ৬৭০ মিলিয়ন মানুষ চোখের যত্ন শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে। আগামীকাল আন্তর্জাতিক চোখের যত্ন দিবসকে কেন্দ্র করে একটি স্লোগান উল্লেখ করা হয়েছে। এই

স্লোগান তথা চক্ষু কে রক্ষা সমাজকে রক্ষা শীর্ষক এই স্লোগান নিয়েই আগামীকাল বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এই উপলক্ষে আগামীকাল সকাল ৮টা়ায় ওএনজিসির আগরতলা কার্যালয়ের ১নং গেটে র্যালি সংগঠিত করা হবে। এছাড়াও এদিন এক সেমিনার টিপসের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে। এই সেমিনারে ডাক্তার পারুল দ্বীপ চাকমা, ডাক্তার অভিজিৎ রায় প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেবেন। এছাড়াও, টিপসের উদ্যোগে চোখের যত্ন বিষয়ক একটি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করা হবে।

বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা



রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আজ বুধবার হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে মন্দির নগরী তথা মাতাবাড়ির বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়কে সংবর্ধনা দেয়া হয়। বিধায়ক অভিষেক দেবরায় প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে হেপাটাইটিস

ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে। এই পক্ষ থেকে সার্বিক উন্নতিতে এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রেও উনার সাহায্য সহায়তা রয়েছে। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অফ ত্রিপুরার কাজে সাহায্য ও সহায়তার ক্ষেত্রে ওনার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যীয়। সংগঠনের

প্রত্যুত্তরে আজ ফাউন্ডেশনের ফক্ষ থেকে বিধায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আগামীদিনেও বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে হেপাটাইটিস পক্ষ থেকে সার্বিকবিকাশ সম্ভব হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে আশা ব্যক্ত করা হয়।

প্রেস ক্লাবে চাইনিস চ্যাকার প্রতিযোগিতা



রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট -’২২ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুধবার চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবারে লুডো

প্রতিযোগিতা দিয়ে এর সূচনা হলেও ক্রমাগত দাবা, ক্রিকেট, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতায় শিযান চক্রবর্তী চ্যাম্পিয়ন এবং মনীষা ঘোষ রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ জন খেলোয়াড় ছিলেন। খেলা শুরুর প্রাক্কালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনের অভিষেক দে। চেয়ারম্যান অলক

ঘোষও উনার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বরিশত সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ মার্চে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই টিকিটগেটার মধ্যে প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হলে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

সাক্ষর্য থানা পুলিশের কৃতিত্ব চুরি যাওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, সাক্ষর্য, ২২ মার্চ।। দোলবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার করল সাক্ষর্য থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ২০ শে মার্চ দোলবারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলে গিয়ে দেখতে পায় স্কুলের আইসিটি ল্যাবটির তালা ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে এবং ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পায় সেখানে থাকা নয়া ল্যাপটপ নেই। এই ঘটনা পরিলক্ষিত করতে পেরে সাথে সাথে সাবরুম থানায় খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরবর্তী সময়ে গতকাল দোলবারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক চুরি হওয়া নয়া ল্যাপটপের সম্পূর্ণ নথিপত্র দিয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। সাক্ষর্য থানার পুলিশ সাবরুম পিএস কেস নম্বার ১৭/২০০২৩ ৪৫৭ ও ৩৮০ আইপিএস ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং সাক্ষর্য থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি এই চুরি কাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তদের ধরার জন্য একটি পুলিশের টিম তৈরি করে এবং বিভিন্ন সোর্স লাগিয়ে ২২ শে মার্চ নওপাড়া এলাকার জুলন নমঃ বাড়ির ঘোঁনে একটি বস্তা মধ্যে থেকে তিনটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয় এবং পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পরবর্তী সময়ে সজল

নমঃ বাড়ি থেকে আরও চারটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময়ে সাবরুম থানার পুলিশের কাছে খবর আসে সিংবিল এর বিজয়নগর এলাকায় একটি ল্যাপটপ বিক্রি করতে যায় সজল নমঃ ও জুলন নমঃ তখন পাড়ার লোকজন তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তারা সেখানে ল্যাপটপটি রেখে পালিয়ে যায় এলাকার লোকজন সাথে সাথে খবর দেয় সাক্ষর্য থানার পুলিশকে পুলিশ গিয়ে সেই ল্যাপটপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সাবরুম থানায় এ নিয়ে মোট ৯টির মধ্যে আটটি ল্যাপটপ উদ্ধার করে সাক্ষর্য থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ল্যাপটপ উদ্ধার এর পেছনে এলাকার জনগণ সাহায্য করেছে সাক্ষর্য থানার পুলিশকে এমনটাি জানিয়েছেন সাক্ষর্য থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি। তিনি আরো জানান বাকি একটি ল্যাপটপের খোঁজ চলছে খুব সহসায় সেটিও উদ্ধার করা হবে বলে জানান। এই চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রতন নমঃ, চন্দন নমঃ, বিকাশ দেবনাথ এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাক্ষর্য থানার ওসি আরো জানান এই ঘটনার যারা মাস্টারমাইন্ড সজল নমঃ ও জুলন নমঃ তাদেরকে এখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি তবে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়ো বাতাসের সম্ভাবনা আজ

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাজ্যের সমস্ত জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ো বাতাস ও বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এছাড়া আগামীকাল ৩০-৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে ঝড়ো বাতাস বইয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ, সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত তথা বিগত ২৪ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮.৯ মিলিমিটার। আজ, বিকেল ৫.৩০ মিনিট পর্যন্ত শহর অঙ্গুরতলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ০.৫ মিলিমিটার। এই মরশুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯.৮ মিলিমিটার। রাষ্ট্রীয় স্তরে আজ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৯.৬ মিলিমিটার। আগামীকাল সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ এবং ঝড়ো বাতাস সহ বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আজ, দিনভর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.১ এবং ১৭.৮ সেলসিয়াস ছিল। বাতাসে আর্দ্রতাক্ষ ৯৬ শতাংশ এবং ৬৪ শতাংশ ছিল। আগামীকাল বৃহস্পতিবার ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও আগামীকাল বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাটি জানানো হয়েছে।

লোক সংস্কৃতির বাউল উৎসব

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ মার্চ।। “অনান্য বছরের ন্যায় এবারও ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ দুইদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক লোক-বাউল উৎসবের আয়োজন করেছে। ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিশালগড় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৫শে এবং ২৬ শে মার্চ ২০২৩ বিশালগড়ের নবনির্মিত টাউন হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী সুশান্ত বোবা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিশালগড় পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী অজুন পুরকায়স্থ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী শানিত দেবরায়, মাননীয় সম্পাদক আজকের ফরিয়াড এবং শ্রী রতন বিশ্বাস, মাননীয় অধিকর্তা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রী রতন দেব, মাননীয় সভাপতি, বিশালগড় ব্যবসায়ী সমিতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদের সভাপতি শ্রী অরুন নাথ। অনুষ্ঠানটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।

এগিয়ে চলো সংঘের বসন্ত উৎসব কাল

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। সবার রঙে রঙ মিশিয়েনো এবং জীবনকে রঙ্গিয়ে দেয়ার উৎসবই হচ্ছে বসন্ত উৎসব। আগামী ২৪ মার্চ শুক্রবার বিকেল ৫.৩০ মিনিটে এগিয়ে চলো সংঘের উদ্যোগে সংঘের প্রাদ্ধে লাগলো যে দোল এই ভাবনাকে সামনে রেখে চতুর্থ বসন্ত উৎসব শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ২৪ মার্চ শুক্রবার এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আজি বইছে বসন্ত পবন, সুমধু তামারই সুগন্ধ এই আবৃত্তি সংগীত ও নৃত্যের হৃদে এই বসন্ত উৎসবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আনন অতিথি হিসেবে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে ৩৪নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী এবং ৩২ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শিল্পী সেন উপস্থিত থাকবেন। এই উৎসবে এগিয়ে চলো সংঘের সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও শিল্প সংস্কৃতি নন্দ্য ব্যক্তিবর্গের পছন্দের জন্য এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত আবেদন জানিয়েছেন।

বন্য হাতির আতঙ্কে আতঙ্কিত তেলিয়ামুড়া আবাসিকরা

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। বন্য হাতির সমস্যা নতুন কোন বিষয় নয়। তেলিয়ামুড়ার বেশ কিছু হাতি প্রবণ এলাকায় প্রায় প্রতিদিন বন্য দাতালে’র দল উপদ্রব চালায় এবং হাতির আক্রমণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শেখ কয়েকজনের মৃত্যুর খবরও রয়েছে পূর্বে। এরপরেও হাতির সমস্যা নিরসনে কোন প্রকার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বনদপ্তর। আর এর থেকে ব্যতিক্রম ছিল না গতকাল তথা মঙ্গলবার রাতও। মঙ্গলবার গভীর রাতে বন্য হাতির

আক্রমণে গুরুতর আহত ১ ও অল্পবিস্তর আহত বেশ কয়েকজন। উক্ত ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে পূর্ব লক্ষ্মীপুর এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত চামপ্লাই এলাকায়। ঘটনার বিবরণ মূলে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনদপ্তরের মধীন অর্থাৎ পূর্ব লক্ষ্মীপুর এ.ডি.সি ভিলেজের অন্তর্গত চামপ্লাই এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে বন্য দাতাল হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, ও অল্পবিস্তর আহত হয় বেশ কয়েকজন। গুরুতর আহত ব্যক্তির নাম অরুণ দেববর্ম। পরবর্তীতে

এলাকার লোকজন এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে তৎক্ষণাৎ হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের জরুরী কালীন বিভাগে, বর্তমানে সেখানেই চলছে ওই ব্যক্তির চিকিৎসা। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাতির আক্রমণে আহত ওই ব্যক্তির অবস্থা গুরুতর এবং অবস্থা অবনতির দিকে গেলে যে কোন সময় তাকে রাজধানী আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হবে তেলিয়ামুড়া

মহকুমা হাসপাতাল থেকে। রাতের অন্ধকারে হাতির আক্রমণের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় এখনো তীব্র আতঙ্ক রয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে। অন্যদিকে, বনদপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে বন্য হাতিদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য হাতির শরীরে রেডিও কলার লাগানো হচ্ছে। কিন্তু খোয়াই জেলা বনদপ্তরের একটি বিশস্ত সূত্রে খবর, একটিও বন্য হাতির মতো এখনো রেডিও কলার লাগানো হয়নি।।

প্রাক্তন মুখ্যসচেতক ও বিধায়িকা কল্যাণী রায়কে বিপুল সংবর্ধনা

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। পুনরায় তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা হিসেবে কল্যাণী সাহা রায় নির্বাচিত হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মাচেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় বুধবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাচেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের অফিস গৃহে। উল্লেখ্য থাকে,, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কল্যাণী সাহা রায় পুনরায় বিধায়িকা হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় মাচেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা



জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার পৌরপিতা রূপক সরকার, সহ

মাচেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষক দাস, সম্পাদক মধুসূদন রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

এদিনের এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

৯০ শতাংশ সড়কের কাজ সম্পন্ন

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২২ মার্চ।। রাজ্যের অন্যতম পর্যটনস্থল তথা ভূস্বর্ণ হিসেবে পরিচিত জম্পুই হিল ব্লক। রাজ্যের সড়ক যেউ খেলা পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত এই জম্পুই হিল ব্লকের মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে রাজ্য এবং দেশ বিদেশের পর্যটকরা ছুটে যান সেখানে। কিন্তু দীর্ঘ বছর যাবৎ কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই হিল পর্যন্ত বিদেশের পর্যটকরা ছুটে যান সেখানে। কিন্তু দীর্ঘ বছর যাবৎ কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই হিল পর্যন্ত বিদেশের পর্যটকরা ছুটে যান সেখানে। কিন্তু দীর্ঘ বছর যাবৎ কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই হিল পর্যন্ত বিদেশের পর্যটকরা ছুটে যান সেখানে।

জম্পুই হিল ব্লকের কনপুই পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ কিলোমিটার এই ৪৪নং- এ জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক নির্মাণ সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড। ইতিমধ্যেই পাহাড়ের বুক চিরে ক্রততার সাথে তৈরী হচ্ছে উন্নত মানের এই জাতীয় সড়ক। এদিকে সড়ক নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই কাঞ্চনপুর - জম্পুই নতুন ৪৪নং- এ জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে। ইতিমধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ সড়কের কাজ

সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত, রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাঞ্চনপুর মহকুমায় এই প্রথম দুইশো কোটি টাকার অধিক অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে উন্নত মানের এই জাতীয় সড়ক। স্বাভাবিক ভাবেই পুশির লহর বইছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তেমনি উন্নত মানের এই সড়ক নির্মিত হওয়ার ফলে চলতি বছর থেকে জম্পুই হিলে ভ্রমণে আসা দেশ বিদেশের পর্যটকদেরকেও আর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। সারা বছরই জম্পুই হিলে ভ্রমণে পাড়ি দিয়ে পারাবেন পর্যটকরা।

বিধায়কের হাত ধরে টমটম প্রদান

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ মার্চ।। বিধানসভা নির্বাচনের পাঠ চোখে যাওয়ার পর আবারও কল্যাণপুরে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস জারি। ২০১৮ এ সেরা রাজ্যে পালা বদলের পর কল্যাণপুরে ব্যাপক অংশের উদ্যোগী যুবক যুবতীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিভিন্ন ক্ষিমে আওতায় ব্যাপক সংখ্যক আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আজ প্রথমবার কল্যাণপুরে বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সঙ্কল্প নিয়ে টমটম তুলে দেওয়া হল সুবিধা প্রাপকদের হাতে। উল্লেখ্য কল্যাণপুর ব্লক এলাকার কল্যাণপুর গ্রাম

পঞ্চায়েত এবং পূর্ব কুজুরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট চারজন বেকার যুবকদের হাতে টমটম তুলে দেওয়ার এই মহতী কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, কল্যাণপুর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তরুণ কান্তি সরকার প্রমুখ। বিশ্বজিৎ মজুমদার, অলক নাগ, পাপলু দাস, সুভাষ দেবনাথ এই চারজনের হাতে টমটম গুলো তুলে দেন বিধায়ক সহ অন্যান্য অতিথিরা। জানা গেছে টমটমের নির্ধারিত মূল্য ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকার মধ্যে সরকারিভাবে ভতুকি দেওয়া হবে ৬০ হাজার টাকা। কল্যাণপুর ইউকো ব্যাংক এই

চারটি টমটমের ফাইন্যান্স করেছে। সরকারি সহায়তায় এমন টমটম হাতে পেয়ে বেকার যুবকরা বেজায় খুশি। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী এক সাক্ষাৎকার জানান, চারজন বেকার যুবক দেব এই সরকারি সহায়তায় টমটম প্রদান করা হয়। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যেই ভারত সবকাব এবং ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে এমন প্রয়াস জারি হয়েছে সর্বত্র। পাশাপাশি তিনি এটাও দাবি করেন আগামী দিনে সমস্ত অংশের মানুষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই সরকার কাজ করবে।

নগদ অর্থ সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। দীর্ঘদিন যাবত শিরায থানা দিন গোপালনগর এলাকা পাচার বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত বদমাশ হয়ে রয়েছে। এলাকার একটা বড় অংশের সমাজ প্রোহীরা নেশা বাণিজ্য, আচার বাণিজ্য এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে লোক ওঠানোর ব্যবসার সাথে জড়িত। যারা একসময় পাচার বাণিজ্যে অসমিক হিসেবে কাজ করতো তারা এই এখন রাখব বলে পরিণত হয়েছে। এমন এক রাখব বোয়াল অমৃত গাল। দীর্ঘদিন যাবত অবৈধ পাচার, ফেনসিডল,

ইয়াবা সমেত বিভিন্ন নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িত সে। সিধাই থানার ওসি জয়ন্ত মালাকার জানান মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে গোপন খবরের ভিত্তিতে খবর আসে অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক পরিমাণ অবৈধ নগদ অর্থ সমেত বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে এসডিপি সব্যসাচী দেবনাথ এর নেতৃত্বে সিআরপিএফ এবং বিএসএফ বাহিনী নিয়ে গোপালনগর অবস্থিত অমৃত পাল এর বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই

অভিযানে অমৃত পাল এর কাছ থেকে নগদ ৫৬ লক্ষ টাকা, ৮০০ ইয়াবার ট্যাবলেট, ৬০ বোতল ফেনসিডল, ৩২ কিলো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাতেই তাকে থেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলা অজু করে বুধবার আদালতে তোলা হয়ে থাকে। আগামী ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত তাকে পুলিশি মানডে পাথায় আদালত। পুলিশের দাবি এই নেশা কারবারির সাথে আরও অভিযুক্ত জড়িত থাকতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে সে সমস্ত অভিযুক্তদের জালে তোলায় চেষ্টা করবে পুলিশ। এই

প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির

স্থাপনের উদ্যোগ

রাষ্ট্রীয় কঠ প্রতিনিধি, উময়পুর, ২২ মার্চ।। মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সার্বিকভাবে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ভারত সেবাস্রম সংঘের অভিমুখ থেকে মাতা বাড়িতে একটি প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সেবাস্রম সংঘের ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত অচলানন্দ গিরি মহারাজ এবং বুদ্ধিসন্তানন্দ গিরি মহারাজ এর সাথে বিদ্যামন্দিরের জন্য জমি পরিশোধন করেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। সাথে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন, গোমতী জেলার যুব মোর্চার সভাপতি সুকান্ত সহ প্রমুখ। মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে অধীন চন্দ্রপুরে ফার্মেসী ও নার্সিং কলজ স্থাপনের পাশাপাশি এখন ভারত সেবাস্রম পরিচালিত প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়ায় বিধায়ক অভিষেক দেবরায়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সাধারণ জনগণ। এদিন বিধায়ক অভিষেক দেবরায় জানান গোটা মাতারবাড়ি এলাকায় স্বাস্থ্য থেকে শিক্ষা, সড়ক থেকে পানীয় জল ও গ্রামীণ এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিবেশা দেওয়াই হচ্ছে মুখ লক্ষ্য। আগামী দিন এই এলাকার উন্নয়নে প্রতিটা সময় কাজ করে যাবে বর্তমান রাজ্য সরকার। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে যে টাকা আসবে সমস্ত টাকা উন্নয়নের হাতে খরচ করা হবে গোটা মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে।

শিশুমেলার জোর প্রস্তুতি

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২২ মার্চ।।
উদয়পুর সাংস্কৃতিক মঞ্চের
উদ্বোধন আগামী ২ এপ্রিল
থেকে উদয়পুর শিশু
উদ্যানের শুরু হচ্ছে সাতদিন
ব্যাপী গোমতী জেলা
ভিত্তিক শিশু উৎসব। এই
শিশু উৎসবকে কেন্দ্র করে
ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে
উপদেষ্টা সহ পরিচালন
কমিটি। গোমতী জেলা
ভিত্তিক শিশু উৎসব
পরিচালন কমিটির
চেয়ারম্যান করা হয়েছে
উদয়পুর পুর পরিষদের
চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র
মজুমদারকে, ভাইস
চেয়ারম্যান করা হয়েছে
বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
তথা উদয়পুর পুর পরিষদের
কাউন্সিলার সুবীর দাসকে।
আত্মায়ক করা হয়েছে
দীপঙ্কর চন্দ্রবর্তীকে, যুগ্ম
আত্মায়ক করা হয়েছে তনয়
দীপ রায়কে। কমিটির
সভাপতি হিসেবে মনোনীত
হয়েছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক
ব্যক্তিত্ব তথা উদয়পুর
সাংস্কৃতিক মঞ্চের সভাপতি
তাপস দাস এবং কোষাধ্যক্ষ
মনোদীপ হায়েছেন গৌতম
নন্দী। সাতদিন ব্যাপী
গোমতী জেলা ভিত্তিক এই
শিশু উৎসবে শিশুদের মধ্যে
অনুষ্ঠিত হবে নৃত্য, সঙ্গীত,
তবলা নবড়া, আবুতি, ছড়া,
বসন্ত আঁকা প্রতিযোগিতা,
য়েমেন খুশি তেমন সাজো,
ফেলনা দিয়ে সৃষ্টি করি, রূপ
ও স্নেহ।
প্রতিযোগিতা, যোগাসন,
য়েমেন খুশি বাজাও সহ
প্রভৃতি প্রতিযোগিতা।
সোনামনি বিভাগ, শিশু
বিভাগ, ক-বিভাগ,
খ-বিভাগ, গ-বিভাগ এবং
ঘ-বিভাগে শিশুদের মধ্যে
অনুষ্ঠিত হবে এই সকল
প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই
সেজে উঠছে শিশু উদ্যান
প্রাঙ্গণ। উদয়পুরের
ইতিহাসী এই শিশু
উৎসবকে কেন্দ্র করে
বর্তমানে চরম ব্যস্ততা
চলছে উদয়পুর সাংস্কৃতিক
মঞ্চের সদস্য সদস্যদের
মধ্যে। শিশু উৎসবকে
সর্বনিম্নভাবে সফল রূপ
দিতে নিরাত এক কাজ
করে চালিয়ে যাচ্ছে
সাংস্কৃতিক মঞ্চের সদস্য
সদস্যরা।।

৩৫ টি সীমান্ত এলাকা দিয়ে
পাচার হচ্ছে মোটর সাইকেল

১২ মার্চ। রাজের ভারত
বাসন্তকাল সীমান্ত গেছে মোটর
সহীকলা পাচার উদ্বেগজনক ভাবে
বেড়েছে। সেই সময় বেড়েছে
বাইক চুরি। প্রতদিন রাজ্যের
কোথাও না কোথাও বাইক চুরি
হচ্ছে। এখনটা গাড়ি নিয়ে আগ
চোরেদের পল। বাইক গাড়িতে তো
পালায়। স্মার্ট সিটি অধীনে শহরের
সর্বত্র পুলিশ ক্যামেরা। ফলে সব
সব্দে শাসিত। তারপরেও চোরের
দলের টিকির নাগাল পায় না পুলিশ
অথচ হেলমেট না পরে
সাইসিটিভির ফুটেজ দেয়ে
আসিহীকো জরিনা করত পায়
জানা গেছে, বিভিন্ন শোষণ
প্রতদিন হচ্ছে ৪ থেকে ৫ টি বাইক
বিক্রি হচ্ছে। সীমান্ত শবর ওলি
শোরকম প্রতদিন খবর। বেশি
বাইক বিক্রি হয় বলে তারা। প্রসঙ্গ
এক বাইক যাচ্ছে কোথা। অন্য
শোরকমের মালিক জানিয়েছেন
করোনা কালীন বাইক বিক্রি কিছু
কম হয়েছে। এমন বেড়েছে। কিন্তু
শোরকম থেকে প্রতদিন ১০ টি বেশি
ও বাইক বিক্রি হয়। বেশ কয়েক
ভারতের বাইক যের দেশ গড়ে
বাংলাদেশে। দ্বিগুণ টাকায় ভারতীয়
বাইক বিক্রি হয়। চুরির লোক
ভালো কথাই নেই। ভারত লাভ। জান
গেছে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা
চোরের দালালরা বেশ কয়েকটি
ভারতীয় বাইককে শ্রী রুম নামে
বসেছে। রাজ্য পুলিশ এখন
বিবিসএফের গোয়েন্দাদের কাছে
সব খবর রয়েছে। বাংলাদেশে
উট্টামাণ্ডে কয়েক গুরু করে হিব্রাজ



পাশাপাড়াই, কুমিল্লা, রূপসানাবাদ, এমনকি সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা থেকে চুরি যাওয়া বাইক যাবাপন্থাধরে বিক্রি হয়। ত্রিপুরার ৩৫ টি নৌকী সীমান্ত পয়েন্ট নিয়ে বাইক পাচার হয়। সীমান্ত এলাকা কয়েক জায়গায় পাচারপন্থার বা চোরেরা দালালরা বাইক জমিয়ে সেখান থেকে বাংলাদেশে পাচার করেন। কয়েকমাস আগেও কালান্দারগরের এক রবার বাগান থেকে পরিত্যক্ত অস্ত্রসহ তিনটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। সেগুলো বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে পুলিশের কাছে রাখা হয়েছিল। পুলিশের কাছে বাইক চোর বা তাদের দালালদের নাম ঠিকানা বা তাদের প্রত্যক্ষাণী কায়ম বাইক চুরি হলে সংগে সংগে পুলিশ উদ্ধার করেন। এরকম উদাহরণ রয়েছে অনেক। কালি গোঘে যে সব সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাইক পাচার হয় সে পয়েন্ট গুলোর অধিকাংশ সিপাহিবজল গোঘা, দক্ষিণ জেলায়। অল্প কিছু পয়েন্ট রয়েছে উনেকাটি ও উত্তর জেলায়। সদীহানি খোয়াই এর প্রভামুড়া সীমান্ত, গভাছুর উমুঙ

সাক্ষি ক্ষেত্রে দুষ্কৃতি হামলা

২২. মাস্টার স্কল প্রতিনিধি, আগতলা
হাতের আঁধারে এক গরুর কৃষকে
সজি ক্ষেত নষ্ট করার ঘনটো
ঘটলো। যদিও এই ধরনের ঘটনা
নষ্ট করার ঘটনা এবারই অথম নম
এই ধরনের ঘটনা বারবার ঘটেছে
খোয়াইয়ের বিজিৎ এলাকায়
অজ্ঞাত দুকতিকারীরা খোয়াইয়ের
পট্টিম সিঁড়িডা গ্রাম পঞ্চায়েত
বারোবিলা থামের এক কৃষকের
জমিতে ফসল কেটে নষ্ট করে য়ে
পয়সা মালিক জমিতে দিয়ে দেহায়ে
পয়সা তার জমির সমস্ত রকমের
ফসলের গাছ কেটে ধ্বংস করে
দেওয়া হয়েছে। গরুর কৃষক সম
সবর বানান, রবিবার রাতে কে
করা। উনার সজি ক্ষেত্র
সম্পূর্ণভাবে কোটা না করে য়ে
বছ কষ্টে চাটা পয়সা গাছ-ডেনে
করে প্রায় পাঁচ-ছয় গাছ-ডেনে
সকামে ভান করেছিলো। সেমবার
সকালে তিনি জমিতে এসে দেখে
পান সম্পূর্ণ জমিতে থাকা ফসল
সজি ক্ষেত ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।
সজি ক্ষেত ধ্বংসের ফলে ব্যাপক
ক্ষতি হয়েছে কৃষকে। কৃষকের

কথ থেকে সেও লক্ষ টানার ফলে হয়েছে এই ফল ব্যবস করার ফলে।
 মনোমুখী ও সবদলে পূর্ণাঙ্গ পর্যন্ত কৃষক এবং
 পশু থেকে পোষ্যে থানায় ধান্য
 অভিযোগ জানায়নি। তবে কৃষক
 এলাকার নৌী স্থানীয় লোকদের
 সঙ্গে দেখা বলেছেন বলে না। পরসূত
 সময়ে এই বিষয় নিয়ে পোয়াই ধান্য
 লিখিতভাবে অভিযোগ জমা
 করেবেন বলে জানান কৃষক
 সম্পত্তি রিধানসভা নির্বাচনের কথা
 প্রকাশ করে পথ থেকে রাজসূত
 সময়ে বাতায়গুৈ টেরি হয়েছে
 প্ততদিন বাতায়গুৈ না কোথাও
 সম্মানিত থানা ঘট চলেছে
 কোথাও বাড়িঘর ভাঙ্গার। আবার
 কোথাও পোলাসে পড়িয়ে দেওয়া
 হয়েছে বাড়ির অনেক দেয়াল
 কোথাও রাবার বাগান কাটে ফেল
 করে দেও হতছে। জলাশয়ের বিধ
 দিয়ে মাছ হাজার ঘনটা ঘটছে
 ফলন। কথ থেকে ধান্য কার ঘন
 ঘটছে। রবিবার ধান্য ঘটনা তার
 একটি। তবে এলাকা সূত্রে জানা
 গেছে ক্ষতিসূত কৃষক একজন শাস
 নদিয়ে সমর্থক। এমন প্রশ্ন
 দিয়েছে তাহলে কেন এই কৃষক

ভালি ফসল নষ্ট করা হয়েছে
রাঙার মুখামতি ব্যবহার সঙ্গত
মোজের বাবা দিলে কাজের কাজ
কিন্তুই হচ্ছে না। প্রশান এই ধরনের
সঙ্গাস বেছে তেমন সবলাব
পাচ্ছে না। বাতনি পুলিশের
পাহাড়ার মোটেই সংগঠিত হবে
সঙ্গাসের ঘণ্টা। আরকা মদুর এই
ধরনের সঙ্গাসের সঙ্গে যুক্তদের
বিষয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোন
কার্যের পক্ষেই গ্রহণ করেন
না।
ব্যক্তিভাবিকভাবেই অগ্রমশকারীরা
নির্ভয়ে প্রবেশ পরক এই ধরনের
কাজ করা চলছে। সরকারকে
প্রাণ্ডিত বর্তা কোনোভাবে কার্যকর
নিয়ে না রাখে। তবে এই ধরনের
মস্ত ঘন্টাই যে রাজনৈতিক খ্যাতি
তা কিন্তু না। কিন্তু কিছু ঘটনা লক্ষ্য
করা যাচ্ছে ব্যক্তিত্ব ঘোষাবৈ
কিবা পূর্ণ শ্রুতার জোরে যাচ্ছে এবং
এখন রাজনৈতিক রং দেখা দেবে
এরাজনৈতিক ধরনে আয়ালে
এলাকার এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত
করা লঙ্ঘে দুষ্কৃতির ঘটনা। ব্যক্তিত্ব
স্বাধা চরিত্রিত করা হচ্ছে এই সঙ্গাসের
দিয়ে। প্রশানের ভূমিকা প্রশান
দেখা দিয়েছে জমানো।

৭০ উর্ধ্ব বৃদ্ধার মেলোনি ঘর এবং রেশনিং পারিষেবা

ঐচ্ছিক কণ্ঠ প্রতিনিধি,
আগন্তবল, ২২ জানু। ডিভিডাল
পরিষদের ফল নিজের বেশনিং
ব্যবস্থাপনা থেকে বঞ্চিত থাকছেন
সবেরা ঐচ্ছিক রাজি থাকুন।
বলনগর ব্রহ্মনি আশাবাদী গ্রাম
পঞ্চায়েত এলাকার ৬ নং ওয়ার্ডের
চান্দা দালায় আনন্দীয়া। যাসের
তামি হাঁটা গায়ে অনেকটা কব্জর
হচ্ছে তার। পরিবারে নাবালক
নাকি ছাড়া স্ত্রী, সন্তান বলতে
ভেঁটে নেই।
নিজের খাশের জোগান দিতে
কখনো লাকড়ী সংগ্রহ কা, আবার
কখনো কখনো নানুয়ের বাড়িতে
বাড়িতে ঘুরতে হয়। তবে তার
এক অসুখ হয়েছে খাবারিকনা
কন বসায় বাম সরকারের
আমলে তাকে একটি অন্ত্যাদ্য
রেশনকার্ড প্রদান করা হয়। যেটা
দিয়ে কোনো রকমে চলতে
থাকে। বড় বিগত সময় দেড়
বছরেরও বেশি সময় ধরে নিজের
রেশনিং ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে
আসছেন তিনি। জানা গেছে,
বঙ্গবীর ভায়ে নিজের আঙুলের
ছাপ কাজ না করায় রাজিয়া খাতুন
হচ্ছেন নিজে পারছেন না। প্রাশাই
রেশন দোকানের সামনে এসে থাকা
থাকেন তিনি। অথচ নিজের এমন
সমস্যা কর খা সান্নায়া পথচারীর
প্রধান - মেঝার থেকে গুল কয়ে
শাসক দলের জন প্রতিবিন্দু
আনেকই জানিয়েছেন। কিন্তু
তাহতেও নাকি কাজের কাজ কিছু
হয়নি। ফলে সবাইকে জানিয়ে
যখন কোনো কাজ জানিয়ে, তাই
নিরাশ হয়ে নিজের রেশনিং
পরিষেবা আশা এক করার ছেড়ে
পরিষেবা খুঁজা রাজিয়া খাতুন।
সরকারি ভাবে রেশনিং পরিষেবা না
মিললেও, জানা গেছে, আশাবাদী
এলাকার বেশ শ্রমিক
মনিরুজ্জামান নিজের ব্যক্তিগত ভাবে
কখনো কখনো খাতুন, ডাফ
সাহায্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু
সামান্য সাহায্য দিয়ে তার
প্রয়োজনীয় চিঠি সম্পন্ন হয়
নিজের অল্প দরিদ্রতার ফলে
প্রাশাই ছত্রজীবন অতাবাহি
করতে হয়। ফলে ঐ বিষয়টির
সাংবাদিকদের জানা আসতে
সাংবাদিকরা চলে গেলেন উল্লেখিত
গ্রিকানয় খুঁজা বাড়িতে খোঁজা
দিয়ে তার কাছ থেকে ঘটনার
বিবরণিত জানেন। তিনি

সংবাদিকদের জানিয়েছেন কলনার পূর্বকালীন সমগ্র থেকে তিনি এমন রেশনিং পরিষদের থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। যারসঙ্গে টানে নিজের আঙুলের ছাপ কাটা না করার শেখন ডিয়ার তারও বেশ প্রদান করতে পারছেন না। নিজেও একটা ভঙ্গুর হুল এই আঙুরের রেশন কাটাই।

কিন্তু সেটি বর্তমানে থেকেও নতুনকার সিমাল। বর্তমানে স্বাধীন সন্তান হই বাজিয়া যাবার ভাঙ্গা একটি মাটির ঘরে দিনযাপন করছেন। তার ভগ্না মাটির ঘরে দিনের ছাউনি দিয়ে ঘরার সন্ধান জল গড়িয়ে পড়ে। আর ঘরে প্রবেশ করে সেখান থেকে আদার কয়েকটি। বধ বহর পূর্বে বাক অসকরে আমলে সেই মাটির ঘরটি পেয়ে ছিলেন তিনি।

কিন্তু বর্তমানে সেই ঘরটির অবস্থা অনেকটাই ঝড়াজীর্ণ। এবং অবয়ব তিনি এটি ঘরের জগৎপ্রাণভিত্তি থাম পঞ্চায়েতসভা, শ্রম, উপদ্রাণার রফিকুল সত্যতা, মেঘার আলি আসব প্রণ কাব বার গিয়ে ও হকান কাজে কাজ কিছুই নেন। একপার্শ্বে

অপূর্ণাধ শ্রাবক দলের সৈন্যের
আলিআসান দাবি করেন তাকে
বাধা ডাকতে হবে, এটি অপূর্ণাধ
কে বাধা ডাকলে বৃদ্ধা রাজিয়া
থাতনে কে একটি সরকারি ঘর
পাইয়ে দেওয়া হবে। বৃদ্ধা দাবি
করেন বাধা হয়ে তাকে আমি
বাধা ডেকেছি, বাধা ডাকার
পরেও সে আমাকে ঘর দেয়ে
নি। ফলে সাংবাদিকদের কিছু
অসুস্থ হয়ে উঠবে তার এমন
অসুস্থয়ের কথা বলতে গিয়ে
চোখের কোনো জল জমে যায়
বৃদ্ধা রাজিয়া বাতুরের। তিনি
সাংবাদিকদের কাছ পেয়ে যেন
আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জননত
সেয়েছেন 'বা' আমার কোনো
চোরাহ হইবে। আমি নিইলে এ
রেশন কার্ড দিয়া আমি কি করব
? এটা হাইকো আমার কি
পাইত? এমনভাবেই নিচের
প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েছেন
রাজিয়া বাতুন। তবে দেখার
বিষয় সরকার আদৌ রাজিয়া
বাতুনের কোনো সুজািা করে
দেখে কিনা। সেদিকে তাকিয়ে
আছে গোটা এলাকাসহ রাজিয়া
বাতুন।

অকেজো সেচের
পাম্প, মাথায় হাত
কৃষকদের

দ্বিতীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগন্তবল্য
২২ মার্চ। একজনে সেচের সব
কাজে আশারামবাড়ীর কৃষকের
সমস্যা। সেচের সব উৎস
সেইজোড় গাও তিন/চার বছর ধরে
সেইজোড় থাম আশারামবাড়ীর
বনবাজার ভিলেজের কৃষিজমি
সেচের জল অথবা এলাকার
কৃষকেরা সেচের জল পান
করেন মস্ত, তুলাশির বৃক, এ
সি-র বাচাইবাড়ী সাব জোনাল
অফিস ও খোয়াই জোনাল অফিস
থেকে ভিলেজ কমিটির অফিস
মাড়িয়েও কোন ফল হয় নাই। দেখা
হলেই এলাকার বিখ্যাকের। মন্ত্রী
খোয়াইর তিনি এখন প্রায় বেপাশ
খরিয়েও নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর
থেকেই তিনি আশারামবাড়ী
কামাখিছড়া ও বনবাজারের মতো
এলাকাগুলো এড়িয়েই চলছেন
কৃষকথাগে গেলে যে সেচের জলের
আশারামবাড়ীতে তা ঢেকে কোন কৃষক
কিনারা পাচ্ছেন না এলাকার
কৃষকেরা সেচের জলের অভাবে
আশারামবাড়ী ও বনবাজার
ভিলেজের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি পতিত
হয়েছে পড়ে রয়েছে এখন। তিন চার
খরবেরও বেশী মনয় ধরে সেচের
কাজে। অশ্রুধারাধারে

খোয়াই নদী, আগামী দিনের অশনী সংকেত

স্বাস্থ্য কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা
২২ মার্চ। ১৮ ডায়ার ঘর বনাঞ্চল
ন্যাডা মাথার মতো রূপ নিচ্ছে
খোয়াই নদীর দান নাবাত হারাচ্ছে
এবং পাহাড় বৃষ্টির জল ধরে রাখছে
পারেন না। ফলে একদার ধারোতে
খোয়াই নদীতে বালির চর পড়ছে
আর সেই বালির চরে তৃণভূমি
গাছিয়ে উঠছে। নদীর গতিপন
পাচ্ছে যাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে
আগামী দিনের জন্য এক
সংকেতের পদধনি ঘনীভূত হয়েছে
অসহ্য। ঘানা খোয়াই নদীর উৎস
সহ ১৮ মতো পাহাড়। এই ১৮
পাহাড় পূর্বে বন বনাঞ্চল ছিল।
লতালতু উদ্ভিদ। কিন্তু সমভা
বিকাশের সাথে সাথে ১৮ ডায়ার
বনাঞ্চল বনদস্যুর একাংশ বন
কর্মীদের খেল দাখা করে ঘন
বনাঞ্চল ন্যাডা মাথা আকার ধারণ
কচ্ছে। অগ্ন্যধিক খোয়াই নদীর

উৎসে বুল বানপুত্র সঠিকভাবে
 রক্ষণাবেক্ষণ করুণে পাঠছে না
 একছাড়াও বিজ্ঞান মূগের সাথে
 মিলিয়ে মানুষজন প্রয়োজনে তা
 অপব্যয়ওয়ে বানপুত্রের মূল্যবান
 বৃক্ষ যেহেতু করে বসতি তৈরি করছে
 যা বানপুত্রের আত্মা কথ্য না
 সবকিছু জেনে শুনেও খোঁজা
 জেলা বানপুত্র ১৮ মুড়া পাহায়ে
 নতুন করে বনভী জনক
 ফলে একাংশ মহলের অভিযোগ
 ফল একাংশ মরুতোয় নোয়াই নৈ
 তার লাবল্য হারিয়ে নৈ গর্ভে রাশি
 রাশি বালির চর। আর এর সাথে
 নৈই বালির চরে তৃণজাতীয় উদ্ভি
 গজায় উঠছে ক্রমাগতই
 পাগা দিয়ে। এইসব কারণে নদী তা
 গতিপথ আংশিক ভাবে পরিবর্ত
 হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে নদীর দু
 কুলে গজিয়ে জলস্রোত কৃষি জ
 ধেক প্রকারে করে বসতভাড়া পর্য
 নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। বসন্ত কা

খোয়াই নদীর অশ্রু সঞ্চিত মতো। কারণ এখানো খোয়াই নদী জলের উপর নির্ভর করতে হলে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ওপর নির্ভরশীল মানুষজন। এই নদী উপর নির্ভর করেই তেলিয়ামুড়া ট্রাষ্টের প্রাক্তি তৈরি করা হয়েছিল। খোয়াই নদী শুষ্কতার কারণে ব্যবসায়িক এবং গ্রীষ্মকাল এই দুইই ক্ষতবৃত্ত তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকা মানুষজনরা প্রচণ্ড জল সমস্যা ভোগ করিতে হয়। তবে এলাকা শুষ্কতাই সম্প্রদায় মহলের ধারণা বনাদপ্ত যদি খোয়াই নদীর উৎস স্থল সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং ১৮ মূড়া পাছাইে নতুন করে বনসজাও করা তাহলে খোয়াই নদী ফেরে ভাা যাবানর পরিপূর্ণ খরগোলে হয়ে উঠতে পারে। এতে তেলিয়ামুড়া শহরের মানুষজনের জল সংকট অনেকটাই লাঘব হলে পারে।

দখলমুক্ত হল জেলা পরিষদের জামি

১২ মার্চ। সিপাহীজা জেল
বন্দীদের এক প্রতিনিধি
চড়িলা ব্রেকের আড়ালিয়া প্রা
মপধ্যায়ে ১ নং ওয়ার্ডের সবকা
জেল দখলমুক্ত করলে। বিশ্রামগঞ্জ
রেজিডেন্ট সার্কেলের
থামের ১ কানি ১৮ গুণ্ডা জমি
দীর্ঘদিন ধরে দেখাবা ছিল। বিষয়
জেল করে প্রশাসনের নজরে
আসতেই জমি উদ্ধারের প্রক্রিয়া
শুরু হয়। অবশেষে সোমবার দুপুরে
সিপাহীজা জেলা আধিকারিক
নোংরে চম্র দেববীর, সহকারী জেল

মধ্যের ১৫০০ ও ৭৪২ ঈত নম্বর
১৮৮৭ ও ১৮৮৭। ঐকিরিকার
জানান এই জমি এলাকার উন্নয়নে
কাজে লাগানো হবে। জমি উদ্ধার
কোলা মালিকানাধীন করে হয়েছে
কেনা পরিষদের বৈঠক হয়ে
পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে জমিটিকে
সিদ্ধ ব্যবহার হবে সে বিষয়ে
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। জমি গিয়েছে
কোলা প্রচুর জমি বেবেলক
আছে। ওগুলো পর্যায়ক্রমে উদ্ধার
কর জন্মের ব্যবহার করা হবে
দীর্ঘ পাত বছর ধরে আড়ালিয়া গ্রাম
পঞ্চায়েত।

না। সোমবার দুপুরে সিপাহীজল
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি স্ব.
চন্ডিলা নাকের আড্ডালা গ্রাম
পঞ্চায়তের প্রধান সন্তুম সরগু
আড্ডায়েতা গ্রাম পঞ্চায়েতে
পঞ্চায়তে সচিব সহ এক প্রতিনি
আড্ডালায় পঞ্চায়েতে ১ ন
ওয়ার্ডের এঁ জবর দখল করে রাখ
কৃষি ভূমিটি দখলমুক্ত করেন
চারদিকে জায়গাট পিলার বসিয়ে
চিহ্নিত করেন। একটা সময়ে
সিপাহীজলা জেলা পরিষদে
স্বাক্ষরটিতে গুরু বাজার করবে
সম্মুখে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী
সময়ে ও জায়গাটি দখল করে
জেলা পরিষদের তরফ থেকে কো
ধরণের কাজ করা হয়নি। তবে
আগামী ৬ বছর সি জায়গাটিতে
পরিষদরাইবে কিন্তু করার পরিকল্প
ন্যরাজে জেলা পরিষদ

পানীয়জলের সংকটে দিশেহারা মানুষ

২২ ফাল্গুন। পুরবাসীদের তীব্র জন্মে
সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই নদে
জল সরবরাহ তেমন নেই বললেই
চলে। এমনিতেই তেলিয়ামুড়া
হরবাসীদের দীর্ঘ দিন ধরেই জলে
সমস্যা রয়েছে। কারণ শাশা প্রাণে
পানি পানই নাইনের মাধ্যমে পান
ঘন্টখানেক জল দেওয়া হত
প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একই অংশ
ছিল। এখন হোদা দশ মিনিটে বেশি
জলই দেওয়া হচ্ছে না বলে জন
পুরবাসীরা। কারণ খোয়াই নদীতে
জল নেই। অথচ খোয়াই নদীর
জলের উপর নির্ভর করেই
শহরবাসীদের জল চাহিদা মেটোনে
থাকে। এই জলের জন্য শহর
উপকণ্ঠে ওয়ার্টার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
তেতিং হতেছিল। এখন বৃষ্টি
হওয়ায় ওয়ার্টার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে
জলে টান পড়েছে। ফলে
তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের স

তীব্রতার অকার্যকর ধারণ করেছেন।
 জলের সমস্যা থাকার কারণে
 ডিভিউএস দফতরের অধীনে
 গুয়ার ট্রিটমেন্ট প্লান থাকে দ
 মিনিটের বেশি জল সরবরাহ করে
 পাওয়াচ্ছে না। এই অবস্থায়
 তৈরিমুখপূর্ণ পরিবহন এবং স্থানীয়
 ডিভিউএস দফতরের যৌ
 উদ্যোগে গুয়ার ট্রিটমেন্ট প্লান
 সংলগ্ন স্থানে খোঁজা নীতে বৈ
 দিয়েছে হোলোয়েই তৈরি করে
 আটকানোর ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু
 বাইশঘড়িয়া এলাকার কতিপ
 মানুষকে ব্যবহার বন্ধগলি তু
 নিয়ে যাচ্ছে। এমনও ছি
 গুয়ার ট্রিটমেন্ট প্লানটি পাশ
 অপারেটরের। তার কথায, বর্তমানে
 পাঁচ মিনিট জল সরবরাহ করার প
 কুড়ি মিনিট জল সরবরাহ ব
 নীতে আছে। তার মতে কারণ এই
 নীতে জলের দূষণে রাশি রাশি

বালির চাঁ। আর জলের বয়েসে
নলীতে বালিরচর থাকার কারণে
জল সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।
পাশাপাশি খোয়াই নদীর নাব্যতা
হ্রাস পেয়েছে। তা আর অংশে
রক্তাণ্ড। পাশ্চ পানির আরো
ব্যবস্থা, শহরবাসী জলের চাহিদা
মেটানোর জন্য তেলিমাড়ি
অর্থাৎ খোদ শহরের উপকণ্ঠে দুইটি
ওভারহেড জল ট্যাংক রয়েছে।
এই দুইটি ট্যাংক জলে পরিপূর্ণ
থাকে। শহর বাসীদের মধ্যে
অন্যায়সে জল সরবরাহ করা যেত
কিন্তু নলী শুকিয়ে যাওয়ায় পানী
জলের সঠিক দুই মাস ধরে চলে
যেতে সঠিত জানান। তাতে পুরো
বীর সমস্যা পড়েছে। এখন দেখা
শহর বাসীদের জলের চাহিদা
দূরীকরণে পুর পরিষদ এবং
ডিক্রিউ এর দক্ষতা কি ধরণে
বিভাগ পরিমাপে খোয়াই নলীতে জল
পাসের প্রণালী করেন

আগরতলা, বৃহস্পতিবার, ২৩ মার্চ, ২০২৩	রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ	<p> সাত</p>
-------------------------------------	-----------------	--------------



বৃধবার নিজ বিধানসভায়, ৩৪নং বুথের উদ্যোগে একটি বিজয় মিছিল করা হয়। উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা ন এইবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার ৩৪নং বুথে বিজেপি জয় পেয়েছে ন তারজন্যে তিনি ধন্যবাদ জানান কার্যকর্দের এবং এলাকাবাসীদের।

অমরপুরে রক্তদান শিবির

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, অমরপুর, ২২ মার্চ ।ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের মহকুমা কমিটি, অমরপুর মহকুমা প্রশাসন, এবং অমরপুর আর ডি ব্লক ও অস্পিনগর আর ডি ব্লকের যৌথ উদ্যোগে বৃধবার অমরপুর ট্রাইজংশন স্থিত আনন্দধারা টাউনহলে অনুষ্ঠিত হলো এক মেগা রক্তদান শিবির। মূলত রাজ্যের হাসপাতাল গুলোতে রক্ত সংকট কমিয়ে আনার লক্ষেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সদস্যরা । এদিন সকাল ১১ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান শিবিরের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল অমরপুর মহকুমা শাসক অসিত কুমার দাস, অমরপুর মহকুমা ব্লক আধিকারিক উৎপল দাস, অমরপুর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্করানন্দ সাহা, বিএসির চেয়ারম্যান রবিত্র জমাতিয়া, গোমতী জেলা হাসপাতালের ব্রাদ ব্যাঙ্ক ইনচার্জ ডঃ দেবদ্রিতা সেন সহ প্রমুখরা। বৃধবার অমরপুর আনন্দধারা টাউন হলে আয়োজিত এই মেগা রক্তদান শিবিরে মোট ৬২ জন স্বৈচ্ছায় রক্তদান করে।

মামলা এনআইয়ের হাতে

দশের পাতার পর — তারাই কি পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক জীবনে আসার নামে আত্মসমর্পণের নাটক করেছিলো। নাকি ঘাতকরা ওপাড়ে বসে থেকে অন্যেকানো জঙ্গিকে ঘটনার সাথে যুক্ত বানিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছিলো। এখন দেখা যাক এনআইয়ের তদন্তে কি বেরিয়ে আসে।

পুলিশ স্টেশন হিসেবেও কাজ করবে

দশের পাতার পর — অনুমোদনে তা হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে অপরাধমূলক ঘটনা বিবেচনা করে ত্রিপুরা পুলিশ ক্রাইম ব্রাঞ্চ বা অ্যান্টি নাকোটিকস টাঙ্ক ফোর্স দ্বারা সম্পাদিত তদন্তের ভিত্তিতে ডি জি পি-র অনুমোদন সাপেক্ষে মামলা দায়ের ও তদন্ত করতে পারে। ত্রিপুরার যে কোন পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা মামলার ক্ষেত্রেও ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ টেকনিক্যাল সহায়তা দিতে পারে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ-এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমস্ত মামলা ও তদন্তের পর্য্যালোচনা করবেন কমপক্ষে তিন মাসে একবার। সরকারি গ্যাজেট প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে।

করিডোর দক্ষিণ জেলা সীমান্ত

দশের পাতার পর — দিবা দিন যাপন করছে মানব পাচার ব্যবসার বাদশা শুকলাল। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে যে গত কিছুদিন পূর্বে বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতিকান্তবর্ধনের মেগা মোটা অংকের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিলোনিয়া মহাকুমার জুড়ে তার অবৈধ সকল ব্যবসা চালিয়ে গিয়েছিল দিবা। স্মৃতিকান্তবর্ধনের স্থলে স্থলাভিষিক্ত হন বর্তমান ওসি পরিতোষ দাস বিলোনিয়া বাঁশি আশা করেছিল পরিতোষ বাবুর থেকে উনি একজন সং উদার এবং কর্তব্য পরায়ণ অফিসার হবেন কিন্তু সে শুড়ে বালি দিল পরিতোষ বাবু। সূত্র জানাচ্ছে যে পরিতোষ বাবু সবকিছু জানেন কিন্তু তার থানা থেকে ঢিল ছড়া দূরত্বে থাকা কুখ্যাত বাইক চোর মানব পাচারকারী এবং নেশা কারবারি শুকলাল সম্বন্ধে কোন তথ্যই তিনি জানেন না মিলন মিয়া থেকে তথ্য পেয়ে তিনি হতবাক। যা সম্পূর্ণ হাস্যকর। আচার্য্যকর বিষয় হলো সেই শুকলাল মিয়া থেকেই মাসে মাসে মোটা অংকের প্রণামী নিজ পকেটে পুড়ছেন পরিতোষ বাবু তাই মামলা নেওয়ার ৪৮ঘন্টা পরও শুকলাল কে নিজেদের গারদে পুড়তে পারলেন না কর্তব্যরত অফিসার। কথায় বলে টাকার নৌকা পাছাড়ে চলে আর তা অক্ষর অক্ষরে প্রমাণ করে দিচ্ছেন বিলোনিয়া থানার কর্তব্যরত আধিকারিকরা। শুধু বিলোনিয়া থানার আধিকারিক নয় এই টাকার নৌকা পাছাড়ে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। আর শুকলালের এই অভিযোগ কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে স্থানীয় কিছু বখাটে যুবক যারা নিজেকে শাসকদলের হত্যা কর্তা বলে জাহির করছেন। এখন দেখার ঢিল ছড়া দূরত্ব থেকে বিলোনীয়া থানার আধিকারিকরা কখন মানব পাচার সঙ্গে যুক্ত শুকলাল কে নিজেদের গারদে পুড়ে।



বৃধবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে শান্তিকালী আশ্রমের প্রধান শ্রী চিত্ত মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। জনজাতিদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ভাষার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

যুব উৎসব

দশের পাতার পর --- প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে যুবক ও যুবতীদের জন্য বয়সসীমা ১৫ থেকে ২৯ বছরের হতে হবে। এই যুব উৎসবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করেন সেই বিষয়বস্তু গুলি হল অঙ্কন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বক্তব্য প্রতিযোগিতা, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা ও নৃত্য প্রতিযোগিতা।এই প্রতিযোগিতায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামনে রেখে যুবক যুবতীদের এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন।

স্বচ্ছতা অভিযান

দশের পাতার পর — উদ্বোধক সহ অন্যান্য অতিথিগণ স্বচ্ছতা অভিযানে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাফাই কর্মীদের মধ্যে হ্যান্ড ব্রাড্‌স ও অ্যাপ্রন বিতরণ করা হয়।

বুড়োর ২০ বছরের জেল

দশের পাতার পর — বিশ্লেষণের পর মতিলাল ভৌমিককে দোষী সাব্যস্ত করেন। সেই সাথে বৃধবার সাজা ঘোষণা করেন। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। বিচারকের এই রায়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন নির্ধাতিতার পরিবারের লোকজন। পাশাপাশি মহিলা নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধের মামলাগুলি যেন দ্রুত এবং ফাস্টট্রেক পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যায় সেই বিষয়েও আবেদন রাখছেন অন্যান্য নির্ধাতিতাদের পরিবারের লোকজনোরা।

৭০ জনের সামাজিক ভাতা

দশের পাতার পর — আধিকারিক শঙ্খগুজ সেন এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, এই প্রকল্পে এই মহকুমার ছামনু আইসিডিএস প্রোজেক্টের আওতাধীন ছামনু ব্লকে ৪ হাজার ৪৯৮ জন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভাতা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ভাতা প্রকল্পে ২ হাজার ৩৫৪ জন এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভাতা প্রকল্পে ২ হাজার ১৪৪ জন বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন।

পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

দশের পাতার পর — বিজনেস স্টাডিস / এডুকেশন / ফিজিক্স, মাত্রাসা ফজিল আর্টস-এর এডুকেশন ও মাত্রাসা ফাজিল থিওলজি-র ইসলামিক হিস্রি পরীক্ষায় ৩০,৬০৫ জন পরীক্ষার্থী ছিল। তার মধ্যে ছাত্র ১৪,৩৩১ ও ছাত্রী ১৬,২৭৪ জন। সারা রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছিল ৩০,৩৩৫ জন পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে ছাত্র ১৪,২০৩ ও ছাত্রী ১৬, ১৩২ জন। অনুপস্থিতির সংখ্যা ছাত্র ১২৮ ও ছাত্রী ১৪২ জন। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির শতকরা হার ৯৯.১২ শতাংশ। পর্ষদ সচিব ড. দুলাল দে ও পর্ষদের দুজন ওএসডি জ্যোতির্ময় রায় ও পল্লব কান্তি সাহা আজ কামালঘাট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোহনপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড়কাটালিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পর্যায়ের উপসচিব শুভাশিস চৌধুরী বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ বিদ্যালিকেতন ও শংকরাচার্য্য বিদ্যায়তন পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা

দশের পাতার পর — জনা উল্লেখ্য গত ১০ই মার্চ মতিনগর এলাকার দুলাল মিয়া একই এলাকার আট বছরের নাবালিকা কন্যাকে বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবারের পক্ষ থেকে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কোন ভূমিকা নেয় কিনা। নাকি এলাকার মাতব্বরোরা অসহায় পরিবারটিকে গ্রায্য সভা করে কোনরকমে অন্যান্য ঘটনার মতো গোজামিল দিয়ে চলে যাই। যদিও এলাকার শুভ বুদ্ধির সম্পন্ন জনগণ দাবি তুলেছে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির ঘাটে করে এমন শাস্তি দেওয়া হয় দুলাল মিয়া কেন কোন দুচরিত্র ব্যক্তি কিংবা বৃদ্ধ নাবালিকা কিংবা যুবতীর দিকে ফিরে না তাকাই। এখন দেখার বিষয় পুলিশ কোন ভূমিকা গ্রহণ করে কিনা।

তকমা হারাচ্ছে তৃণমূল!

দশের পাতার পর — পরিকল্পনা স্থগিত রাখাে নির্বাচনী প্রতীক (সংরক্ষণ ও বরাদ্দ) আদেশ, ১৯৬৮ অনুসারে, একটি রাজনৈতিক দল যদি নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করে তাহলে তাকে একটি জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, একটি দলকে চার বা তার বেশি রাজ্যের লোকসভা অথবা বিধানসভা ভোটেসের কমপক্ষে ছয় শতাংশ নিশ্চিত করতে হবে। এবং উপরন্তু, লোকসভায় এটির কমপক্ষে চারজন সদস্য থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, এর কাছে মোট লোকসভা আসনের কমপক্ষে ২ শতাংশ থাকতে হবে এবং এর প্রার্থীদেরকে অন্ত্যত তিনটি আলোা রাজ্য থেকে থাকতে হবে। তৃতীয়ত, এটিকে অন্তত চারটি রাজ্যে রাজ্য দল হিসেবে স্বীকৃত হতে হবে।

বর্তমানে ইসিতে যে নিবন্ধিত জাতীয় দল রয়েছে সেগুলি হল, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), কংগ্রেস, টিএমসি, বিএসপি, সিপিআই, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), এনসিপি এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)।

ডেভেলপমেন্ট ব্যাক্সের প্রতিনিধি

দশের পাতার পর --- জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন নাল্য, দশর থদেব মেমোরিয়্যাল কলেজ সংলগ্ন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে পূর্ব পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবশীষ নাথ শর্মা জানান, পূর্ব এলাকায় পরিস্রুত পাণীয় জল প্রদান করার লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, সিএনজি সেভাপটিকেও মারধর করা হয়। প্রতাপগড়ের বিভিন্ন জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটলে পুলিশকে জানানোর আগে প্রান্তন বিধায়কের পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে এর মীমাংশা করে। একের পর এক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষিণের অভিযোগ থাকার কারণেই এবারের ভোটে রেবতী দাসকে প্রার্থী করা হলেও সম্মতি ছিলো না কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বের। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বের গোচরেও রয়েছে বিষয়টি। ফলে রেবতীবাবুকে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব টিকিট দিতে নারাজ ছিলো। পরে বাধ্য হয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ভয়ে প্রার্থী করা হলেও জনগণ তাকে ভোট দেয়নি। আর এখন ডাইনি খুঁজতে মাঠে নেমেছে রেবতীর পরিবার। আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এতে ব্যয় হবে মোট ১৫ কোটি টাকা।

মহকুমা হাসপাতাল

প্রথম পাতার পর --- ওদিক ছোটাদুটি করছেন। তেলিয়ামুড়া ব্রাদ ব্যাঙ্ক গেলে বলে দেওয়া হচ্ছে রক্ত নেই। ডোনার জোগাড় করে রক্ত সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সবসময় ডোনার পাওয়া যায় না। আবার রক্ত সংকট সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ব্রাদ ব্যাঙ্কগুলোকে ঘিরে এক দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে সমস্যা্য রোগী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনরা।

নিরাপত্তাহীন মহিলারা

প্রথম পাতার পর ---ী দাস নামে বিজেপির দুই নারী নেত্রী তাদের উপর বেশ কয়েকবার হামলে পড়েছে। আক্রান্তদের পক্ষে সুমিত্রা দেবনাথ জানিয়েছেন, তারা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। রাস্তায় আক্রমণ করা হচ্ছে। এমনকী বিউটি এবং লক্ষ্মীরা লাঠি নিয়ে তাদের উপর বেশ কয়েকবার তেড়েফুড়ে আসেন। ভোট গণনার পর থেকেই তাদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। পুলিশকে জানালেও কাজ হচ্ছে না। রাজ্য সরকারের কাছে তারা নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

গুরুত্ব মন্ত্রী শুল্কার

প্রথম পাতার পর — সমস্যা। কিন্তু তিনি এই সমস্যাকে কাটিয়ে তুলতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে মিলে কাজ করবেন। তার জন্য পরিকল্পনাও গ্রহন করবেন। উল্লেখ্য, রাজ্যে সংখ্যা লঘু মুসলমানদের দীর্ঘদিনের দাবী তাদের মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন। বৈদেশিক হয়ে যাওয়া ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা। বিগত দিনে প্রতিশ্রুতি দিয়েও কোন সরকারই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। ফলে রাজ্যের সর্বত্রই সংখ্যা লঘু মুসলিম সমাজে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ গুলোকে সব সময় উন্নয়ন থেকে ব্রাত্য করে রাখা হতো। এই ট্রেডিশন এখনো চলছে। কিন্তু বিজেপি আই পি এফ টি জেটের দ্বিতীয় মন্ত্রী সভার সংখ্যা লঘু কল্যান মন্ত্রী শুক্লচারণ নোয়াতিয়া ব্যাতিক্রমী কিছু নজীর রাখতে চান। আজ এমনই আভাস দিলেন তিনি।

পদ্মশ্রী পেলেন এনসি

প্রথম পাতার পর — হিসাবে দীর্ঘসময় চাকরি করেছেন। ২০০২ সালের ৩১ আগস্ট তিনি অধিকর্তা হিসাবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা দেশের পদ্মশ্রী প্রাপকদের হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু ৫২ জনকে পদ্মপুরস্কারে সম্মানিত করেন। এরমধ্যে দুটি হলো পদ্মবিভূষণ পুরস্কার, চারটি হলো পদ্মভূষণ এবং ৪৬টি হলো পদ্মশ্রী পুরস্কার।

পদক্ষেপের ইঙ্গিত

প্রথম পাতার পর — একটি এলাকায় সামান্য বিদ্যুৎ সমস্যা হোক কিংবা পানীয় জলের সংকট কিংবা কোনো একটি স্থলের একজন শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অরোধ করে বসে অনেকেই। যদিও এর পেছনে কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ মদত থেকেই থাকে। ফলে জনতান্ত্র সার্বিক সমস্যা নিরসনের কথা মাথায় রেখে এই ধরনের রাজ্যবোঝা অসংস্কৃতির বিরুদ্ধে পুলিশকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যদি পুলিশ যেমনটা করতেই পারে তবে তা রাজ্যের জন্য একটি বড় এবং ঐতিহাসিক সিজ্ঞাস্ত। তবে পশ্চিম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দেওয়া বার্তা অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করবেন বিশেষজ্ঞ মহল।

বিক্রি! ঘুমে প্রশাসন

প্রথম পাতার পর — চেপে যান করণ তাদের লাগে রক্ত রোগীকে বাঁচানোর জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই টাকা খরচ করতে কোনো কার্পণ্য করে না। এই সুযোগ বুকেই এনজিও কর্মদার রোগীর পরিজনদের পকেট কাটতে শুরু করে। এক প্যাকেট রক্তের বিনিময়ে ই - রক্ত' নামক সংস্থার কর্মদার সবেছি তিন হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। তথা বলাছে, যুব কম মানুষ এই সংস্থা থেকে বিনা টাকায় রক্ত সংগ্রহ করতে পারেন। যাদের কাছ থেকে এন জি ও 'র রক্ত চুষক মালিক টাকা নিয়ে পারবেনা না, সংলিষ্ট লোকজনকে রক্তও দেয় না। তারা এন জি ও অফিসে ফোন করে রক্ত চাইলে,স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় ডোনার নেই।কিন্তু যাদের কাছ থেকে টাকা নিতে পারবে তাদেরকে সেই সংস্থা রক্তের ব্যবস্থা করে দেয়। বছরের পর বছর ই - রক্তের নাম দিয়ে সংস্থার কর্মদার রক্ত বিক্রি করে চলেও তার অপরাধ কেউ ধরতে পড়ছে না তাই নির্দায়ি রক্তের ব্যবসা করছে ই - রক্তের ভেতখারী সমাজ সেবক তথা কর্মদার।

আইসক্রিম ফ্যাক্টরি

প্রথম পাতার পর — আইসক্রিম ফ্যাক্টরির মত সারা রাজ্যে এখন জলের কারখানার ও ছড়াছড়ি। নেই লাইসেন্স,কাগজপত্রের কোন বলাই নেই। জল দুষিত না পরিতত্ত্ব, তা যাচাই করে দেখার কেউ নেই। স্বাস্থ্য দপ্তর অভিযান ও শুরু করে। কয়েকটি ফ্যাক্টরিতে তাল্য ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে বলা হয়। এ পর্যন্তই। তারপর সব চূপচাপ। খোশা গেছে জলের ইউনিটের মালিক শাসনকে বিপদে আনাধূলি নেতা। আবার কেউ রাজ্য নেতৃত্ব বা রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। তাই মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় অভিযান। একই অবস্থা আইসক্রিম ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রেও। খাদ্যের গুণমান যাচাই করতে ক্যালোভরে রেস্টুরেন্টে, মিস্ট্রির দোকান বা হোটেলো হানা দিলেও একমাত্র আইসক্রিম ফ্যাক্টরির দিকে প্রশাসনের কোন নজরপারি নেই। খাদ্য দপ্তরের ভিজিটেলস টিম রয়েছে, রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম। নেই কোন অভিযান। (ে আইসক্রিম, ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে তা স্বাস্থ্য সম্মত কিনা তা যাচাই করে দেখার কেউ নেই। খবর নিয়ে জানা গেছে রাজধানী তথা আগরতলা পূর্বাণিগম এলাকায় মাত্র ৭৯ টি আইসক্রিম ফ্যাক্টরির লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাটা তিনশতাধিক। বেশিরভাগ ফ্যাক্টরির কোন লাইসেন্স বা কাগজপত্র নেই। দুখন নিয়ন্ত্রণ পর্বদের নিয়ম অনুসারে জনবহুল এলাকায় বা গলিপথে এ ধরনের ফ্যাক্টরি করা যায়না। কিন্তু এখন পর্বদের কোন নজরপারি না থাকায় গলিপথে বা জনবহুল এলাকায় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি কেন গ্রিল ফ্যাক্টরিও রয়েছে। কিভাবে সম্ভব দুখন নিয়ন্ত্রন পর্বদের কোন অনুমোদন রয়েছে কিনা বা থাকলে কিসের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটাই প্রশ্ন। এক কথায় বিষ খাদ্য শিশুদের বিপদ তেঁকে আনলেও নীরব প্রশাসন।

হামলার শিকার যুবক

প্রথম পাতার পর — নিয়ে গিয়ে তাকে বেধে মারধর করার খলিয়াও জারি হয়েছিলো ভোটের আগে। কিন্তু ভোটের আগে তার উপর কোনো হামলা না হলেও ভোটের পর বৃধবার তার উপর প্রাণঘাতী হামলা হয়। তপু দাস, বাবুল দাস এবং কুম্ভা হাউসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন আক্রান্তের স্ত্রী। রেবতী দাসের ভাতিজার নেতৃত্বে এই হামলা হয়েছে বলে আক্রান্তের বাড়ির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। গত পাঁচবছরে রেবতী দাস সহ তার পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ ছিলো। তাদের হাত থেকে মণ্ডল সভাপতি পর্যন্ত বাদ যায়নি। প্রান্তন মণ্ডল সভাপতিকেও মারধর করা হয়। প্রতাপগড়ের বিভিন্ন জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটলে পুলিশকে জানানোর আগে প্রান্তন বিধায়কের পরিবারের লোকজন ছুটে গিয়ে এর মীমাংশা করে। একের পর এক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষিণের অভিযোগ থাকার কারণেই এবারের ভোটে রেবতী দাসকে প্রার্থী করা হলেও সম্মতি ছিলো না কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বের। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃদ্বের গোচরেও রয়েছে বিষয়টি। ফলে রেবতীবাবুকে প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব টিকিট দিতে নারাজ ছিলো। পরে বাধ্য হয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ভয়ে প্রার্থী করা হলেও জনগণ তাকে ভোট দেয়নি। আর এখন ডাইনি খুঁজতে মাঠে নেমেছে রেবতীর পরিবার। আক্রান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সন্ত্রাস, ধৃত ৩

প্রথম পাতার পর --- নাগাদ গৌরব বণিক নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশ। তাকে প্রাথমিক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে সুধা শেখর দাস (ডাকু) ও সুব্রত দেবনাথ (হাভিড) নামের আরও ২ দৃকৃতকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সুত্রের খবর রাতের অন্ধকারে তেলিয়ামুড়ার শান্ত পরিবেশ"কে অশান্ত করতে এবং শাসক দলের নাম বদনাম করতে গোলাপি নেশায় বৃদ হয়ে একদল দৃকৃতকারী মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারাই রাতের অন্ধকারে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন স্থানে তান্তব চালায়। আর তাদেরই তিন পাভা বৃধবার পুলিশের জালে আটক হল। তবে যাই হোক তেলিয়ামুড়ার শুভবৃদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল মনে করছে তেলিয়ামুড়া থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর সু-বুদ্ধিমত্তার কারণেই পুলিশের জালে আটক হলো এই ৩ সন্ত্রাসী পাভা।

নো টি-শার্ট ঃ জেলাশাসক

প্রথম পাতার পর --- বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ডাঃ মানিক সাহা। আগামী ২৪ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। অধিবেশন শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বিভিন্ন অফিসগুলিতে আচমকা হাজির হবেন বলেও খবর। ২০১৮ সালে ধর্মনগরের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর বিশ্ববন্ধু সেন একই ভাবে বিভিন্ন অফিসগুলিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। মহকুমা শাসক অফিসের কর্মসংস্কৃতির হাল দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। বেশ কয়েকবার অফিসগুলো চা় মেরেও কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে পারেননি। এখনো ধর্মনগরের বিভিন্ন সরকারি অফিসগুলোর একই হাল। কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বিশ্ববন্ধু সেন। ভোটের আগে থেকেই রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস সহ বিভিন্ন অফিসগুলিতে কর্মসংস্কৃতি লাটে। ভোটের আগে থেকে গণনা পর্যন্ত একাংশ কর্মচারীরা ভোট পর্যালোচনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কে আসবেন ক্ষমতায় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কাটিয়ে দিয়েছে দেড়মাসের বেশি সময়। এখন ভোটের পর বিভিন্ন সরকারি অফিসে বদলি নিয়ে চর্চা হচ্ছে। একাংশ কর্মচারীরা বদলির আভাসে রয়েছেন। কারণ এবার ভোটে শাসক দলকে ভোট দেয়নি কর্মচারীরা। গত কয়েকদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা প্রকাশ্যেই এইসব কর্মচারীদের রাষ্ট্রবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। কেন সরকারি সুবিধা পেয়েও কর্মচারীরা বিজেপিকে ভোট দেয়নি তার ময়না তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশে বদলি শুরু হয়েছে। এবার বিভিন্ন সরকারি দফতরে ডাইনি খুঁজতে তালিকা তৈরি হচ্ছে। তালিকার উপর নির্ভর করে ওইসব কর্মচারীদের যে কোনো সময় বদলির নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। ফলে আতঙ্কে বিভিন্ন সরকারি দফতরে এখন কাশফল লাটে।

উঠছে নীরমহল

প্রথম পাতার পর — সাহা এই বৈঠকে পৌরোহিত্য করবেন। এদিকে জি-২০ বৈঠকে আসা ৩৯টি দেশের প্রতিনিধিরা যাবেন নীরমহলেও। আগামী ৪ এপ্রিল রাজ্যের অন্যতম পর্যটনস্থল নীরমহল পরিদর্শন করার কথা রয়েছে তাদের। এর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। গোটা নীরমহলকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রয়ের আন্তরূপে সেজে উঠছে রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহল। এমনকী প্রতিনিধিরা যে নৌকাগুলোতে করে নীরমহলে যাবেন সেই নৌকাগুলো নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। নৌকা যাতে কচি দিয়ে মাচা তৈরি করা হচ্ছে। যাতে করে প্রতিনিধিদের নৌকায় উঠতে অসুবিধা না হয়। বৃধবার মেলাধর পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি বৈঠক হয়। রাজ্যে জি-২০ বৈঠককে সফল করার জন্যে রাজ্য সরকারের সচিব অভিষেক চন্দকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। বৃধবারের বৈঠকে অভিষেক চন্দ ছাড়াও ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক কিশোর বর্মন, মেলাধর পুরপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বৈঠক থেকে প্রতিনিধিরা নীরমহলের কাজকর্ম ঘুরে দেখেন। বিধায়ক কিশোর বর্মন জানিয়েছেন, জি-২০'র ৩৯টি দেশের প্রতিনিধিরা নীরমহল পরিদর্শনে আসবেন, এর চেয়ে গর্বের আর কি হতে পারে। আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল হাপানিাঙ্হিত অতর্জাতিক মেলা প্রাদ্গণের কনফারেন্স হলে জি-২০'র অন্তর্ভুক্ত ২০টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সায়েন সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই দেশগুলির প্রতিনিধিদের সর্বকিছ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে আজ হাপানিাঙ্হিত মেলা প্রাদ্গণের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও সিপাইজলা জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে ন্যাশনাল ডিভিস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে ইন্টেলেন্ট রেসপন্স সিস্টেম, ক্যামিকেল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওগোলজিক্যাল ও নিউক্লিয়ার ডিভিস্টার বিষয়ে একদিনের মক এক্সারসাইজ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জি-২০ এর বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করেন ত্রিপুরা ডিভিস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট প্রোজেক্ট অফিসার ড. শরৎ কুমার দাস। তিনি কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল এবং নিউক্লিয়ার ডিভিস্টার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই ধরনের ডিভিস্টার হলে কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সিবিআরএন ডিভিস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং উইপল অব মাস ডেস্ট্রাকশান নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করেন এনডিআরএফ'র গোগুলনগর ফাস্ট ব্যাটেলিয়ানের আইএনএসপি অজিত কুমার। আগামীদিনে আমাদের সকলকে দুর্যোগ মোকাবিলায় কন কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত রাখতে হবে সে বিষয়েও আলোচনা করেন। কর্মশালায় ইন্ডিভেন্ট রেসপন্স সিস্টেম বিষয়ে আলোচনা করেন ডিএসপি দিল্লব কুমার দেব। কর্মশালার পর আয়োজিত হয় মক এক্সারসাইজ। মক এক্সারসাইজে জীবানু বোমা আটাক হলে তার মোকাবিলা কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং সিপাইজলা জেলা প্রশাসন কার্যালয় এই কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা করে।

With Best Compliments From :

CONTACT NO : -7005872568, 9862209274, 7005324463

9436453223, 9862007219

MAA KAMAKHYA TESTING, PILLING

SURVEYING & CONSULTANCY

(A UNIT OF MAA KAMAKHYA GROUP)

DEALS IN : -SOIL TESTING, PILLING, SURVEYING, CONSULTANCY ETC.

HEAD OFFICE : -OFFICE LANE, OPPOSITE OF TRIPURA SPORTS COUNCIL, AGARTALA, TRIPURA (W)

Email : mksurveying.consultancy@gmail.com

With Best Compliments From :

CONTACT NO : -7005872568, 9862209274, 7005324463

9436453223, 9862007219

VASTU

(A UNIT OF MAA KAMAKHYA GROUP)

BUILDING PLANNER OF A.M.C., OTHER MUNICIPAL COUNCIL & NAGAR PANCHAYET, GRADE-I

HEAD OFFICE : -OFFICE LANE, OPPOSITE OF TRIPURA SPORTS COUNCIL, AGARTALA, TRIPURA (W)

Email : vastu.mks@gmail.com



জয় পেলে খোলাছড়া এফ সি। পরাজিত করলে বালিছড়া এফ সি কে। পানিসাগর স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত অটল বিহারী বাজপেয়ী স্মৃতি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে।



বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি মতোই পরের বছর গুরু হুচ্ছে মহিলাদের আইপিএল। কবে হবে প্রতিযোগিতা? মহিলাদের আইপিএল হতে পারে মার্চে।

ভারতের হয়ে প্রথম পদক নিশ্চিত করলেন নীতু ঘাংহাস

নয়াদিল্লিঃ মহিলাদের চলতি বক্সিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপে ভারতের হয়ে প্রথম পদক নিশ্চিত করলেন নীতু ঘাংহাস (৪৮ কেজি)। বুধবার কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী বক্সার নীতু পৌঁছে গেলেন সেমিফাইনালে। এই জয়ের সাথে সাথেই নিজের এবং দেশের জন্য অসুত ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন তিনি। ২২ বছর বয়সী হরিয়ানার বক্সার তাঁর কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের মাশিকো ওয়াদার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাউন্ডের আরএসসি (রেফারি স্ট পস কনটেক্ট) জয়লাভ করেন। আত্মসী মনোভাব নিয়ে খেলতে নামা নীতুর মুষ্টি



হন নীতু রাউন্ড অফ বোলার লড়াইয়েও আরএসসির সাথে জয়লাভ করেছিলেন। তারজিকজ্ঞানের সুমাইয়া কোসিমোভাকে প্রথম রাউন্ডেই হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে

উঠেছিলেন। চলতি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপে দুর্দান্ত ছন্দে ব্রিটিশ প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি হরিয়ানার বক্সার। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গেমের প্রথম থেকে লিড ধরে রেখে বাড়িমাত করে যান নীতু। ম্যাচের ফলাফল ছিল ৫-০। এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপেও তাঁর হাত ধরে সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নিখাত জারিন (৫০ কেজি), সান্ধী চৌধুরী (৫২ কেজি), মনীষা মাইন (৫৭ কেজি), জ্যাসমিন ল্যাথোরিয়া (৬০ কেজি), লভলিনা বোরগোহাইন (৭৫ কেজি), সুহিটি বুরা (৮১ কেজি) এবং নুপুর শিওরন (৮১ কেজি) সহ সাতজন ভারতীয় বক্সার আজকেই শেষ চারে জায়গা করে নেওয়ার জন্য লড়াইয়ে নামবেন।

ফের সিংহাসনচ্যুত জকোভিচ, তবু আফসোস নেই তাঁর



কলকাতা: কোভিড ভ্যাকসিন না নেওয়ার কারণে বিস্তারিত বামেলো পোহাতে হয়েছে সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচকে। সহ্য করতে হয়েছে সমালোচনা। পাশাপাশি কেরিয়ারের দিক থেকেও মাল্ল দিতে হয়েছে। গতবছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে না খেলেই ফিরতে হয়েছিল। খেলতে পারেননি যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেও। কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছেন। যার ফলে মেজর টুর্নামেন্ট মিস করায় ব্যক্তিগত নীচে নেমে গিয়েছিলেন। খোঁজাতে হয়েছিল পুরষাচের টেনিস ব্যক্তিগতের একনম্বর আসনটিও। গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের ক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রতিপক্ষ রাফায়েল নাদালের থেকে পিছিয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি ভ্যাকসিন স্ট্যাটাসের জন্য সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ওয়েলস এবং মিয়ামি ওপেনে অংশ নেওয়ার অনুমতি পাননি। তাতে অবশ্য আফসোস নেই জকোভিচের। বরং বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনে খেলার সুযোগ পাবেন বলে আশাবাদী জেকার। ইন্ডিয়ান ওয়েলস এবং মিয়ামি ওপেনে খেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বিশেষ আবেদন করেছিলেন নোভাক জকোভিচ। কোভিড ভ্যাকসিনের কারণে ৩৫ বছরের টেনিস তারকার আবেদনে সাড়া দেয়নি ইউএস সরকার। ভ্যাকসিন না নেওয়া বিদেশিদের দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সাধারণ মানুষকে নোভাক জকোভিচের মতো সেলিব্রিটি কেউ বাদ পড়ছেন না এই নিয়ম থেকে। ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্ট খেলতে না পারায় এটিপি ব্যক্তিগত ফের একবার শীর্ষস্থান হারাতে হয়েছে তাকে। গত রবিবার সার্বিয়ান টেনিস তারকাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন কালোস সিলকরেজ (আফসোস হয় না? সিলকরেকে দেওয়া সাক্ষাতকারে জেকার বলেছেন, “আমার কোনও আফসোস নেই। সারা জীবন ধরে এটাই জেনে এসেছি যে আফসোস যেমাকে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। আফসোস মানেই অতীতে বাস করা। আমি সেটা চাই না। একইসঙ্গে ভবিষ্যত নিয়েও ঝঁকতে চাই না। যতটা সম্ভব বর্তমানে থেকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারি। যাতে আরও ভালো ভবিষ্যত গড়তে পারে। আলকারেরজকে শুভেচ্ছা। ও ব্যক্তিগতের এক নম্বর পজিশনের জয়গায় ফিরে আসার যোগ্য।”

আশঙ্কাই সত্যি হল, পুরো আইপিএল থেকে ছিটকেই গেলেন শ্রেয়স আইয়ার

মুম্বইঃ একটা বিষয় আগেই নিশ্চিত ছিল যে আইপিএলের প্রথম পর্বে খেলবেন না তিনি। কিন্তু এবার কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরের জন্য আরও চিন্তা বাড়িয়ে পুরো আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার। কোমরের চোট নিয়ে ভুগছিলেন নাইট অধিনায়ক বুধবার জানিয়ে দেওয়া হল যে তিনি এবারের আইপিএলে কোনো ম্যাচেই নামতে পারবেন না। লন্ডনে অস্ত্রোপচার করতে যাবেন শ্রেয়স। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে শ্রেয়সকে অস্ত্রোপচারের জন্য লন্ডন যেতে হবে। এদিকে শ্রেয়স ছিটকে যাওয়ায় কে হবেন নাইটদের অধিনায়ক, তা বিশাল মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাসেলকে অধিনায়ক করা হোক, এমন দাবি তুলছেন অনেকেই। শুধি আইপিএলই নয়। এরপর এশিয়া কাপ রয়েছে সাংবাদিক ও শ খাতিয়ে নাইট শ্রেয়সকে। বিশ্বকাপের আগে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন কি না তা দেখার প্রথম দিনের অনুশীলনে তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়দিন তাই সবার ফোকাস ছিল



তাঁর দিকেই। তিনি এলেন, কিন্তু মাঠে নামতে পারলেন না। তিনি আর কেউ নন, কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাণভোমরা আন্দ্রে রাসেল। আইপিএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কেরেকার। তবে বৃষ্টি তাল কাটল অনুশীলনের ২ দিনই। যার জন্য পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী যাদবপুর ক্যাম্পাসের বদলে ইডেনের ইন্ডোরে চলল অনুশীলন দিনের অনুশীলনে অবশ্য ইন্ডোরেই গা ঘামালেন ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার। বেরিয়ে যাওয়ার সময় গুটিকয়েক সাংবাদিক ও শ খাতিয়ে নাইট সমর্থক। রাসেলকে দেখতে পেয়েই সমর্থকদের চিত্তকার। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার ছিল। বেলা বাড়তেই বৃষ্টি শুরু। তবুও প্রিয় দলের প্রিয় তারকা যখন

মেসিকে দেখার জন্য ৬৩ হাজারি স্টেডিয়ামে ১৫ লক্ষ আবেদন!

বুয়েনোস আইরেস: মেরেকেটে সাড়ে ৪ কোটি জনসংখ্যা শহরের। তাতে কী, পুরো শহরই হামলে পড়তে চলেছে মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে। উপলক্ষ্য কী জানেন? তিন মাস পর নায়ক নামছেন ঘরের মাঠে। কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণ হয়েছে তাঁর। আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ওই ফাইনালের পর এই প্রথম জাতীয় দলের হয়ে ম্যাচ খেলবেন লিওনেল মেসি। যখন হাতের সামনে এলএম টেন, সুযোগ কি মিস করা যায় যায় না বলেই হয়তো আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস আইরেসের সব পথ মিশে যাবে মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে। আশ্চর্যের কথা হল ওই স্টেডিয়ামের আসন সংখ্যা মাত্র ৬৩ হাজার। মেসিকে দেখার জন্য ১৫ লক্ষ ফুটবলপ্রেমী আবেদন করলেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন যা দেখে রীতিমতো অবাক। কাকে চিকিট দেবে আর কাকে দেবে না, বুকেই



উঠতে পারছেন না। ২৪ মার্চ ভোর ৫টা নাগাদ জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নামবেন মেসি। সেই আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ পানামা। এই ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় অধীর আর্থহে রয়েছে লা আলবিসেলেস্তেরা। কাতার বিশ্বকাপ মেসির হাতে উঠুক সারা বিশ্ব চেয়েছিল। মেসি নিজেকে যেন কাতার বিশ্বকাপের জন্যই তৈরি করে রেখেছিলেন। তারপর,

পানামা খুব একটা উচ্চ দরের নয়। আর্জেন্টিনা হয়তো বড় ব্যবধানেই জিতবে। কিন্তু বুয়েনোস আইরেস-সহ সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমী নীল-সাদা জার্সিতে মেসির পায়ে আবার গোল দেখতে চান। আর তাই মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম তো আরবেই, তার আশপাশের পাব-ক্যাফে-খোলামাঠ সবমিলিয়ে হয়তো ফ্যান জেনের চেহারা নেবে। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি রুদ্রিও তাপিয়া জানান, মেসির ম্যাচের জন্য শুধু দর্শকদের মধ্যেই উত্তেজনা নেই। মিডিয়া থেকেও এই ম্যাচ ঘিরে রয়েছে আলো আগ্রহ। আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি রুদ্রিও জানান, এই ম্যাচ কভার করার জন্য মিডিয়া থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। অথচ প্রেস বক্সে জায়গা রয়েছে মাত্র ৩৪৪ জনের।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ জিততে ভারতের দরকার ২৭০ রান

মুম্বাইঃ তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটिंग করতে নেমে ২৬৯ রানে অলআউট হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। ৪৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন হার্ডিক পাণ্ডিয়া। ৫৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিলেন কুলদীপ যাদব। ৩৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন মহম্মদ সিরাজ। ৫৭ রান দিয়ে ২ উইকেট নিলেন অক্ষর প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সর্বধিক ৪৭ রান করলেন ওপেনার মিচেল মার্শ। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের গুরুত্বা য়েভাবে করেছিলেন মার্শ ও ট্রেভিস হেড, তাতে মনে হচ্ছে ৩০০ পেরিয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর। কিন্তু হার্ডিকের নেতৃত্বে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটান ভারতের বোলাররা। ৬৮ রানে প্রথম উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। এরপর ৮৫ রানের মধ্যে ৩ উইকেট পড়ে যায়। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিতে থাকেন কুলদীপ-অক্ষররা। এরই মধ্যে কিছুটা লড়াই করেন অ্যালেক্স কেরি (৩৮), মার্কাস লাবুশেন (২৮), ডেভিড ওয়ার্নার (২৩), মার্কাস স্টেইনিস (২৫), শন আবার্ট (২৬), অ্যাশটন আগার। মিচেল স্টার্ক করেন ১০ রান। আডাম জাম্পা ১০ রান করে অপরাজিত থাকেন। রান পাননি অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। তিনি ৩ বল খেলে ০ রানে আউট হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার কোনও ব্যাটারই এদিন অর্ধশতরান পেলেন না। কিন্তু সবাই মিলে লড়াই করে লড়াই করার মতো স্কোর পৌঁছে দিলেন দলকে।

২০০৬ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৮৫ রান করে ইংল্যান্ড। ওডিআই ম্যাচে কোনও ব্যাটার অর্ধশতরান না করা সত্ত্বেও কোনও দলের এটাই সর্বধিক স্কোর। বুধবার কাছাকাছি পৌঁছল অস্ট্রেলিয়া। চেম্বাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখানো কুলদীপ বলেছেন, “আমি এই মাঠে ভারতীয় এ দলের হয়ে সিরিজ খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানতাম, এখানকার উইকেট একটু মধুর। এই কারণে বল এলি বেশি স্পিন করানোর চেষ্টা করছিলাম। আমি যে উইকেটগুলি পেয়েছি সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অ্যালেক্স কেরির উইকেট নিতে পেরে আমার বেশি ভালো লেগেছে। আমি ভালো পারফরম্যান্স দেখানোর জন্য পরিশ্রম করছিলাম। উইকেটে বল রাখার চেষ্টা করছিলাম। এরই মধ্যে বল স্পিন করার চেষ্টাও করছিলাম। ফলে কট বিহাইন্ডের সুযোগ ছিল। ডেভিড ওয়ার্নারের ব্যাটের কানায় লেগে যেভাবে ক্যাচ উঠেছে, সেভাবেও উইকেট পাওয়ার সুযোগ ছিল। মার্শ যেভাবে ব্যাটিং শুরু করেছিল তাতে মনে হচ্ছে ওরা ৩০০ রানের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। কিন্তু হার্ডিক যেভাবে অসাধারণ বোলিং করল, ৩ উইকেট পেল, তার ফলেই আমরা ম্যাচে ফিরলাম। এই উইকেট মধুর। ফলে আমাদের সতর্কভাবে ব্যাটিং করতে হবে।”

স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অনুষ্ঠেয় উদ্যোক্তা পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তর

রাষ্ট্রীয়কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চঃ যুব সম্প্রদায়কে কর্মসংস্থানের দিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী পশ্চিম জেলা স্তরীয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ক্যাম্প আজ, বুধবার শেষ হয়েছে। পশ্চিম জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির। বাধারখাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অণু রায়। অনুষ্ঠানে সৌরভিতা করেন অবসরপ্রাপ্ত ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা দিবাকর দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ, শিবিরে অংশগ্রহণকারী তিন মহকুমা জিরানীয়া, মোহনপুর ও

সদরের ৩৬ জন যুবক-যুবতীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

সদরের ৩৬ জন যুবক-যুবতীদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেন।

আইসিসি ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান হারালেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার

দুবাই : আইসিসি ওডিআই বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান হারালেন ভারতের পেসার মহম্মদ সিরাজ। কেরিয়ায় প্রথম বার এই ফরম্যাটে শীর্ষস্থান দখল করলেন অজি পেসার জশ হাজলউড। আর এক অজি পেসার মিচেল স্টার্কও ক্রমতালিকায় উন্নতি করলেন। ভারতের বিরুদ্ধেও একদিনের সিরিজে অনবদ্য ছন্দে স্টার্ক সুফল মিলল ক্রমতালিকায়। ভারতের তরুণ পেসার মহম্মদ সিরাজ শীর্ষস্থান থেকে নেমে গেলেন তিন নম্বরে। যুগ্মভাবে তিনে রয়েছেন স্টার্ক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়াংখেডেতে প্রথম ওডিআইতে অনবদ্য বোলিং করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। ২৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩ ওভারে ৩৭ রান দেন সিরাজ। প্রত্যাশিত ভাবেই শীর্ষস্থান হারালেন। আইসিসি ক্রমতালিকায় আর কী বদল হল? বিশাখাপত্তনমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওডিআইতে লজ্জার রেকর্ড গড়েছিল ভারত। বল ব্যক্তি থাকার নিরিখে ভারতের সবচেয়ে বড় হার। মিচেল স্টার্কের আগুনে বোলিংয়ে মাত্র ১১৭ রানেই শেষ হয় ভারতের ইনিংস। জর্জের মাত্র ১১ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শ বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন।

যোগ সঙ্গত দেন ট্রাভিস হেডও। সিরাজের ৩ ওভারে ৩৭ রান তারই অংশ। তিন ফরম্যাটেই ভালো ছন্দে ছিলেন সিরাজ। এ বছরের গুরুত্বই ওডিআই ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন সিরাজ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজেই হতাশার পারফরম্যান্স। চোটের কারণে ভারত সফর থেকে ছিটকে যান জশ হাজলউড। কেরিয়ায় প্রথম বার ওডিআই ফরম্যাটে শীর্ষে এই অজি পেসার। আইসিসি ক্রমতালিকা প্রকাশের বিবৃতিতে লিখেছে, ‘২০১৭ সালের জুনে ওডিআই ফরম্যাটে কেরিয়ারের দ্বিতীয় স্থানে উঠেছিলেন হাজলউড। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে জায়গা ধরে রাখেন। বোলারদের ক্রমতালিকায় উন্নতি হল ভারতীয় পেসার মহম্মদ সিরাজ। মুম্বইতে প্রথম ওডিআইতে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন সান্নি। পঞ্চম ধাপ উন্নতি হল তাঁর। ২৮ নম্বরে রয়েছেন সান্নি। ব্যাটিংয়ে উন্নতি হল ভারতের কিপার-ব্যাটার লোকেশ রাহুলের। প্রথম ম্যাচে তাঁর অপরাধিত ৭৫ রানের ইনিংস ভারতের জয় নিশ্চিত করে। তিন ধাপ উঠে ৩৯ নম্বরে রাহুল। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে বিরাট কোহলি পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছেন। অধিনায়ক রোহিৎ শর্মা এক ধাপ উন্নতি করে নবম স্থানে।

টিসিএর সভাপতি সকাশে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা

রাষ্ট্রীয়কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চঃ ক্রিকেটাররা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন ক্রিকেট সংস্থার সভাপতির কাছে। টিসিএ-তে আর্থিক অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন ক্রিকেটাররা। সভাপতি নিজেও যথেষ্ট তিত্তিবিরক্ত। কমিটির কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ রয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে সরাসরি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাননি। তবে সাংবিধানিক নিয়ম-নীতি ছাপিয়ে, গত চার-পাঁচ মাস ধরে টিসিএ-র কর্মকাণ্ড যে পদ্ধতিতে চলছে, তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। সামগ্রিক বিষয়, এমন কি ডেপুটেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তিনি এককভাবে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। ক্রিকেটারদের লিখিত আর্জি তিনি গ্রহণ করেননি। অফিসের পদ্ধতি অনুযায়ী রিসিভ করেছেন এবং যথারীতি তা কমিটির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। কমিটি পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে সর্বসম্মতিক্রমে উনাকে দিয়ে কিছু বলার বা জানানোর থাকলে উনি জানাতে পারবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে মুখ ফুটে কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে যা বুঝতে চেয়েছেন সেটা হল কমিটির ইদানীন্তন কর্মকাণ্ডে দুর্বলতার ছাপ কিছুটা হলও রয়েছে বলে তিনি ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেছেন। আগে একবার কয়েকটি ক্লাব প্রতিনিধি এবং আজ ক্রিকেটাররা লিখিত

আকারে যেভাবে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানাচ্ছে, বিষয়টা তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সমরোপযোগী বলে মনে করছেন। বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার সময় কোন ক্রটি-বিচ্যুতি চোখে পড়লে তা সমাধান করে, মসৃণ পথে টিসিএ পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ক্রিকেটার রাজেশ বনিক, সম্রাট সিনহার নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল আজ, বুধবার টিসিএ সভাপতি সকাশে ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে টিসিএ-তে আর্থিক অনিয়ম ও

প্রেস ক্লাবের চাইনিজ ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন শ্রীশান

রাষ্ট্রীয়কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চঃ বেশ উৎসাহ ও উদীপনার মধ্য দিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত গেমস এন্ড স্পোর্টস ফেস্ট-’২৩ চলছে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য-সদস্যদের মধ্যে ইনডোর-আউটডোর গেমস-এর পাশাপাশি নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। গেমস এন্ড স্পোর্টসের দ্বিতীয় পর্যায়ে বুধবার চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবারে বুডো প্রতিযোগিতা দিয়ে এর সূচনা হলও ক্রমাগত দাবা, ক্রিকেট, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং নতুন সংযোজন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে। আজ অনুষ্ঠিত চাইনিজ চেকার্স প্রতিযোগিতায় শিযান চক্রবর্তী চ্যাম্পিয়ন এবং মনীষা ঘোষ রানার্স হয়েছেন। তৃতীয় স্থান পেয়েছেন সুপ্রভাত দেবনাথ। প্রতিযোগিতায় মোট ১৮ জন খেলোয়াড় ছিলেন। খেলা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখনীয় অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনের অডিয়েন্স দে। চ্যোরম্যান অলক ঘোষও উনার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন বরিশ সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথ। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ মার্চে সাংবাদিকদের মধ্যে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।



রাজ্য কর্মরত আই এ এস অফিসারদের একটি দল আজ মহাকরনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয় থেকে এই সংবাদ জানিয়ে বলা হয়, আধিকারীকরা রাজ্য সরকারের সব ধরনের উন্নয়ন কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সকলের সাফল্য কামনা করেছেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, আই এ এস অফিসার অভিষেক চন্দ, প্রদীপ চক্রবর্তী, তাপস রায়, ইউ কে চাকমা প্রমুখ।

জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন খোয়াই জেলাভিত্তিক কর্মশালা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ মার্চ।। খোয়াই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ স্বপনপুরী গেস্ট হাউসের কনফারেন্স হলে জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ক খোয়াই জেলাভিত্তিক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্ব়েলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উল্লেখন করে খোয়াই জিলা পরিষদের সভাপি পতি জয়দেব দেববর্মা বলেন, সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য

পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্যসম্ভাত জীবনযাপন ও জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন সম্পর্কেও সমাজের সমস্ত অংশের জনগণকে সচেতন করে তুলতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের অতিথি খোয়াই জেলার জেলাশাসক সুভাষ চন্দ্র সাহা জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে

উ পস্থিত ছিলেন মুন্সিয়াকামী বিএসি’’র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা আধিকারিক সুজিত দাস, জেলা হাসপাতালের সুপার রাজেশ দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন তথা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. অমূল্য দেববর্মা, ডা. জন দেববর্মা জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ধারণ আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

৩২ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

তমলুক: হলদিয়ার বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে ৩৯ জন বেকার যুবকের কাছ থেকে ৩২ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন বিজেপি নেতা। চাপে পড়ে জমি বিক্রি করে তাঁদের ২৩ লক্ষ টাকা ফেরালেন মোহনলাল মাইতি নামে ওই নেতা। তিনি চণ্ডীপুর থানার চৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলিবাড় বুথের বিজেপির সভাপতি। পাশাপাশি দলের চৌখালি পঞ্চায়েতের সহ সভাপতি। গ্রাম কমিটির সম্পাদক। মোহনলালবারু সিপিএসএম ১০ বছরের পঞ্চায়েত সদস্যও ছিলেন। পরবর্তীতে দলবদল করে তৃণমূল হয়ে বিজেপিতে ফেরেন। হলদিয়া শিল্পসংস্থা ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে তাঁর বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ৮ মার্চ বলিবাড় গ্রামেরই অশোক জনা ছেলেকে স্বাস্থ্যদপ্তরের গ্রুপ-ডি চাকরি দেওয়ার নামে তাঁর বিরুদ্ধে সাড়ে ছ’লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে চণ্ডীপুর থানায় এফআইআর হয়েছে। ২০০৩-০৮ এবং ২০০৮-’১৩ টাকা দুটি চার্মে বলিবাড় বুথের পঞ্চায়েত সদস্য মোহনলাল। গ্রামের গণ্যমান্য হিসেবে পরিচিত। দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। একজন হলদিয়া এবং অপরজন কলকাতায় কর্মরত। হলদিয়া শিল্পসংস্থায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে মোট ৩৯ জন যুবকের কাছ থেকে ৩২ লক্ষ টাকা

তুলেছিলেন বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি, তিনি সেই টাকা নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের হান্ডুইএগ গ্রামের এক ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি টাকা লোপাট করে দিয়েছে। কারও চাকরি হয়নি উল্লেখ্য, হলদিয়া শিল্পসংস্থায় আগে ইউনিয়ন নেতা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় চাকরি হতো। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনিয়নের মাধ্যমে হলদিয়ার কারখানায় নিয়োগ নীতির বিলোপ ঘটান। রাজ্য সরকার এনিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করে। তাতে জেলাশাসকের চেয়ারম্যানশিপে কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এনিয়ে কর্মসিংবাদ পোর্টাল তৈরি করেছে প্রশাসন। হলদিয়া শিল্প সংস্থায় কর্মী নিয়োগে স্বচ্ছতা আসে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলে নিয়োগ বন্ধ হতেই বেকারিদায় পড়ে যান বিজেপি নেতা মোহনলাল। চাকরির প্রতিশ্রুতি নেওয়া টাকা ফেরতের জন্য চাকরি প্রার্থীরা বাড়ি তে ভিড় জমান। অবশেষে ৩২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৩ লক্ষ টাকা ফিরিয়েছেন। ৩৯ জনের তালিকা ধরে টাকা শোধ করেছেন। এজন্য বেশকিছু জমি বিক্রি করতে হয়েছে বলে মোহনলালবাবুর দাবি। চণ্ডীপুর থানার নারানদীড় গ্রামের বাপন মাস্তা ২৫ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। পুরো টাকা ফেরত

পেয়েছেন বলে বাপন জানিয়েছেন। একইভাবে বলিবাড় গ্রামের হাবিব আলি খান ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তিনি এক লক্ষ ১০ হাজার ফেরত পেয়েছেন। টাঙ্গা ফেরত পেয়েছেন জনার্দাঁড়ি গ্রামের প্রসেনজিৎ দাস, নারানদীড় গ্রামের অর্পূর্ব জনা, নিমাই বেরা। সহ আরও অনেকে। তবে স্বাস্থ্যদপ্তর সহ বেশকিছু জায়গায় চাকরির লোভ দেখিয়ে ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেইসব টাকা অবশ্য ফেরাননি। বলিবাড় গ্রামের অশোক জনা বলেন, আমরা ছেলেকে গ্রুপ-ডি চাকরি দেওয়ার নামে সাড়ে ছ’লক্ষ টাকা প্রত্যাগা হয়েছে। আমি মোহনলাল সহ ১২ জনের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেছি। এনিয়ে ওই বিজেপি নেতা বলেন, চাকরির জন্য অনেকে আমার কাছে এসেছেন। আমি অশোকবাবুকে সূতাহাটার দুর্বাবেড়িয়া গ্রামের একজনকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। উনি তাঁকে টাকা দিয়েছেন। আমি কোনও টাকা নিইনি। চাকরি দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি যখন শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে তখন চণ্ডীপুরে উলটপূরণ হচ্ছে। সেগল। বিজেপি চণ্ডীপুর বিধানসভার বিজেপি নেতা পুলককাড়ি গুড়িয়া বলেন, আমাদের দল এসব প্রশ্ন দেয় না। বলিবাড় গ্রামের ঘটনা নিয়ে খোঁজবলমিচ্ছি। তারপর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাকিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত ১১ আফগানিস্তানে মৃত ২



ইসলামাবাদ: গত কালের ভূমিকম্পে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে মোট ১১ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। গতকাল, মঙ্গলবার রাত ১০টা ২০ নাগাদ আচমকাই ভূমিকম্পে কঁপে ওঠে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৬। উৎসস্থল ছিল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত দিল্লির সাকোরপুর এলাকা থেকে একটি বহুতল হেলে পড়ার জন্ম নেওয়া এই ভূমিকম্পের প্রভাব

পড়ে আফগানিস্তানের পশ্চিম দেশ পাকিস্তানেও। তীব্রতা বেশি থাকায় ভারতের রাজধানী দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জোরদার কম্পন অনুভূত হয়। যদিও ভারতে এই ভূমিকম্পের ফলে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তেমন বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি। যদিও কম্পনের পর দিল্লির সাকোরপুর এলাকা থেকে একটি বহুতল হেলে পড়ার অভিযোগে ফোন করেন সেখানকার

বাসিন্দারা। তবে পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখোয়া এলাকায় এই ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আফগানিস্তানে প্রাণ হারিয়েছেন আরও ২ জন। গতকাল ৪০ সেকেন্ডেরও বেশি সময় ধরে কম্পন অনুভূত হয় দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে। আতঙ্কে ছুড়মুড়িয়ে বাড়ি ও বহুতল থেকে বেরিয়ে আসেন মানুষজন। যদিও গতকালের কম্পনের পর আর কোনও আফটারশক আসেনি।

প্রতিটি বাড়িতে গড়ে উঠুক ছোট একটি বইঘর

আগরতলা ২২ মার্চ ।। বিয়ের দেনমোহারে টাকা পয়সা বা গয়না নয়, ১০১টি পছন্দের বইয়ের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশের এক কনে। বরও দেকানো দেকানো ঘুরে জোগাড় করেছেন সেগুলো। আহা, কোনও বইয়ের পাতা থেকেই যেন উঠে এলেন তারা। কে জানে অতঃ পর গল্প কবিতা পড়ুই তারা কাটিয়ে দেবেন অনন্ত সময়। যে বইগুলো একনো বাকি, তারাও ক্রমে টুকে পড়বে ঘরকন্যার মধ্যে। একেই বলে সতি হলেও গল্প। বই যাদের টানে তারাইতো গল্পের চরিত্র আজ। কলকাতার একটি বহুল প্রচারিত বাংলা খবরের কাগজে প্রকাশিত এই শব্দবন্ধ নিচয় অনেকে পড়েছেন। ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নিজের মতো করে ভেবেছেন। আলোচনা সমালোচনা করেছেন। ঘটনার পক্ষে বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। কেউ হয়তো বলেছেন দারুণ ঘটনা। ঘরে ঘরেই যেন এমন কন্যা সন্তান আসে। বরও যেন হয় এমন উদার মনস্ক। মনে মনে বরবরকে সাধাবাদও জানিয়েছেন তারা। কেউ হয়তো বলেছেন, ন্যাকামি। আত্ম প্রচারের জন্যই এমন অদ্ভুত আদ্যার। গল্পের বই পড়ার এত ইচ্ছে থাকলে বিয়ের পর কিনেলেইতো হতো। কোনও ঘটনা ঘিলে পক্ষে বিপক্ষে মতামততো

থাকবেই। এটাই স্বাভাবিক। তবে এটা সতি, এমন ঘটনার কথা আগে কখনো শোনা যায়নি। মানুষ সবসময়ই আশাবাদী। ইতিবাচক কোনও কিছু করার স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। এজন্যই মানব সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৪২ বছর আগে একবৃক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে রাজ্যের মানুষকে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংপৃক্ত করতে শুরু হয়েছিল আগরতলা বইমেলা। ১৯৮১ সালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র পরিসরে। আয়োজিত বইমেলা শিশু উদ্যান, উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ হয়ে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এক সময়ে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান বলতে ছিল আত্মীয় পরিজন, পাড়া পড়শি, বন্ধুবান্ধবের বিয়ে। একটি স্বচ্ছল পরিবারে নবজাতকের মুখেভাত বা অন্নপ্রাশন। বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করা ছিল একান্তই ঘরোয়া অনুষ্ঠান। দেশভাগ, নতুন করে জীবন জীবিকার সন্ধান করতে যাওয়া মানুষের আয় ছিল সীমিত। ম্যারেজ ডে বা বিবাহ বাধিকী, ঘটা করে সন্তানের জন্মদিন পালনের কথা কেউ ভাবতেই পারতেনা। বিয়ে বাড়িতে নবম্পর্ষিককে আশীর্বাদ করে গৃহস্থালির

জিনিসপত্র, গল্পের বই উপহার দেওয়ারই প্রচলন ছিল বেশী। গল্পের বইয়ের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই ছিল প্রথম পছন্দ। পরিনীতা, পত্নীসমাজ, পথের দাবী, দেবদাস, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত যেন তাদেরই জীবনের ছবি। রামায়ণ, মহাভারত, সুখে ঘরকন্যা করার উপদেশমূলক বই, আধ্যাত্মিক বই উপহার দেওয়ারও প্রচলন ছিল। ঘরকন্যার ফাঁকে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম পড়েই সময় কাটাতেন তারা। বর্তমানে আধুনিকতার ছোয়ায় এসব উপহার আর দেখা যায়না। বিয়েতে বই উপহার দেওয়া এখন সেকেকে, ব্যাকটেডেট। হাল আমলে বিনোদনের উপকরণের কোন অভাব নেই। চাইলে হাতের কাছে বিনোদনের অনেক উপকরণই পাওয়া যায়। কিন্তু হাতে গোনা কয়েকটি বাড়ি ছাড়া কোন বাড়িতেই লাইব্রেরীর কার্ড খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক সময়ে অনেক পরিবারেই টাকা জমা দিয়ে লাইব্রেরীর কার্ড করা হতো। সেই কার্ড দিয়েই বাবাম, সন্তানরা গ্রন্থাগার কিনেলেইতো হতো। কোনও ঘটনা থেকে পছন্দের বই আনতেন। বই পড়ে লাইব্রেরীতে জমা দিয়ে আবার নতুন বই আনতো। ছাত্রজীবীরা বই আনতো তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার থেকে। সে সবই এখন অতীত। সাহিত্য নয়, প্রায় সবাই

জীবনের নানা ঘটনা, মান অভিমান, চাওয়া পাওয়া, দুঃখ দুর্দশার কথা লেখকের বলিষ্ঠ লেখনির মাধ্যমেই ফুটে উঠে বইয়ের পাতায়। আগামী ২৪ মার্চ থেকে হাপানিয়ায় আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হবে লেখক প্রকাশক পাঠকের মিলন মেলা। মননের উৎসব আমাদের আগরতলা বইমেলা। মেলার এই ক’দিন বন্ধুবান্ধব, প্রেমিক প্রেমিকা, নববধূ ও বর, নবীন প্রবীণ, নানা পেশার মানুষ সমাবেত হবে বইমেলায়। তারা ভীড় করবেন স্টলে স্টলে, তাদের পছন্দের বই কিনতে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার মতো আমরা যদি একে অন্যের হাতে তুলে দিতে পারি একটি পছন্দের বই, তবে বেশ ভালোই হবে। বাড়বে বইঘরের আয়তন। ফিরে যাই তারের কথায়। ”দেনমোহর” হলো মুসলমান সমাজে বিয়ের একটি প্রথা বিয়েতে স্ত্রীকে দেওয়া স্বামীর উপহার বা যৌতুক। সোনালী, টাকা পয়সা যৌতুক দেওয়ার পরিবর্তে বাংলাদেশের ঐ যুবক-যুবতী একটি নতুন পথের পথ দেখিয়েছে। সেই ঘটনা সতি হলেও গল্পের মতো। সতিই তাই, এই ঘটনা গল্প হলেও সতি।

রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী

আগরতলা ২২ মার্চ ।। রক্তদান করে একজন রক্তদাতা অন্যের জীবন রক্ষা করতে পারে। রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। আজ উনকোটি কলাক্ষেত্রে কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসন ও ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। এই রক্তদান শিবিরে ১২৪ জন রক্তদান করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী রক্তের চাহিদা ও যোগানের সমতা বজায় রাখতে সকলকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নীতিশ দে, উনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সতরুত নাথ। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উনকোটি জিলা পরিষদের সভাপতিপতি অরুণেন্দু দাস, সহকারি সভাপতিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপলা দেবরায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত কুমার সরকার, গৌরনগর ও চণ্ডীপুর ব্লকের বিডিওগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। কৈলাসহরের লায়ল ব্লাব, ভেনাস ব্লাব, ঝাইলার্ক ব্লাব ও কৈলাসহর ব্লাড ডোনর অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণও এই শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

লোকসভা ভোট, সলতে পাকানো শুরু বিরোধীদের

কলকাতা: লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের আঞ্চলিক দলগুলির বন্ধন আরও সুগৃঢ় হচ্ছে। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের পর এবার কলকাতায় আসছেন জনতা দল (সেতুলারা) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। আগামী শুক্রবার কালীঘাটে ভূগমূল সূত্রিমোে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। আঞ্চলিক জোট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপিকে হারাতে কোমর বেঁধে নামে পড়েছে বিরোধীরা। বিশেষ করে আঞ্চলিক দলগুলি জোটবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। অকস্রেসি আঞ্চলিক দলগুলি একজোট হওয়ার আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে। গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে যান সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। অখিলেশ স্পষ্ট করে গিয়েছেন, তাঁরা মমতাইই সঙ্গে আছেন। এই বৈঠকের একসপ্তাহের মধ্যে এবার কণ্ঠিকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী কলকাতায় এসে মমতার সঙ্গে বৈঠক করতে চলেছেন। কুমারস্বামী হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার পুত্র। দেবেগৌড়ার সঙ্গে মমতার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক। মঙ্গলবার মমতা বলেন, দেশে আঞ্চলিক দলগুলি অনেক শক্তিশালী। কুমারস্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে। ঘটনাক্রমে এদিন মমতা ভুবনেশ্বরে গিয়েছেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের তাঁর পৈতৃক রয়েছে। সেখানেও বিভিন্ন বিষয় উঠে আসতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও মমতা ওল্লেখ করেছেন, এটা মূলত সৌজন্য সাক্ষাৎ। এদিন ভুবনেশ্বরে পৌঁছে বিমানবন্দরে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন মমতা। কেমন আছেন খোঁজ-খবর নেন। পুত্রীর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছেন বলে জানান। ওড়িশার মানুষজনও মমতাকে তাঁদের রাজ্যে স্বাগত জানান। তবে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে এদিন ১০০ কিমি ঘুরে গিয়েছে মমতার ভুবনশ্বরগামী বিমান। ওই বিমান দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে কলকাতা ছেড়ে যায়। কোথাও যাতে এয়ার পকেট বা এয়ার টর্বুলেন্স না থাকে তার জন্য বাড়তি সতর্কতা নেয় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল।

মুন্সিয়াকামী ব্লকে আন্তর্জাতিক জব ফেয়ার বিষয়ক আলোচনা সভা

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। মুন্সিয়াকামী ব্লকের কনফারেন্স হলে আজ আন্তর্জাতিক জব ফেয়ার বিষয়ক এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। মুন্সিয়াকামী বিএসি চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মুন্সিয়াকামী সাব জোনাল চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেববর্মা, ভূইমধ সাব জোনাল চেয়ারম্যান মানিক দেববর্মা, ব্লকের অতিরিক্ত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক স্টিফেন রিয়াং, খোয়াই জেলা স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্ডিনেটর চুমকি দাস প্রমুখ। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় আন্তর্জাতিক জব ফেয়ারে মুন্সিয়াকামী ব্লক এলাকার আবেদনকারীদের সুবিধার্থে আগামী ২৮ মার্চ ব্লক অফিসে এক সচেতনতামূলক শিবির এবং রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার আয়োজন করা হবে। এনএসভিসি আয়োজিত এই ফেয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিল্প লবোর হিসাবে কাজের জন্য আবেদনকারীদের অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে বলে আলোচনায় জানানো হয়। তবে এক্ষেত্রে বয়স সীমা ১৮ পর্যন্ত। আবেদনকারীদের রেজিস্ট্রেশন, ডেরিফিকেশন ও ডকুটিনি এবং ট্রেনিংও করানো হবে বলে খোয়াই জেলা স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্ডিনেটর জানান। এখানে উল্লেখ্য আগামী ৯ এপ্রিল এই অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের শেষ দিন। সভাপতি সুনীল দেববর্মা ভিন্ন দেশে চাকুরীর মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছন্দ হওয়ার এক দারুণ সুযোগ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং যুবক ক্রেশীকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিলেন মমতা!

পুরী: পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেল ৩:৫৫ মিনিট নাগাদ পুরী মন্দিরে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ১০ মিনিট তিনি ছিলেন পুরীর মন্দিরে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ”মা-মাটি-মানুষ” গোত্রে পূজো দেন মুখ্যমন্ত্রী।



একই সঙ্গে এদিন পুরীর মন্দিরে ধ্বজা ওঠানো অনুষ্ঠান দেখেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, এদিন আমার তরফে ধ্বজা ওড়ানো হচ্ছে। আমি পূজো দিয়েছি।” তিনি আরও বলেন, আমি আজ পূজা দিলাম। ধ্বজা আমাকে দেওয়া হয়েছে। বাংলার বব মানুষ প্রতিবছর এখানে আসেন সমৃদ্ধ দেখতে। উড়িষ্যার সাথে বাংলার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সুত্রে, খবর, এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পূজো করেন। ব্রাহ্মণ ভোজন করান। রাজেশ দয়িতাপতি জানিয়েছেন, বাংলারও ভারতের মানুষের শান্তি চেয়ে এদিন পূজো দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার, ২১ মার্চ ওড়িশা পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দেওয়ার

উল্লেখ্য, এর আগেও ওড়িশা সফরে গেলে সতিবারই জগন্নাথ মন্দিরে পূজো দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওড়িশায় যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে গেলেও ব্যক্তিগত সফরের পুরীর মন্দির দর্শনে যেতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। গত ২০২০ সালে ভুবনেশ্বরে পরিচলনা নেওয়া হয়েছে। সেই বঙ্গভবন কোথায় তৈরি হবে, তা-ই দেখতে পুরীতে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই ব্যক্তিগত সফরের মাঝে, আগামিকাল, ২৩ মার্চ, তিনি ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের সঙ্গেও বৈঠক সারবেন বলেই সুত্রে খবর।

মোদি হঠাৎ দেশ বাঁচাও! রাজধানী দিল্লিতেই হাজার হাজার পোস্টার, একশো একশো একশো আর পুলিশের



দিল্লি: খোদ রাজধানী দিল্লির বুকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে পোস্টার। পোস্টারে লেখা, ”মোদি হঠাৎ, দেশ বাঁচাও।” দিল্লির বুকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন পোস্টার পড়ায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাও আবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় সেই পোস্টার লাগানো হয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই সক্রিয় হয়েছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যেই একশোটি একশোই আর দায়ের করেছে পুলিশ। পোস্টার লাগানোর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে হেফাজতও করা হয়েছে দিল্লি

পুলিশের দাবি, গোটা শহরজুড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পোস্টার লাগানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কোন প্রেস থেকে পোস্টারগুলি ছাপানো হয়েছে, পোস্টারের গায়ে তার উল্লেখও করা হয়নি। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সিপি দীপেন্দ্র পাঠক জানিয়েছেন, আম আদমি পার্টির অফিস থেকে বেরনো একটি গাড়ির ভিতর পাটির অফিস থেকে বেরার সময় একটি গাড়িকেও আটকানো হয়। সেই গাড়ির ভিতর থেকেও বেশ কিছু পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে গাড়ির চালক এবং মালিকও একটি ছাপাখানার মালিকও

রয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরেই দিল্লি জুড়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করে এই ধরনের পোস্টার লাগানোর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। রাস্তার ধার থেকে প্রায় ২ হাজার পোস্টার ছিড়েও দিয়েছিল দিল্লি পুলিশ। আম আদমি পার্টির অফিস থেকে বেরনো একটি গাড়ির ভিতর থেকেও প্রায় ২ হাজার পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনায় যে ধারায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, সেগুলি সবই জামিন যোগ্য ধারা হওয়ায় থানা থেকেই জামিন পেয়ে যান অভিযুক্তরা।

লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ নেশা সামগ্রী উদ্ধার

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২২ মার্চ ।। মোহনপুরের কুখ্যাত

গাঁজা বাংলাদেশ পাচার করা সহ নিজ এলাকায় নেশার টেবলেট ও

হলেও নগদ অর্থ পাওয়া যায় তার বাড়ি থেকে প্রচুর। থেেপ্তার হয়

বিশাল পুলিশ টিম।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী নাথ জানান বাজেয়াপ্ত হওয়া নেশা সামগ্রীগুলোর মধ্যে রয়েছে ত্রিশ কেজি শুকনো গাঁজা,আটশো ইয়াবা টেবলেট এবং অল্প পরিমাণে ফেন্সিডিলের বোতল।বাজেয়াপ্ত হওয়া নগদ অর্থের পরিমাণ ছায়ায় লক্ষ যদিও সূত্রে খবর নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত হয় নকবই লক্ষ হাওয়া বাতাসে বাবুবা বাকি অংশটা গায়েব করে দেয়।অভিযানের সময় বাড়িটি থেকে একটি ওমনি মারুতি ভ্যান গাড়ী নিয়ে আসা হয় সিধাই থানায় শক্ত হাতে আগামীদিনেও এরকম ধরনের অভিযান সংঘটিত করা হবে বলে জানানো হয় পুলিশের তরফে।উল্লেখ থাকা ভাল অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা যেমন অন্যায়ের মতোই অপরায় তেমনিভাবে নিজে না নিয়ে নীচু স্তরের কর্মীদের পকেট ভর্তি করবার সুযোগটা করে দিয়ে সমতৃ ল্যই হয়ে গেলেন আধিকারিক মশাই।

অ্যান্টি নাকোটিকস টাক্স ফোর্স পুলিশ স্টেশন হিসেবেও কাজ করবে

আগরতলা, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ স্টেশন এখন অ্যান্টি নাকোটিকস টাক্স ফোর্স পুলিশ স্টেশন হিসেবেও কাজ করবে। সারা রাজ্য এই পুলিশ স্টেশনের আওতাধ থাকবে। একজন ডি এস পি এই পুলিশ স্টেশনের দায়িত্বে থাকবেন। কোড অব ক্রিমিন্যাল প্রসিজার ১৯৭৩ অনুযায়ী তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ স্টেশন একমাত্র সেইসব ঘটনার তদন্ত করবে যেগুলির জন্য বিশেষ টেকনিক্যাল দক্ষতার প্রয়োজন থাকায় সাধারণ পুলিশ স্টেশনের পক্ষে তদন্ত করা সম্ভব নয় কিংবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ডি জি পি-র

৭-এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে স্বচ্ছতা অভিযান

আগরতলা, ২২ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে গতকাল স্বচ্ছতা অভিযান ২.০ উপক্ষে সফাই অভিযান ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগরে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাকক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, সমাজসেবী বিবেকানন্দ দাস ও ধনঞ্জয় দাস এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিশ্ত বিজ্ঞানী ড: সৌমেন্দ্র কুমার। অনুষ্ঠানে

৭-এর পাতায় দেখুন

মানব পাচারের করিডোর দক্ষিণ জেলা সীমান্ত

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। পার্বত্য ত্রিপুরার তিনদিক বেষ্টিত আছে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা। আর তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ জেলার আন্তর্জাতিক ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত যা বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানব পাচারের করিডর হিসাবে। দক্ষিণ জেলার সদর বিলোনীয়া আর এই বিলোনীয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মানব পাচারের মুক্ত অঞ্চল। বিলোনীয়া মহাকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রাজনগর বিলোনীয়া এবং স্বায়মুখ এই তিনটি অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বেষ্টিত আর এই সকল অঞ্চল জুড়ে

নেশা কারবারি মানব পাচারকারী, গবাদি পশু পাচারকারীদের মুক্ত অঞ্চল। আর এই মুক্ত অঞ্চলে পাহাড়া দিচ্ছেন বিলোনীয়া থানার কর্তব্যরত অফিসার পরিতোষ দাস।

উল্লেখ্য গত শনিবার বিলোনীয়া থানাধীন মাতাই এলাকা থেকে পুলিশ আটক করেছিল মানব পাচার সঙ্গে যুক্ত আমজাদ নগর নিবাসী মিলন মিয়া ও বাংলাদেশ থেকে



আগত যুবতী আর্জনা লিমােকে। গ্রেফতারের পর পুলিশ তাদেরকে আদালতে প্রেরণ করে পাঁচ দিনের রিমান্ডে রাখা পুলিশ তাদেরকে তিন দিনের রিমান্ডে রিমান্ড শেষে আদালতে প্রেরণ করা হয় দুই জনকেই আদালত তাদেরকে ৪৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দে। রিমান্ডে থাকাকালীন সময় মিলন মিয়া থেকে বড় ধরনের তথ্য আদায় করতে সক্ষম হয় বিলোনীয়া থানা। দক্ষিণ জেলার মানব পাচার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সাতজনের নাম প্রকাশ করে মিলন। পুলিশ সাতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে এবং তদন্তের কাজ হাতে নে। এ সাতজনের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এক কালে দক্ষিণ জেলার বাইক চোরদের সরদার শুকলাল মিয়া বতমানে শান্তিরবাজার টিভিএস বাইক শোরমের মালিক। শুকলাল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে বহু এবং বিলোনীয়া থানায় মামলাও রয়েছে অনেক তার বিরুদ্ধে ছিলতাই বাইক চুরি ফেনসিডিল ব্যবসা নেশা ট্যাবলেট বিক্রি এবং কাপড় পাচারের মামলা রয়েছে ভুরি ভুরি এবার নতুন করে সংযোগ হলো মানব পাচারের মামলা। এতগুলি মামলা থাকার পরেও বিলোনিয়াম থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অর্থাৎ ভিতরে বাজারে নিজ বাড়িতে

৭-এর পাতায় দেখুন

ধর্ষক বুড়োর ২০ বছরের জেল

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। নাবালিকা শিশু ধর্ষণ কাণ্ডে দোষীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বুধবার নিম্ন আদালতের ৫ নম্বর এজলাশের বিচারক দোষীর এই সাজা ঘোষণা করেন। ২০১৯ সালের বোধজংনগর থানাধীন খয়েরপুরের জগন্নাথপুর এলাকায় ৫৪ বছরের বুড়ের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলো এক শিশু কন্যা। মামলার তদন্তকারী অফিসার ছিলেন তৎকালীন বোধজংনগর থানার ওসি তাপস মালাকার। বোধজংনগর থানার মামলা নম্বর ছিলো ৩৮/২০১৯। সেই সময়কার অভিযুক্ত মতিলাল ভৌমিকের বিরুদ্ধে পত্রো সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিলো তদন্তকারী অফিসার। এরপরই সমস্ত সাধ্যবাক্য প্রমাণ সাপেক্ষে চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন আইও। আদালত সমস্ত খুঁটিনাটি বিচার

৭-এর পাতায় দেখুন

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আজ উচ্চতর মাধ্যমিক নতুন সিলেবাস এর বিজনেস স্টাডিস / এডুকেশন / ফিজিক্স, মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস নতুন সিলেবাস এর এডুকেশন এবং মাদ্রাসা ফাজিল থিওলজি নতুন সিলেবাস এর ইসলামিক হিস্টি পরীক্ষা ছিল। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মোট ৬৪টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রের অন্তর্গত সবকয়টি পরীক্ষাকেন্দ্রের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আজকের পরীক্ষায় অসুদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য কোনো পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আজ নতুন সিলেবাসের উচ্চতর মাধ্যমিকের

৭-এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে যুব উৎসব

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, বাগমা, ২২ মার্চ ।। বুধবার উদয়পুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের কার্যালয় অফিসে ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জেলা শিক্ষা দপ্তর,জেলা প্রশাসন, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উদয়পুর পৌর পরিষদ, গোমতি জেলা পরিষদ এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্ট অধীনে নেহেরু যুব কেন্দ্রে গোমতী জেলার উদ্যোগে যুব উৎসবের এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের গোমতী জেলার ইনচার্জ কেশব কুমার সরকার, কাকড়াবন ব্লকের স্বেচ্ছাসেবক নীল উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে নেহেরু যুব কেন্দ্রে গোমতী জেলার ইনচার্জ কেশব কুমার সরকার জানান আগামী ২৬ শে মার্চ উদয়পুর টাউনহলে গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব

৭-এর পাতায় দেখুন



বিএসএফ হত্যাকাণ্ডে মামলা এনআইয়ের হাতে

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজা ইন্দো-বাংলা সীমানা-২ এলাকায় বিএসএফ জওয়ান হত্যাকাণ্ডে মামলা গেলাে এনআইয়ের হাতে। ১৯ আগস্ট ২০২২ সালে সীমানা-২ এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের ছোড়া গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন ১৪৫ ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জওয়ানগিরিশ কুমার উদায়। তিনি হেড কনস্টেবল ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীদের এশ্বশু পড়ে প্রাণ হারাতে হয়েছিলো ওই বিএসএফ জওয়ানকে। ঘটনার পর থেকে পুলিশ এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে ঘটনার তদন্ত চালানো হচ্ছিলো। কিন্তু হত্যাকারীদের টাগেটি লোকেশন

বাংলাদেশের ওপাড়ে থাকায় মামলার তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছিলো না। অবশেষে এনআইয়ের হাতে হস্তান্তর করা হয় মামলার তদন্ত ভার। ফলে মামলার তদন্ত এখন অনামাত্রা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সশস্ত্র সেনা জওয়ানদের উপর সন্ত্রাস হামলার ঘটনার এটি ছিলো রাজ্যের সর্বশেষ ঘটনা। জানা গেছে, ১৯ আগস্ট বেলা ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা নাগাদ বিএসএফের হেড কনস্টেবল গিরিশ কুমার উদায়ের হেতুত্বে রগটিন পেটোলিংয়ে ছিলেন বিএসএফ জওয়ানরা। তারা সীমানা-২ সংলগ্ন এলাকায় যেতেই সন্ত্রাসবাদীদের এশ্বশু পড়ে যায়। সীমান্তের ওপাড়ে বসে থাকা

সন্ত্রাসবাদীরা অতর্কিতে গুলি ছোঁড়ে বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে। আর ঘাতকদের ছোঁড়া গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়েছিলেন গিরিশ কু মার উদায়। তবে বিএসএফ জওয়ানরাও পাল্টা হামলা চালিয়েছিলেন। এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনো লিঙ্ক রয়েছে কিনা এর পেছনে রাজনৈতিক কোনো মদত ছিলো কিনা সকল বিষয় নিয়ে গোটা আনন্দবাজার এলাকায় প্রশ্ন উঠছিলো। অবশেষে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হলো বিএসএফ জওয়ানের উপর হামলার মামলা। এখন দেখার বিষয়, এনআইএর হাতে কি তথ্য বেরিয়ে আসে। কারা জড়িত ছিলো এই হামলার পেছনে।

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় দলের তকমা হারাচ্ছে তৃণমূল!

কলকাতা, ২২ মার্চ ।। ইসি কর্মকর্তারা বলেছেন যে পোল পানেল এর পরে এনসিপি এবং তৃণমূল জাতীয় দলের মর্যাদা ধরে রাখার মানদণ্ড পূরণ করে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। জাতীয় পার্টির মর্যাদা বিভিন্ন সুবিধা দেয় একটি দলকে। যেমন রাজ্য জুড়ে একটি সাধারণ দলীয় প্রতীক, পাবলিক ব্রডকাস্টের নির্বাচনের সময় ফ্রি এয়ারটাইম, নয়াদিল্লিতে পার্টি অফিসের জন্য জায়গা ইত্যাদি।ভারতের নির্বাচন কমিশন টিএমসি এবং এনসিপি'র জাতীয় দলের মর্যাদা থাককে কি থাকবে না তা সিদ্ধান্ত নিতে একটি

পর্যালোচনা বৈঠক করেছে। এই বৈঠকের পরে সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে লিখিত নোট চাওয়া হয়েছে। ইসিআই অনুসারে জানা গিয়েছে এই পর্যালোচনা বৈঠকে বিশেষ কোন কারণ নেই। এটি নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ইসিআই-এর করা একটি রুটিন কাজ ইসি কর্মকর্তারা বলেছেন যে পোল পানেল এর পরে এনসিপি এবং তৃণমূল জাতীয় দলের মর্যাদা ধরে রাখার মানদণ্ড পূরণ করে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু করবে। জাতীয় পার্টির মর্যাদা বিভিন্ন সুবিধা দেয় একটি দলকে। যেমন রাজ্য জুড়ে একটি সাধারণ দলীয় প্রতীক, পাবলিক ব্রডকাস্টারে

নির্বাচনের সময় ফ্রি এয়ারটাইম, নয়াদিল্লিতে পার্টি অফিসের জন্য জায়গা ইত্যাদি।ইসি-র এই ধরনের কার্যক্রম এই প্রথম নয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে, এটি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই), বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি), এনসিপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নোটিশ জারি করেছিল। সেই নোটিশে তাদের ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল কেন তাদের জাতীয় দলের তকমা থাকবে। যদিও ইসি অবশ্য তাদের স্ট্যাটাস বাতিল করার

৭-এর পাতায় দেখুন

খোয়াই পরিদর্শনে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি

আগরতলা, ২২ মার্চ ।। খোয়াই পুর এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে আজ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি কাশিংশংকর ঘোষের নেতৃত্বে ও ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির আধিকারিকগণ সহ মোট ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল খোয়াই পুর এলাকা পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবশ্যী নাথ শর্মা, পুর পরিষদের উপমুখ্যনির্বাহী আধিকারিক হেমন্ত ধর প্রমুখ। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলটি পুর এলাকার পূর্ণিমা স্কুল সংলগ্ন ডিপ টিউবওয়েল, অফিসটিলাস্থিত ডিপ টিউবওয়েল জলের উৎস, সুভাষপার্ক জীপ স্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থান, সুভাষ পার্ক বিবেকানন্দ স্টাচু সংলগ্ন রাস্তা,

৭-এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বেপরোয়া টমটম

রাষ্ট্রীয় কণ্ঠ প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ ।। একাংশ টমটম চালকের যত্নগায় প্রতিমুহূর্তে প্রাণ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে একাংশ যান চালক, পথচারী এবং টমটম যাত্রীদের। এই টমটম চালকদের বেপরোয়াতার কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে রাজধানীজুড়ে। এরপরেও এইসকল যত্নহীনায়ক যানবাহনগুলিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্য সরকারের কোনো সঠিক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হচ্ছে যান চালক এবং যাত্রীদের। এরই মধ্যে বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর আন্তাবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় এক টমটম চালকের বেপরোয়াতা খোসারত দিতে হলো ওই চালককেই। নিজের মর্জিমাতে টমটম চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় টমটম চালক। রাস্তাতেই উল্টে যায় টমটম। গুরুতর আহত হয় চালক। এই দৃশ্য দেখার পরপরই প্রত্যক্ষদর্শীরা দমকল বাহিনীতে খবর দিলে দমকল কর্মীরা পৌছানোর আগেই আহত চালককে পুলিশের অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠানো হয় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তার। তবে টমটম চালকদের বেপরোয়াতার কারণে রাজধানীতে যেভাবে দুর্ঘটনা ঘটছে এতে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হচ্ছে অন্যান্য যান চালক এবং যাত্রীদের। অধিকাংশ টমটম চালকরাই কোনো ধরনের সিগন্যাল নিয়মনীতি না মেনেই চলাফেরা করে রাজপথে। ট্রাফিক পুলিশও এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যদিও বুধবার এই দুর্ঘটনায় আরো বড় দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হতো অন্য যানবাহনকে। কারণ ব্যস্ততম উত্তর গেইট সংলগ্ন এলাকাটি সবসময় ব্যাপক যান চলাচল থাকে।



এখন প্রাণের শহর আগরতলায়

KARIM'S

ESTD 1913

ORIGINAL FROM JAMA MASJID DELHI 6

Akhaura Road, Near AIDS CONTROL SOCIETY, Opposite of Old IGM Gate, Agartala, Tripura (W).

করিমস্ স্পেশাল বিরিয়ানি

মটন কোরমা

খমেরি রোটি

মটন বুর্রা

চিকেন জাহাঙ্গীর সহ

আরও কত কি....

